সমসাময়িক ভারত—পঞ্চম খণ্ড

সমসাময়িক ভারত

প্রথম কল্প—প্রাচীন ভারত

পঞ্চম খণ্ড

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি ও মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম সভাপতি, প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত মাননীয় রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ., এম. এ., বি.এল্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

"I have great pleasure in bringing to your notice the very valuable publication of the Bengali book সমসাময়িক ভারত by Professor Jogindra Nath Samaddar. It proposes to cover a wide range of an interesting period of Indian History. It is a gigantic literary undertaking (to be completed In 25 volumes, of which 5 are already out), written in a fascinating style which never makes the book a dull study though it relates to dry historical facts. Rare and varied works have been requisitioned in the compilation of the work and the author's undertaking places before the Bengali-readers the results of laborious researches which it is not possible for a man or even for a library to command. I am sincerely of opinion that the book is destined to move an era in the field of Bengali literature and lift it to a higher level. Every Bengali who can afford to encourage the author in his stupendous task involving a great outlay of cost, should gladly seize this opportunity to do a patriotic duty. I strongly recommend it to any support you can give to the laudable efforts of the author and thus help in the completion of a work which is in every respect an unique and admirable production in the Bengali language."

সমসাময়িক ভারত

বিনিময়

মুখপত্র

Bharatvarsha Ptg. Works.

সমসাময়িক ভারত—পঞ্চম খণ্ড

প্রাচীন ভারত

পঞ্চম খণ্ড

(অধ্যাপক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,
এম্.এ., পি. এইচ্. ডি., পি. আর্. এস্
াশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রকাশক
শ্রীনলিনাক্ষ রায়
সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,
মোরাদপুর (পাটনা)
১৩২৯।

কুন্তলীনপ্রেস,
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা,
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২॥০

শ্রীযুক্ত ভিক্ষু সুদর্শন প্রণীত অভিনব গল্পের বই

চতুর্ব্বেদ (সচিত্র)

নবীন গল্পলেখক ভিক্ষু সুদর্শনের অপূর্ব্ব লিপিকৌশল, অনুপম ভাষা, গল্পচ্ছলে উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা কথাসাহিত্যে যে অদ্বিতীয়, তাহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শোকার্ত্ত নরনারী পড়িয়া শান্তি পাইবেন, তৃপ্ত হইবেন। যুবক যুবতী অদ্ভুত রসাস্বাদ পাইবেন।

"গল্প কয়টির একটা বিশেষত্ব আছে; এ গুলির সুর অন্য রকমের—উচ্চস্তরের; উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন নহে, তাহা হইতেও মহত্তর।"—**ভারতবর্ষ**

"একটুখানি পড়িবার পরেই গল্পগুলির সরসতা উপলব্ধ হয়, এবং এই চিত্তাকর্ষক গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করা যায়" **বঙ্গবাণী**

মানসী প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদপত্র কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

উৎকৃষ্ট কাগজ, রাজসংস্করণ ... ... ১॥০

সাধারণ সংস্করণ ... ... ॥০

(ইহা আট আনা সংস্করণের অন্যতম গ্রন্থ)

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীর, প্রথম কল্প 'প্রাচীন ভারতের' পঞ্চমখণ্ড প্রকাশিত হইল।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই মহোদয় এইখণ্ড তাঁহার মহিমান্বিত নামের সহিত সংযোগ করিতে দিয়া এবং ইহার সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ এবং এইখণ্ড প্রকাশ সম্ভবপর করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি. আর্‌. এস্‌, পি. এইচ্‌. ডি মহাশয় এই খণ্ড প্রকাশে নানারূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। মনস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর ও শ্রীমন্মাহারাজ কাশিমবাজারাধিপতি বাহাদুরও পূর্ব্ববৎ নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া ভাষায় সম্ভবপর নহে।

শ্রীমান্‌ মাখনলাল সমাদ্দার নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন।

'সমসাময়িক ভারতে'র ষষ্ঠখণ্ড ও বিংশতিখণ্ড যন্ত্রস্থ করিয়াছি। মফঃস্বল হইতে পুস্তক মুদ্রিত করা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য।

গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ত্রুটী স্বীকার এবং উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

'সমসাময়িক ভারত' কার্য্যালয়,

মোরাদপুর (পাটনা।) ১৩২৯।

সূচী

চিত্র সূচী

মোরাদপুর, (পাটনা)

"সমসাময়িক ভারত"

কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ

১।	সমসাময়িক ভারত	প্রথম খণ্ড ...	১॥০
২।	"	দ্বিতীয় খণ্ড ...	১॥০
৩।	"	তৃতীয় খণ্ড ...	১৸৵০
৪।	"	চতুর্থ খণ্ড ...	৩॥০
৫।	"	পঞ্চম খণ্ড ...	২॥০
৬।	"	অষ্টম খণ্ড ...	৩৲
৭।	"	একাদশ খণ্ড ...	৩৲
৮।	"	ঊনবিংশ খণ্ড ...	৩৲
৯।	"	একবিংশ খণ্ড ...	৪৲
১০।	ইংরাজের কথা	... ...	১॥০
১১।	অর্থশাস্ত্র	... ...	১।০
১২।	সাহিত্য-পঞ্জিকা (প্রথম বৎসর)	...	৸০
১৩।	কুহকিণী	... ...	।৵০
১৪।	মণিমালা (নাটক)	... ...	॥৵০
১৫।	শিখের কথা (নাটক)	...	৸০
১৬।	অভিশাপ (নাটক)	...	১৲
১৭।	চতুর্ব্বেদ (গল্পের বই)	(॥০ সংস্করণ)—॥০ ও	১॥০
১৮।	পঞ্চবাণ "	... ...	১।০

সোল্ এজেণ্টস্—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩-১-১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় তাঁহার পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভূমিকা লিখিতে বলিয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। "সমসাময়িক ভারতে"র অন্তর্গত এই গ্রন্থের টীকাটীপ্পনী ও বহু চিত্র শোভিত অনুবাদ প্রচার করিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের একটী স্বল্পপরিচিত গৌরবময় যুগকে বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

পেরিপ্লাস গ্রন্থটীর লেখক যে কে তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে লেখকের দেশ ও কাল তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনুমিত হইতে পারে। গ্রন্থকার একজন মিশর দেশীয় নাবিক ছিলেন, জাতিতে তিনি গ্রীক। তাঁহার গ্রন্থ পড়িলেই বুঝা যায় যে, তিনি নিজে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অর্ণবপোতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষের তাৎকালিক ব্যবসায় বাণিজ্য, বহির্জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ ও সংযোগ এবং আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় অবস্থা বিষয়ে তিনি যাহা আভাস দিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য উপকরণ সন্দেহ নাই।

তাঁহার গ্রন্থ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি হিপ্পেলাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি সাতচল্লিশ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমের ধীর-প্রবল মরশুম বায়ুপ্রবাহের আনুকূল্যে চালিত অর্ণবপোতে সরল পথে দুরন্ত সাগর ভেদ করিয়া ভারতবর্ষের

উপকূলে যে পৌঁছিতে পারা যায় তাহার সন্ধান সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। সুতরাং পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার হিপ্লেলাসের অপেক্ষা আধুনিক। ইহা ছাড়া গ্রন্থে ভারতবর্ষে শকদিগের রাজ্য স্থাপনের কথার উল্লেখ আছে এবং ব্যাক্ট্রীয়া রাজ্যে নূতন এক পরাক্রমশালী জাতির অধিষ্ঠান বিষয়েরও নির্দ্দেশ আছে। ইহারা নিঃসন্দেহ ইউয়েচি জাতি। ইহারা সেই সময়ে ব্যাক্ট্রীয়ার গ্রীক্-রাজ্য ধ্বংস করিয়া নিজেদের প্রসার কল্পে ভারতের দিকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ধাবমান হইতেছিল। এবম্বিধ উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে গ্রন্থকার প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন।

ঐ যুগ ভারতের একটী স্মরণীয় যুগ। তখন ভারতের ধন-রত্নরাজি ও শিল্প নৈপুণ্য বিশ্ববিশ্রুত। তখন ভারতের অসংখ্য কলাকুশল শিল্পিগণের গৃহজাত দ্রব্যসমূহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রতীচ্য জগতে রপ্তানি হইত। এই সকল পণ্যদ্রব্যের প্রধান বিপণি ছিল, বিপুল রোম সাম্রাজ্য এবং বিশেষতঃ সেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থল, বিলাসী রোম নগর। ভারতের আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানি অধিকতর হওয়াতে বাণিজ্যের সমতা রক্ষিত হইতে পারিত না। ভারতবর্ষ প্রতীচ্য জগতের খুব বড় একজন পাওনাদার হওয়াতে প্রতীচ্য জগতকে টাকা পাঠাইয়া ভারতের দেনা শোধ করিতে হইত। প্রসিদ্ধ রোমীয় ঐতিহাসিক প্লিনী ভারতের দ্বারা রোমক সাম্রাজ্য এই ভাবে শোষিত হইতে থাকায় বিশেষভাবে আক্ষেপ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিকগণের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ শাসনকে একটী শোষণ যন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ অভিযোগ

কতদূর সত্য তাহা লইয়া অনেক মতভেদ ও তীব্র আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে যে এ দেশের বাণিজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ আপনার সুকুমার শিল্প প্রসূত নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য প্রতীচ্য জগতের ধনী সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগের ধনলুণ্ঠন করিত। এই লুণ্ঠনের বাৎসরিক পরিমাণ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মম্‌সেন্ প্রায় এক কোটি টাকা অনুমান করিয়া গিয়াছেন। রোমক সাম্রাজ্যের এই ভারতীয় বাণিজ্য সম্ভূত নিরন্তর ধনক্ষয় রোধ করিবার জন্য তথাকার শাসন-কর্ত্তাদিগের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। নানারূপ আইন পাশ করিয়া যাহাতে ভারতের দ্রব্য রোমে বিক্রীত না হয় তাঁহারা তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফল কথা, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য প্রথা ও প্রণালী অনুসারে দেশের খাদ্যদ্রব্য কখনই রপ্তানি হইতে পারিত না। রপ্তানির জন্য ধার্য্য ছিল বিলাসের সামগ্রী। উহা স্বদেশ হইতে অবাধে বহিষ্কৃত হইয়া তাহার বিনিময়ে দেশের অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ হইতে আহরণ করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত।

পেরিপ্লাস্ গ্রন্থে এই বিরাট বাণিজ্যের বিবরণ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। আরব সমুদ্রের ভারতীয় উপকূলে কোন্ কোন্ বাণিজ্য কেন্দ্র তখন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। তদ্ব্যতীত কোন্ কোন্ বন্দর হইতে কি কি দ্রব্য ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে আসিয়া রপ্তানি হইত তাহারও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। তখনকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ

বহির্বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর ছিল, ভৃগুকচ্ছ, বর্ত্তমান ব্রোচ সহর। বন্দর হিসাবে ওখানে অনেক অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ নর্ম্মদা নদী যাহার উপকূলে এই সহর স্থাপিত তাহা সুগভীর না হওয়াতে বড় বড় জাহাজের প্রবেশের পক্ষে অনুকূল ছিল না। নানা সৈকত বাঁচাইয়া জাহাজগুলিকে আসিতে হইত। তাহার উপর নদীতে জোয়ার ভাটার খুব খেলা ও তন্নিবন্ধন বিশেষ উৎপাত ছিল। কখনও হঠাৎ ভাটা পড়িয়া জাহাজগুলি বালুবদ্ধ হইয়া পড়িত, কখনও আবার হঠাৎ বন্যা এত প্রবল ও উচ্চ হইয়া আসিয়া পড়িত যে পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে নাবিকগণকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইত। এইত গেল বন্দরের কথা। সহরের বাজার গুলি তখন বিচিত্র বস্তু সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া থাকিত। পেরিপ্লাসের গ্রন্থ কর্ত্তা যবন বা গ্রীক রাজদ্বয় মিনান্দার ও এপোলোডোটাসের প্রচলিত মুদ্রা তখনকার বাজারে প্রচলিত ছিল দেখিয়া গিয়াছেন। উক্ত রাজদ্বয়ের সময়ে ঐ প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন মম্বেরাস্। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল নহপান, ইনি ক্ষত্রপ-বংশীয় রাজা। ভৃগুকচ্ছ বন্দরের আর একটী কথার উল্লেখ পেরিপ্লাসে আছে। পাশ্চাত্য জাহাজগুলি বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ় মাসে বন্দরে উপনীত হইত এবং তাহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাহাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার রপ্তানি-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শাসন বিভাগ গ্রহণ করিত। হিন্দু রাজসরকারের কর্ম্মচারী-নাবিকগণ জলযানে অভ্যাগত বৈদেশিক নাবিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এবং তাহাদের অর্ণবপোতগুলিকে স্রোতের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে

লইয়া যাইয়া নঙ্গর করাইতেন, যাহাতে জোয়ারের উৎপাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে। এই প্রদেশ হইতে রপ্তানী হইত নানা রকমের মসলা ও ফলজাত আহার্য্য সামগ্রী, তা ছাড়া সূক্ষ্মতম মসলিন নামে খ্যাত কাপড় ও মণিমুক্তা প্রবালাদি। আর আমদানি হইত মুদ্রা, কিশোর গায়কের দল, ও রাজান্তঃপুরের জন্য দাসীবৃন্দ। সমৃদ্ধিতে এই প্রদেশের পরেই দাক্ষিণাত্য। এখানকার বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল তিনটী সহর—সোপারা, পৈথান এবং কল্যাণ। এই প্রদেশ তখন অন্ধ্র রাজ্যের* অধীনে। তখনকার অন্ধ্র নরপতিগণের নাম সরগেনাস্ ও স্যাস্ত্যানিস্ বলিয়া পেরিপ্লাসে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় প্রথম নামটী হইতে অন্ধ্র রাজ অরিষ্ট শাতকর্ণিকে বুঝিতে হইবে এবং দ্বিতীয়টী বোধ হয় অন্ধ্র রাজ সুন্দর শাতকর্ণির নাম। শেষোক্ত রাজার সময়ে অন্ধ্র দিগের প্রতাপ অনেকটা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল, তাই পেরিপ্লাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভৃগুকচ্ছ হইতে যুদ্ধের জাহাজ আসিয়া অন্ধ্র রাজের অধীনে কল্যাণ এবং সোপারা বন্দরে উপনীত বাণিজ্য-পোতগুলিকে আক্রমণ করিত এবং তাহাদিগকে বন্দি করিয়া ভৃগুকচ্ছে টানিয়া লইয়া যাইত। ইহা দ্বারা সেখানকার বাণিজ্যের পুষ্টিসাধন হইত।

এই প্রকার মূল্যবান তথ্য পেরিপ্লাস গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক প্রচুর ভাবে সংগ্রহ করিতে পারেন। যাঁহার পরিশ্রমে এই অমূল্য গ্রন্থটি বঙ্গভাষায় প্রচলিত হইল তিনি যে সমস্ত বঙ্গভাষাভাবিগণের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ তাহা বলা বাহুল্য। অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরিয়া ইতিহাস ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায় ও

গবেষণার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সুনির্ব্বাচিত বৈদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ নিচয়ের অনুবাদের দ্বারা বঙ্গভাষার যে বিশিষ্ট ভাবে পুষ্টিসাধন হইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক রচনাপেক্ষা এইরূপ অনুবাদ বঙ্গভাষার কল্যাণ সাধন করে অধিকতর প্রয়োজনীয়। যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় ঐতিহাসিক এই উপেক্ষিত পথে তাঁহার শক্তি চালিত করুন এবং মাতৃভাষার ভাণ্ডার নব নব রত্নরাজিতে পূর্ণ করিয়া দিন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা মহোদয় এই অমূল্য গ্রন্থের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া লেখককে এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষাকে যে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভাষার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

লক্ষ্ণৌ
বিশ্ববিদ্যালয়
২৫এ আশ্বিন ১৩২৯

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা সি. আই. ই.

মহোদয়ের

করকমলে

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

পেরিপ্লাস্
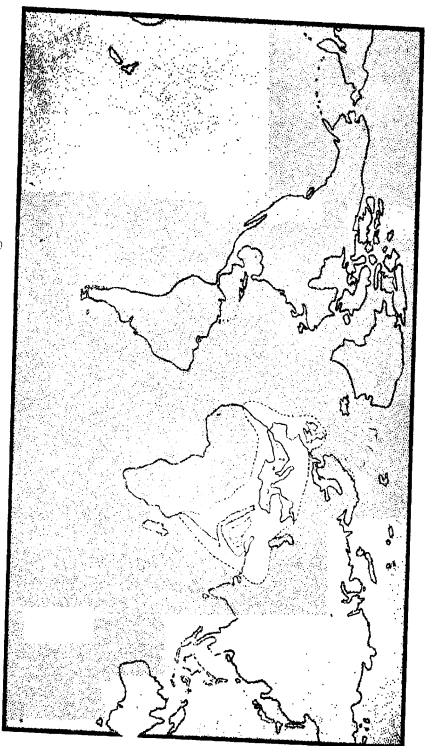
প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয়গণের পরিজ্ঞাত পৃথিবী
(বিন্দুচিহ্নিত স্থান অপরিজ্ঞাত)

Bharatvarsha Ptg. Works.

অধ্যাপক সফ্ লিখিত ভূমিকা

মার্কোপলো, কলম্বস্ এবং ভেস্পুচির (১) আখ্যানের ন্যায় "ইরিথ্রিয়ান্ সাগরের পেরিপ্লাস্"ও (২) একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এগুলি কেবল ব্যক্তিগত উদ্যমই বর্ণনা করেনা—সমগ্র জাতির নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বাণিজ্যিক কৃতিত্বের জাগরণও নির্দ্দেশ করে। পশ্চিম পৃথিবীর প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও পরিচালিত জলযানে পূর্ব্বাঞ্চলস্থ জাতিসমূহের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বাণিজ্যের ইহাই প্রথম নিদর্শন। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে অপ্রতিহত ভাবে যে বাণিজ্য-স্রোত একই দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, ইহা তাহারই পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে। গ্রীকদিগের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, অর্থাৎ ভূমধ্য ও আটলান্টিক মহাসাগরে ফিনিসিয়দের কার্য্যাবলীর পূর্ব্বে, মানবিক সভ্যতা এবং বাণিজ্য পারস্যোপসাগরের সন্নিকটস্থ জনপদসমূহেই সীমাবদ্ধ ছিল—"ইলাম্ ও বাবিলোনিয়ায় এবং হাভিলা দেশে স্বর্ণ পাওয়া যায় এবং এই স্বর্ণ উত্তম; এই

---

(১) মার্কোপলো—(১২৫৪—১৩২৩) ইতালী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক-আসিয়ার অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া তাহাদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কলম্বস্—আমেরিকা আবিষ্কারক।

ভেস্পুচি—(১৪৫১—১৫১২)—১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ভেনিজুয়েলা আবিষ্কার করেন।

(২) পরবর্ত্তী ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

স্থানে ডিলিয়াম্ এবং মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায় (৩)।" উভয় দিকে সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মিশর ও প্রাচীন ভারতের জাতিসমূহ সজ্ঘটিত এবং এই সীমার মধ্যে পণ্য বিনিময়ের জন্য বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। পারস্যোপসাগরের শীর্ষ দেশে এই বিনিময়ের কেন্দ্র হইল। এই প্রদেশস্থ অধিবাসিবৃন্দ, বিভিন্ন আরব জাতি, বিশেষতঃ, ফিনিসিয়দের পূর্ব্বপুরুষ লোহিত মনুষ্যগণই (৪) এই পণ্য বহন করিত ও মধ্যবর্ত্তী ছিল। ভারতবর্ষে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত ইউফ্রেটীস্, আফ্রিকা এবং পূর্ব্বদিকে আমাদের অজ্ঞাত কোন স্থানের সহিত ক্ষিপ্র সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। আরব-বণিকগণ আফ্রিকায় ভারতীয় পণ্য বিক্রয়কারিগণের উপস্থিতি সহ্য করিলেও, লোহিত-সাগরের সহিত মিশরের দেবতাগণের পূজার আবশ্যকীয় মূল্যবান প্রস্তর, মসলা ও সুগন্ধি সরবরাহকারী বাণিজ্য নিজেদের জন্যই একচেটীয়া রাখিয়াছিল। তাহারা এই বিশেষাধিকার সতর্ক ভাবে রক্ষা করিত এবং মিশরাধিপতিগণের সমৃদ্ধি অনুযায়ী এই বাণিজ্যের উপরেই তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও উন্নতি লাভ করিত। ভারতবর্ষের মসলিন্ ও মসলা, হয় নিজেরাই আনয়ন করিত, অথবা এডেন্ উপসাগরের উভয়-দিকস্থ বন্দর সমূহে ভারতীয় বণিকগণের নিকট লইত; এইগুলি তাহারা নীলনদের উত্তরাংশে অথবা লোহিত-সাগর বা মরু-

---

(৩) বাইবেলোক্ত স্থান ও দ্রব্যাদি।

(৪) "Red Men".

ভূমির মধ্য দিয়া থিবস্ বা মেম্ফিসে (৫) বহন করিয়া লইয়া যাইত। পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে মিশরের দৃষ্টিপাত এবং বাণিজ্য ও জয়লাভের জন্য পূর্ব্বসমুদ্রে পোত প্রেরণের দুর্লভ অবকাশে মিশরাধিপদের কর্ম্মচারীগণ নিকটবর্ত্তী বন্দরসমূহে সকল দেশের মূল্যবান পণ্য সমাগত দেখিতেন এবং এই সকল পণ্যের মূলীভূত দেশের প্রতি আর লক্ষ্য করিতেন না।

ধীরে ধীরে বাণিজ্যস্রোত নীল ও ইউফ্রেটীস্ পরিত্যাগ করিয়া আরও উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত হইলে, এই সকল উত্তমতর পণ্যের আদিস্থান ভারতের প্রতি এতদ্দেশীয় জনসমূহের কৌতূহল উদ্রেক এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাণিজ্য-পথ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। যে সকল জনপদ মধ্যদিয়া এই বাণিজ্য-পথসমূহ অবস্থিত ছিল, নীল ও ইউফ্রেটীস্ তীরে অবস্থিত জাতিসমূহের এইগুলি আবিষ্কারের জন্যই বহুশতাব্দীব্যাপী বিবাদই পৃথিবীর ইতিহাস পূর্ণ করিয়াছে। এই প্রাধান্য-লাভের প্রারম্ভে এই জাতির ফিনিসিয় নামক এক শাখা পারস্যোপসাগরস্থ স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভূমধ্যসাগরের কূল-বর্ত্তী জনপদে বাসস্থান স্থাপিত করে; পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা যে বাণিজিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই, পশ্চিমাঞ্চলে তাহারা সেই খ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল।

---

(৫) থিবস্-মিশরের সুপ্রসিদ্ধ নগর নীল-নদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; এককালে মিশরের প্রধান নগর ছিল। মেম্ফিস্—ইহা এককালে মিশরের রাজধানী ছিল। মিশরের পিরামিড এই স্থানেই অবস্থিত।

ভূমিকায় উল্লিখিত স্থানগুলি গ্রন্থের যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া আর স্বতন্ত্র পাদটীকা দেওয়া হইল না।

প্রত্যেক বাণিজ্যপথের শেষান্তে প্রতিষ্ঠিত গ্রীক্ উপনিবেশগুলি কতক পরিমাণে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেও, মহাবীর আলেকজান্দার দ্বারা পূর্ব্বদেশ পরাজিত হইবার পূর্ব্বে কোন পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি স্থলপথের বাণিজ্যপথ শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল মাত্র।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বাঞ্চলের পণ্যবহন ফিনিসিয়দের আরবদেশস্থ স্বজাতীয় ও আত্মীয়গণেরই করতলগত ছিল; অবশ্য, ভারতীয় বণিক্গণের সহিত তাহাদের চুক্তি ও সন্ধিপত্র সমূহের নিয়মাবলীদ্বারা ইহা আবদ্ধ ছিল। একের পর অন্য আরবরাজ্য আফ্রিকার বৃহৎ পূর্ব্ব উপকূল ও সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ, হস্তিদন্ত, অষ্ট্রীচ্ পক্ষীর পালক এবং তৈলের বাণিজ্যের উপর আধিপত্য রক্ষা করিতেছিল; আরব্যোপসাগরের উপকূলে গন্ধদ্রব্য এবং ধূনার মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল; প্রধানতঃ ভারতীয় নৌযানে ও ভারতবর্ষ হইতে আনীত বস্ত্র, মূল্যবান প্রস্তর, কাষ্ঠ, মসলা (বিশেষতঃ দারুচিনি), সকোত্রা অথবা গুয়ার্দাফুই হইতে নীল ও ভূমধ্যসাগর প্রদেশস্থ জনপদে ক্রয় বিক্রয় হইত। গার্হা, ওবোল্লা, পাল্মায়রা, পেট্রা, সাবথা এবং মারিয়াবা সকলেই এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভোগ করিত। অবনতিগ্রস্ত মিশর ইহার শাসন বা বাধা দিতে কোন প্রয়াস পায় নাই। পণ্যাদি আনীত ও উহাদের মূল্য প্রদান করা হইত। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, টলেমিগণ কর্ত্তৃক মিশর পুনর্ব্বার সভ্যজাতি সমূহের প্রধান স্থান অধিকার করাতে ও গ্রীক্ শক্তি সংমিশ্রিত হইবার ফলে, লোহিত-সাগর এবং

এডেন উপসাগরের শীর্ষদেশে কয়েকটী স্থান অধিকার ব্যতীত অন্য কিছুই হয় নাই ; পক্ষান্তরে, মিশরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-ভারতের উন্নতির যথেষ্ট প্রমাণ আগাথারকাইডিসের আখ্যান পাঠে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এইস্থানেই অন্যত্র অপেক্ষা সমধিক বাণিজ্যিক প্রাধান্য হইয়াছিল; কারণ, ভারতবর্ষের সীমা পরিবর্ত্তন, সিন্ধুর বদ্বীপের পশ্চিমদিকে পুলিনের সংঘাত এবং আসিয়াবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের মূল উচ্ছেদ হইয়াছিল।

আরব প্রদেশেই এই অর্থ ও ক্ষমতা স্বাধিকার ভুক্ত করিবার জন্য বিবাদ চলিতেছিল এবং পরবর্ত্তী টলেমিদিগের সময়ে রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতন আশ্চর্য্যজনক ক্ষিপ্রতার সহিত দৃষ্ট হইতেছিল। আফ্রিকার উপকূল এবং তত্রত্য ভারতীয় বাণিজ্য তদ্দেশীয় অধিবাসিগণেরই হস্তে আসিয়াছিল; আরবজাতি প্রণালীর মুখেই নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহাদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দি প্রাচীন কুস্ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবিসিনিয়া রাজ্য স্থাপিত করিতেছিল।

ঠিক এই অবস্থায় মিশরে ক্লিওপেট্রার অধীনে টলেমিদের শাসন শেষ হইল এবং পশ্চিম পৃথিবীর অধীশ্বর, রোমক-সম্রাট্, আধিপত্য বিস্তার করিলেন। এবম্প্রকারে আসিয়া-মাইনর ও সিরিয়ার পূর্ব্বাধিকৃত বাণিজ্যিক স্থলপথের সহিত টলেমি কর্ত্তৃক বিজিত লোহিত সাগরস্থ বন্দরের পথ দিয়া জলপথে বাণিজ্যিক পথ প্রতিষ্ঠা হইল।

রোমক জাতির করতলগত এই পুরস্কার মূল্যবান ছিল।

ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন বিজিত জাতি হইতে রোমে পুনঃ পুনঃ প্রচুর ধন আসিয়াছিল এবং পূর্ব্বাঞ্চলের মূল্যবান দ্রব্যাদির প্রতি আকাঙ্ক্ষা ইতিপূর্ব্বেই জাগরিত হইয়াছিল। আসিয়া-মাইনর এবং সিরিয়ার জেতৃগণের প্রকাশ্য বিজয়োৎসবে নূতন দ্রব্যরাশি ও ধন শোভা পাইত এবং অধিবাসীরাও ইহার জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিত। অর্থ সুপ্রতুল ছিল এবং বণিকৃগণ চতুর্দ্দিক হইতে এইস্থানে সমাগত হইত। শতাব্দীকাল মধেই ভূমধ্যসাগরের ক্রয় বিক্রয় বিনিময়ের কেন্দ্র আলেক্‌জান্দ্রিয়া হইতে রোমে স্থানান্তরিত হইল। সম্রাট্ অগষ্টসের বিজ্ঞ আজ্ঞাবলে সাম্রাজ্যের সীমানা ইউফ্রেটীস্ নদী তীরে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল (কেবল, একবারমাত্র ইহা অমান্য করা হইয়াছিল এবং ফলও বিষময় হইয়াছিল)। সুতরাং যদি রোম জলপথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যবৃদ্ধি ও সুশাসন করিতে না পারিত, তবে এই সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য রোমের দিকে প্রবাহিত হইত এবং পার্থিয়া ও আরব রাজ্যে শুল্ক প্রদান করিতে হইত।

এইরূপ উদ্যোগের বিরুদ্ধে আরবদিগের সকল ক্ষমতা ও ধূর্ত্ততা আনয়ন করিতে হইল। মিশরে বণিকৃগণের নিকট আর কোন সংবাদ পৌছিতে দেওয়া হইত না এবং মনুষ্যের জ্ঞান হওয়াবধি যে পথে পণ্যাদি প্রেরণ করা হইত, সেই সকল পথে যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয়, তজ্জন্য সকল প্রকার ছলনা অবলম্বন করা হইত। অপরিচিত সমুদ্রে, পণ্যাদির উৎপন্ন স্থান ও তাহাদের যাতায়াতের পথ সম্বন্ধে যৎসামান্য জ্ঞান থাকাতে, রোমক জাহাজের শত্রুর অধিকৃত উপকূল

হইয়া যাতায়াত করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌছিতে বহু বৎসর অতিবাহিত হইত। কিন্তু, ঘটনাচক্রে রোমের আকাঙ্ক্ষার সফলতা লাভ করিল। নবপ্রতিষ্ঠিত অক্সাম্‌রাজ্য তাহার পূর্ব্বপ্রতিবেশী আরববাসীদের ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া রোমের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছিল। গুয়ার্দা-ফুইর পূর্ব্বতম বাণিজিক স্থানগুলি, যাহা পূর্ব্বে আরবদিগের শাসনীভূত ছিল, এক্ষণে তাহাদের প্রভুদের বিবাদের জন্য স্বাধীন হইয়াছিল এবং এই পণ্যবীথিকাগুলি যাহারা ইচ্ছা করিত তাহাদেরই পক্ষে মুক্ত ছিল। পরে, জনৈক রোমক্ প্রজা (সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি আবিসিনিয়ায় কার্য্য করিত) সমুদ্রে বিতাড়িত হইয়া উন্মুক্ত জাহাজে ভারতবর্ষে নীত হয়, ও কয়েকমাস পরে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অনুকূল বায়ুতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপরে, হিপালাস্ নামক দুঃসাহসিক বণিক্ (৬) ভারতীয় বায়ুর ক্রমিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া (যাহা নিঃসন্দেহে আরব ও হিন্দুগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন), যথাসময়ে সাহসের সহিত যাত্রা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন এবং রোম যে সকল পণ্যের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন,—মণি, প্রবাল, চন্দনকাষ্ঠ, ইবনি, গন্ধ, গুগ্‌গুল, বিশেষতঃ মরিচসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুরাতন বাণিজ্যপথগুলি অধিকৃত না হইলেও সুপরিচিত হইয়াছিল; আরব ও হিন্দুদের মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত বন্দোবস্ত অনুসারে যে দারু-

---

(৬) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আধুনিক ইতিহাসে কলম্বসের নাম যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়, রোমকদের ইতিহাসে এই হিপালাসের নামও সেইরূপ ভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

চিনি পূর্ব্বকালে মিশরগামী বণিকদের ধনবৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা রোমক্‌গণ কেবল গুয়ার্দ্দাফুইতেই পাইতেন, এবং যে সকল ভারতীয় বন্দরে ইহা সংগৃহীত ও বিতরিত হইত, সেগুলি রোমক-দিগের লোকান্তরলে রাখা হইত। ঐ বৃক্ষের পাতা মালাবার উপকূলস্থ সকলস্থানেই অবাধে রোমক্‌বণিক্‌গণকে প্রদত্ত হইত এবং মালাবাথ্রাম্‌রূপে তাহাদের অন্ততম মূল্যবান অঞ্জনের উপাদান হইত।

ভারতীয় সমুদ্রে রোমক্‌গণের প্রবেশ হইতে জাতীয় ক্ষমতারও বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে ক্রমে, পেট্রা, গেঢ়া, পাল্‌মায়রা এবং পার্থিয়ার আয়-কর বাণিজ্য রোমক্‌দিগের হস্তগত হওয়াতে, দেশগুলিও তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হইল। দক্ষিণ আরবের হোমেরাইট্‌ রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল, রাজধানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং ইহার কতিপয় প্রধান ব্যক্তি উত্তরদিকে গমন করিলেন; সাসানিড্‌গণ রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিল। পূর্ব্বতন শত্রুর যে পরিমাণে অধোগতি হইল, আবিসিনিয়ার সেই পরিমাণে উন্নতি হইল। ঘটনা-সমূহ এই ভাবেই চলিলে, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন হইত। মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাব হইত না, এবং বৃহত্তর রোম টেম্‌স্‌ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত নিজের আইন ও শাসন প্রবর্ত্তিত করিত। কিন্তু, ইতিহাসের ন্যায় অত্যন্ত জটিল। রোমের হস্তে যে অর্থ আসিল, তাহা পরাজিত প্রদেশ সমূহে বিদ্রোহ-দমনে, গৃহবিবাদে এবং ক্রমাগত পূর্ব্বাঞ্চলে ধনপ্রেরণে ব্যয়িত হইতে লাগিল। যে জাতি অর্থোৎপাদনে বা শিল্প দ্বারা

নূতন অর্থ উৎপাদনে সমর্থ ছিল না, তাহার পক্ষে ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ হইল। পশ্চিমাঞ্চলের অর্থ যেরূপ হ্রাস পাইতে লাগিল, বিনিময় কেন্দ্র ততই কনষ্টান্টিনোপলের দিকে পরিচালিত হইতে লাগিল। মেসোপটেমিয়ার মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্য-পথগুলি ঐ কেন্দ্রের দিকে যাইত এবং সাসানিড্‌গণের অধীনে মেসোপটেমিয়ার পুনরুত্থানে পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবার সকল পথগুলিই অধিকৃত হইয়াছিল; এমন কি, যে সকল দাম্ভিক আরব-রাজ্য হামুরাবাই, ঈশারহাডন্, নেবুচাদ্‌নেজার এবং দারিয়াস্ দি গ্রেটেরও অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। মিশরের আর এক্ষণে বাণিজ্যিক প্রধানতা ছিল না; সে কেবল কনষ্টান্টিনোপলের ধান্যাগার ছিল এবং আবিসিনিয়া লোহিত-সাগরের পূর্ব্বে অবস্থিত তাহার কষ্টসাধিত রাজ্য হইতে দূরীভূত হইয়া পূর্ব্বরাজ্য প্রতিষ্ঠায় বাইজান্‌সিয়ান্ সম্রাট্‌গণকে কোন বাধা দিতে পারিতেছিল না। মুহম্মদের ধর্ম্ম পূর্ব্বপৃথিবীকে একত্রীভূত করিল—ইতিপূর্ব্বে আর কোন শক্তি এরূপ করে নাই। শিল্প এবং পণ্যচলাচলের বিস্তৃত পরিবর্ত্তন (যাহা উনবিংশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করিয়াছিল) সংঘটনের পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ, পূর্ব্বাঞ্চলবাসিদের আবশ্যকীয় পণ্যের সন্ধান পায় নাই এবং নিজেদের প্রার্থিতমূল্যে উহা পূর্ব্বাঞ্চলের হাটে প্রেরণ করিয়া বাণিজ্যপথকে তাহাদের প্রাচীন পথ হইতে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যে অগ্রগামিগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল এই অপ্রতিহত স্রোত নিবারণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত মনুষ্যের

কার্য্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী। মিশরবাসী, রোমক্‌দিগের প্রজা জনৈক গ্রীক্‌ লিখিত, সরল ও কষ্টসাধ্য বৃত্তান্ত 'পেরিপ্লাস্‌' এই আখ্যানের অন্যতম। এই লেখক বৃহৎ সমুদ্রের মধ্যে নিজ নৌযান পরিচালিত করিয়া ইহার পণ্যবীথিকার আমদানী ও রপ্তানীর এবং ইহার জাতিসমূহের অবস্থা ও মৈত্রতার অবস্থার প্রথম বৃত্তান্ত আনয়ন করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই পুস্তকই এই বাণিজ্যের একমাত্র আমূল বৃত্তান্ত প্রদান করিত, এবং ইহা যে যবনিকা প্রক্ষেপ করিয়াছিল তাহা যতদিন পর্য্যন্ত মুহম্মদের ধর্ম্ম বাণিজ্যব্যাপারে আরবদের গোপনীয়তা দূরীভূত এবং গ্রীক্‌ কল্পনার আবিষ্কার প্রক্ষিপ্ত না করিয়া আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠা না করিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্তই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ষ্ট্রাবো, প্লিনি বা টলেমি যতই সংগ্রহ করুন না কেন, এই অজ্ঞাত বণিকের ন্যায় করিতে পারেন নাই; ইনি কেবল যে নিজে যে সকল পণ্য লইয়া কারবার করিতেন এবং যাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—যে সকল জাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান সভ্যতাও সম্যক পরিজ্ঞাত নহে তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন; ইনি চঞ্চল পশ্চিমবাসিগণের চক্ষে পূর্ব্বাঞ্চলের ধীর ও শিল্পকার্য্যে দক্ষ ব্যক্তিগণের সংমিশ্রণ এবং এবম্প্রকারে 'ইরিথ্রিয়ান্‌ সাগরের' উপর প্রথমোক্তের আধিপত্য আনয়ন করেন।

পেরিপ্লাসের তারিখ ও গ্রন্থকার

হিদেল্‌বার্গ এবং লণ্ডনে পেরিপ্লাসের যে সকল পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে গ্রন্থকার কে এবং তিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। হিদেলবার্গের পাণ্ডুলিপির মতে আরিয়ান্‌ই ইহার গ্রন্থকার ছিলেন; ইহার কারণ এই যে, এই পাণ্ডুলিপি কাপাদোসিয়ার শাসনকর্ত্তা আরিয়ান্, আন্দাজ ১৩১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণ সাগরের চতুর্দ্দিকে যে জলযাত্রা করেন, তাহারই বর্ণনা অবলম্বন করিয়াছে। ইহা অবশ্যই ভুল, লণ্ডনের পাণ্ডুলিপি ইহা নির্দ্দেশ করেনা।

পেরিপ্লাসের তারিখ এবং গ্রন্থকার কে তাহা পুস্তক হইতেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষাভিমুখী জলপথ, যাহা পেরিপ্লাসের ৫৭ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ৪৭ খৃষ্টাব্দে হিপালাস্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভিন্‌সেণ্ট্ এইরূপ ধার্য্য করিয়াছেন।

আনিয়াস্ প্লোকামাস্ লোহিত সাগরের আয় ইজারা লইয়াছিলেন এবং ইহার মুক্তভৃত্য ঘটনাচক্রে যে লঙ্কায় গমন করিয়াছিল, তাহা প্লিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতেই ভিন্‌সেণ্ট্ ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ভৃত্য ঝটিকা দ্বারা তাড়িত হইয়া পঞ্চদশ দিবসে লঙ্কায় পৌছিয়া অভ্যর্থিত হয় এবং তথায় ছয় মাস বাস করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে; তৎপরে, লঙ্কাদ্বীপের রাজগণ রোমে দৌত্য-

বাহিনী প্রেরণ করেন। প্লিনি বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা সম্রাট্ ক্লদিয়াসের রাজত্বকালে ঘটে; ক্লদিয়াসের রাজত্ব ৪১ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। হিপালাসের আবিষ্কার এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল। (এই আখ্যান পাঠে প্রথম প্রশ্ন উঠে এই যে, ঐ ভৃত্য বাবেলমণ্ডব্ প্রণালীর বহির্দ্দেশে কি কার্য্য করিতেছিল এবং আনিয়াস্ প্লোকামাস্ কাহার নিকট হইতে ইজারা লইয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে প্লিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহা কি আবিসিনিয়াবাসীদের কথাই উল্লেখ করে অথবা আরবস্থ গ্রীক্ উপনিবেশগুলি তখনও বর্ত্তমান ছিল?)

৫৭ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হিপালাসের আবিষ্কার, সম্ভবতঃ পেরিপ্লাসের গ্রন্থকারের জলযাত্রার অনতিপূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার আবিষ্কর্ত্তার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত" সাময়িক বায়ুপ্রভাবে বরাবর সমুদ্রপথে জলযাত্রা করা যাইতে পারে।

প্লিনিই প্রসঙ্গক্রমে হিপালাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি যে সময়ে পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন (৭৩ হইতে ৭৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) সে সময়ে আবিষ্কর্ত্তার স্মৃতি অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

যদি অনুমান করা যায় যে, ৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই পেরিপ্লাস্ লিখিত হয় নাই, তবে আমাদিগকে অন্যদিকের তারিখ সীমাবদ্ধ করিতে হইবে।

পেরিপ্লাসের ৩৮ পরিচ্ছেদে সিন্ধুর মুখের চতুর্দ্দিকস্থ,

"সিথিয়ার সামুদ্রিক উপকূল" এবং সিথিয়ার রাজধানী, মিন্নাগার যে "আত্মকলহে-বিব্রত পার্থিয়ার রাজন্যবর্গের অধীন ছিল," উল্লিখিত হইয়াছে।

৪১ পরিচ্ছেদে মিন্নাগার নামক অন্য একটি নগরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; পাদটীকায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, ইহা কেবল হিন্দুগণ প্রদত্ত আক্রমণকারিগণের নগরের নাম।

৪৭ পরিচ্ছেদে "দেশমধ্যস্থ অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় বাক্‌ট্রিয়ান্ জাতি" উল্লিখিত হইয়াছে।

পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি যে, পেরিপ্লাসে উল্লিখিত সিথিয়গণ শকজাতিভুক্ত ছিল। ইহারা ইউচি কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-তুর্কীস্থান হইতে দূরীভূত হইয়া বেলুচিস্তান্, সিন্ধুর নিম্নপ্রদেশ, এমন কি ভারতবর্ষের নিকটস্থ উপকূল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করে। তাহারা পার্থিয়া রাজ্যের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং এই রাজ্যেরই অংশীভূত হয়। ৫২ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সাম্বারীস্ নামক শাসনকর্ত্তার অধীনে তাহারা যে দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তৃতি করে, তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর দিকস্থ কুসান্ রাজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু ৯৫ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে কুসান্‌গণ কর্ত্তৃক এই সমগ্র রাজ্য অধিকারভুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। "যুদ্ধপ্রিয় বাক্‌ট্রিয়ান্ জাতিই" এই ইউচি বা কুসান্ জাতি। ইহারা পূর্ব্বে চীনের অধীন ছিল; পরে হূণগণ কর্ত্তৃক পশ্চিম দিকে বিতাড়িত হইয়া বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক্ রাজ্য বিধ্বস্ত করে এবং একটী পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে এই রাজ্য উত্তর-ভারতের অধিকাংশ

অধিকার করে। সিন্ধু এবং গঙ্গার উপত্যকায় এই জাতির রাজ্যবৃদ্ধি প্রারম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং সম্ভবতঃ চৈনিক সেনাপতি পাঞ্চাও কর্ত্তৃক ইহার রাজা কাদ্‌ফাইসিসের পরাজয়ের পূর্ব্বে (এই ঘটনা খোটানের নিকট ৯০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল) এরূপ বিপুল পরাজয় নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল এবং এরূপ জাতিকে নিশ্চয়ই, আমাদের গ্রন্থকার "যুদ্ধপ্রিয়" জাতি বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। এবম্প্রকারে আমি ৯০ এবং ৯৫ খৃষ্টাব্দে এই দুইটী তারিখ পাই—ইহার পরে কখনই "পেরিপ্লাস্" লিখিত হয় নাই।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার অক্সুমাইট্‌দের নগরের কথা এবং জোস্‌কালেস্-শাসিত রাজ্য, উপকূল এবং দেশমধ্যস্থ জনপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হেন্‌রি সল্ট্ জোস্‌কালেস্‌কে "তারিখ্ নেগুস্তি" (আবিসিনিয়া রাজাদের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখিত জা হাকালে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতে জা হাকালে ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সল্টের মতে এই সময় ৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দ। খৃষ্টের জন্ম জা হাকালের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ জাবিশি বাজেনের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে হইয়াছিল, উল্লিখিত ইতিহাসে লিখিত এই ঘটনা হইতে সল্ট্ উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। জা হাকালের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে জাবিশি বাজেন্ সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নাম সম্বন্ধে সল্ট্ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা ঠিক, কিন্তু উক্ত ইতিহাসে উল্লিখিত তারিখ গুলি ঐসকল ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং

অন্যান্য সাক্ষ্যের অভাবে ঐগুলি সঠিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে, ঐ ইতিহাসের লেখকগণ আন্দাজে সময় নিরূপণ করিয়াছেন। পরিচিত ঘটনাবলীর সহিত সময় সামঞ্জস্য করিবার জন্য স্বয়ং সল্ট্ তারিখগুলি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সল্টের লিখিত নামগুলি তাঁহার তারিখ সমূহ হইতে মূল্যবান। গ্লেসার্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দক্ষিণ-আরবের লেখাগুলি দৃষ্টে আমরা অক্সাম্ যে ইথিওপিয়া হইতে পৃথক ছিল তাহা জানিতে পারি এবং পেরিপ্লাসের পূর্ব্বের কোন পুস্তকে যে অক্সামের উল্লেখ পাই না, (এমন কি প্লিনিও ইহা উল্লেখ করেন নাই), তাহা হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, আবিসিনিয় আখ্যান বা ইতিহাসগুলি সঠিক নহে। আরবের অধীন রাজাগুলিকে তাহারা স্বাধীন নরপতি বলিয়া গণ্য করিয়াছে; যে হিসাবে তাহারা ঘটনানিচয় নিবদ্ধ করিয়াছে তাহা ঠিক নহে এবং তাহাদের দত্ত তারিখগুলি আনুমানিক।

উক্ত ইতিহাসে লিখিত তারিখগুলি এবং সল্ট্ কর্ত্তৃক জোস্-কালেসের সহিত জা হাকালের নির্দ্দেশ সত্য হইলেও খৃষ্টের জন্মের তারিখ ৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ বলিয়া গণ্য করিলে, জা হাকালে ৭১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রায় সকল টীকাকারগণই বিবেচনা করেন যে, ৭৩ হইতে ৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত প্লিনির ‘প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাস’ পেরি-প্লাসের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। আরবদেশের বর্ণনায় উভয়ের সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এস্থলে প্লিনি পেরিপ্লাস্‌কে সংক্ষেপ

করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, প্লিনির গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহার সহিত পেরিপ্লাসের অসামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং পেরিপ্লাস্ লিখিত হইবার পূর্ব্বের ঘটনাও উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য, প্লিনি সংগ্রাহক এবং নকলনবীশ ছিলেন মাত্র এবং সাধারণতঃ তাঁহার বিচারশক্তির অভাব ছিল এবং হয়ত তিনি যে সকল স্থলে পেরিপ্লাসের সহিত, পেরিপ্লাসের পূর্ব্বে লিখিত মৌরেটানিয়াবাসী রাজা দ্বিতীয় জুবার বর্ণনার কোন পার্থক্য নাই, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। প্লিনি জুবার বর্ণনার প্রতি পুনঃ পুনঃ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। পেরিপ্লাসে মিয়ো সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, প্লিনি তদপেক্ষা অধিক বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু প্লিনি অক্মামের কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি মোসাইলাম্ অন্তরীপের বর্ণনা করিয়া আফ্রিকার উপকূল-ভাগ শেষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আটলান্টিক সাগর এইস্থান হইতে শেষ হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি জুবার অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু, তিনি পেরিপ্লাসের সহিত পরিচিত থাকিলে নিশ্চয়ই জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত আফ্রিকার উপকূল ভাগ বর্ণনা করিতেন। প্লিনি আরবের রাজকীয় নগর মরিয়াবা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পেরিপ্লাস্ করেন নাই। ২৪ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে ইলিয়াস্ গলাস্ যে দক্ষিণ আরবে সাবিয়ান্গণই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জাতি ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, প্লিনি তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু, পেরিপ্লাস্ লিখিয়াছেন যে, ইহারা হোমেরাইট্গণের অধীন ছিল। ইলিয়াস্ গলাস্ ইহাদিগকে প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।
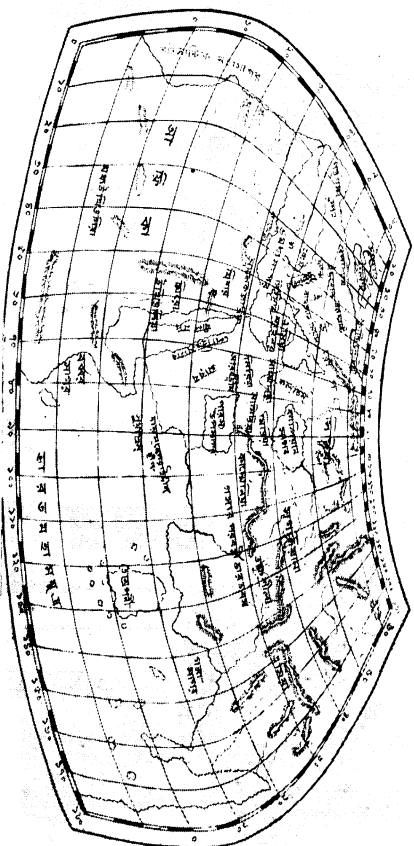
টলেমির সময়ে পরিজ্ঞাত পৃথিবী

প্লিনি ৬।২৬এ ভারতবর্ষগামী জলযাত্রার উল্লেখকল্পে "সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত বিবরণ, যাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে" যে লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, তিনি এতদ্দ্বারা পেরিপ্লাসেরই উল্লেখ করিয়াছেন—তৎকালে পেরিপ্লাস্ কেবল বণিকের দৈনন্দিন লিপিরূপেই প্রচারিত ছিল। গ্লেসার্ উপরি-উক্ত মতের উপর নির্ভর করিয়াই পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার সম্বন্ধে নিজ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু, প্লিনি পেরিপ্লাস্ হইতে নানা প্রকার বিভিন্ন জলযাত্রার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন। যে সময়ে প্লিনি নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষগামী নৌপথ লোকে অবগত ছিল এবং তিনি যে কোন সমুদ্রগামী নাবিকের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিতেন। প্রকৃতপক্ষে আরব সম্বন্ধীয় বিবরণ, (যাহার সহিত পেরিপ্লাসের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল) তিনি এবম্প্রকারেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্লিনির পুস্তক ৭৭ খৃষ্টাব্দে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং তিনি পেরিপ্লাস্ হইতে নিজ আখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি বিশেষ সম্ভব এবং গ্রহণীয় হইলেও কোন প্রকারেই শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৪১ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ইণ্ডো-পার্থিয় অথবা শক জনপদের অশান্তি হইতে প্রতীয়মান হয় না যে, কাথিওয়ার্ ও উজ্জয়িনীর রাজা (যিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে তথা কথিত শক শতাব্দী প্রতিষ্ঠা করেন) নিজ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন; ইহাতে ঐ শতাব্দীর পূর্ব্বে পেরিপ্লাস্ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়।

৬৪ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত "থিসের জনপদ" উল্লেখযোগ্য। ইহা নিশ্চিতই উত্তর-পশ্চিম চীনের থিসের রাজ্য; তৎকালে ইহা চীনের সর্ব্ব প্রধান রাজ্য ছিল এবং ইহা তুর্কীস্থানের পশ্চিমে নিজ রাজ্য বিস্তৃত করিতে ব্যাপৃত ছিল। বর্ত্তমান সিঙ্গান্‌ফুকে ইহার রাজধানী মনে করা হয়। গ্রন্থে "রেশম স্থলপথে ঐ দেশ হইতে বাক্‌ট্রিয়া এবং ভারতবর্ষে আনীত হয়", কিন্তু, "খুব অল্প লোকই কদাচিত সেই দেশ হইতে আইসে" লিখিত আছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, তুর্কীস্থানের বাণিজ্যপথসমূহ তখনও নিরাপদ হয় নাই এবং ইহা চৈনিক সেনাপতি পাঞ্চাওয়ের বিজয় অভিযানের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। ৯৪ খৃষ্টাব্দে এই বাণিজ্যপথ পাঞ্চাও কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হয়; কিন্তু, মরুভূমির দক্ষিণস্থ পথ ৭৩ খৃষ্টাব্দে উন্মুক্ত হইয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে মনে হয় যে, পেরিপ্লাস্ তৎপূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

১৯ পরিচ্ছেদে, নাবাটীয়ান্‌দের রাজা মালিচাস্ উল্লিখিত হইয়াছেন। ফাব্রিসিয়াস্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রন্থোল্লিখিত বর্ণনা মধ্যে তারিখ নির্ণয়ের ইহা একটী প্রধান নিদর্শন। জোসেফাস্ তাঁহার "ইহুদিদিগের যুদ্ধ" নামক গ্রন্থে আরবের রাজা (এই নামেই তিনি বরাবর নাবাটীয়ান্ রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন) মাল্‌চাসের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি জেরুজালেমের বিরুদ্ধে অভিযানে টাইটাস্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ৭০ খৃষ্টাব্দে এই অভিযানে তিনি জেরুজালেম্

ধ্বংস করেন। "সিরি সেপ্ট্রালি" গ্রন্থে ভোগুও লিখিয়াছেন যে, সম্রাট্ টাইবিরিয়াস্ এবং কালিগুলার সমসাময়িক জনৈক নাবাটীয়ান্ রাজা আরিটাসের (হারেথ্) মালিক্ বা তৃতীয় মালচাস্ বলিয়া একটী পুত্র ছিলেন এবং তিনি প্রায় ৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মালচাসেরই অন্যতম ভগিনী গ্যালিলীর শাসনকর্ত্তা হেরড্ আন্টিপাস্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং হেরড্ কর্ত্তৃক তাঁহার ভ্রাতৃবধূ হেরোদিয়সের পরিবর্ত্তে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। হেরডের এই কার্য্যের জন্য তাঁহার শ্বশুর আরিতাস্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং মালিচাসের যুডিয়ার বিরুদ্ধে রোমের সহকারিতার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই মালিচাস্‌ই সম্ভবতঃ পুস্তকোল্লিখিত ব্যক্তি এবং তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগেই জেরুজালেমের বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল। পেরিপ্লাস্ এই অভিযানের পরে লিখিত হইলে, মালিচাস্‌ও, ২৩ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত, চারিবীলের ন্যায় "সম্রাটের বন্ধু" বলিয়া কথিত হইতেন এবং তজ্জন্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, টাইটাসের ৭০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত অভিযানের পূর্ব্বে পেরিপ্লাস্ লিখিত হইয়াছিল।

২৩ এবং ২৭ পরিচ্ছেদে হোমেরাইট্ এবং সাবেয়াইট্ নামক দুইটী জাতির রাজা চারিবীল্ এবং সুগন্ধ রাজ্যের অধিপতি ইলিজাসের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। দক্ষিণ-আরবে আবিষ্কৃত লিপি হইতে গ্লেসার্ অনুমান করেন যে, এই উভয় নামই উপাধিসূচক—কোনটীই ব্যক্তিগত নাম নহে এবং খৃষ্টীয় প্রথম

শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে কয়েকজন এই নাম ব্যবহার করিতেন। গ্লেসার্-আবিষ্কৃত ১৬১৯ সংখ্যক লিপিতে ২৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন, এরূপ রাজা ইলিজাসের এবং ৪০ হইতে ৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্বকারী চারিবীল্ রাজার উল্লেখ আছে। সম্রাট্ নিরোর রাজত্বের পরে অল্প সময়স্থায়ী কতকগুলি সম্রাট্ সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে ভেস্‌পেসিয়ান্ সম্রাট্ হইয়াছিলেন। চারিবীল্‌কে সম্রাট্‌দিগের বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করাতে ভেস্‌পেসিয়ানের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌দিগের কথা উল্লিখিত হইতে পারে, কিন্তু নিরোর রাজত্বের পরে রোমক্ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যেরূপ গণ্ডগোল চলিয়াছিল তাহাতে পেরিপ্লাসের বর্ণিত সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিকারী বাণিজ্য ছিলনা। এই ঘটনা নিরোর রাজত্বের প্রারম্ভের কোন তারিখ নির্দ্দেশ করে—মোটামুটীভাবে ৫৪ হইতে ৬০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে আরব-ইউডীমনের অনতিপূর্ব্বে সংঘটিত ধ্বংসের উল্লেখ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের আরব ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে তাহাতে এই বন্দর ধ্বংসের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ আমরা বলিতে পারিনা কিন্তু গ্লেসার্ আবিষ্কৃত এবং সম্পাদিত লিপিগুলি প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্ত্তী কোন তারিখ নির্দ্দেশ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমাদের গ্রন্থকার মিরো নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। নিউবিয় রাজ্যের এই রাজধানী, রোমকগণ কর্ত্তৃক মিশর অধিকারের পরে, বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। নিউবিয়-

রাজা কান্দাচী মিশর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পিট্রোনিয়াসের অধীনে প্রেরিত অভিযান রাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত এবং নাপাতা ও অন্যান্য নগর ধ্বংস করিয়াছিল। ইহা ২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। বাইবেলের ৮।২৭ য়্যাক্ট পাঠ করিলে জানা যায় যে, অন্যতম রাজ্ঞী কান্দাচী প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। অতঃপর, প্লিনি লিখিয়াছেন যে, নিকট-বর্ত্তী মরুভূমির বন্যজাতি নিউবিয় রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুণ্ঠন করিবার ফলে সম্রাট্ নিরোর দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ কালে একটী অভিযান প্রেরিত হয়। এই অভিযান মিরো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, পথিমধ্যে কেবল মরুভূমিই রহিয়াছে, মিরোর প্রাসাদাদি কম, কান্দাচী নামক রাজ্ঞী তথায় রাজত্ব করিতেন এবং এই নাম বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করে। এই সকল ঘটনা ৬৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পেরিপ্লাসের পরে যে ইহা ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্লিনির অব্যবহিত পরেই, নিশ্চিতই মিরো ধ্বংস হইয়াছিল, কারণ ইহার পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আর এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পেরিপ্লাসে যে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির উল্লেখ ও ৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে হইতে ২৫শে জুলাই রোম ভস্মীভূত হওয়ার জন্য যে ঐ বাণিজ্যের অবনতি ঘটে ইহার কোন উল্লেখ নাই, ইহা হইতে অনেক কথা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। নগরের চতুর্দ্দশটীর মধ্যে দশটী জিলা ভস্মীভূত হয়। এই ক্ষতি

আর পূরণ হয় নাই ; তখন বীমা প্রচলিত ছিল না। প্লিনির পুস্তকে যে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই তাহা সত্য। নিরোই যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন এই অসত্য ঘটনা ও কয়েক স্থানে প্রাসাদ ও মন্দিরাদির ধ্বংসের কথা তিনি অনিচ্ছার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, অনেকস্থলে, নিরোর রাজত্বের শেষ ভাগে রোম যে বিপদজালে জড়িত হইয়াছিল, নিরোর পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণ যে অল্প দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ভেস্‌-পেসিয়ানের ক্ষমতায় যে "নিঃশেষিত রাজ্যে শান্তি আনয়ন করিয়াছিল," তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোম হইতে বহু দূরে থাকিয়া বাণিজ্যসংক্রান্ত পুস্তক লিপিবদ্ধ হইলেও (যদিও এই বাণিজ্যবৃদ্ধি রোমের জন্যই হইয়াছিল) রাজধানী ধ্বংস এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে বাণিজ্যের অবনতির কথা পুস্তকে থাকাই সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে। এই অগ্নিকাণ্ড এবং বাণিজ্যের উপর ইহার প্রভাব 'রিভিলেসনের সি ১৮তে' উল্লিখিত হইয়াছে. অনুমান করা যায় এবং 'রিভি-লেসনের' গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই স্থলে প্রণিধান-যোগ্য।

"এবং পৃথিবীর রাজন্যবর্গ রোম ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া দুঃখ এবং বিলাপ করিবেন এবং পৃথিবীর বণিক্‌গণও তাহার জন্য ক্রন্দন এবং দুঃখ করিবেন ; কারণ আর কেহই তাহার পণ্য ক্রয় করিবে না ; সুবর্ণ ও রৌপ্য এবং মূল্যবান প্রস্তর এবং মুক্তা এবং সুন্দর বস্ত্র, রেশম, লোহিতবর্ণের বস্ত্র, মিষ্ট গন্ধ বিশিষ্ট কাষ্ঠ, হস্তিদন্তের নানাপ্রকার পাত্র, মূল্যবান

দারুময় পাত্র, তাম্র, লৌহ, মর্ম্মর প্রস্তর, দারুচিনি এবং গন্ধদ্রব্য, মলম, গন্ধ, মগু, তৈল, উত্তম ময়দা, গম, পশু, মেষ, অশ্ব, রথ, ক্রীতদাস এবং মনুষ্য এই সকল............ পণ্যদ্বারা সে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহার নিপীড়নের জন্য বণিক্‌গণ ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে এবং বলিবে, অহো! অহো।. ঐ মহানগরী যাহা সুন্দর, লোহিত বর্ণের বস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল এবং সুবর্ণ, মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তায় সুশোভিত ছিল! এক ঘণ্টার মধ্যে এই সকল মূল্যবান দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়াছে। এবং প্রত্যেক নাবধ্যক্ষ এবং জাহাজ ও নাবিকের দল এবং যাহারা সমুদ্রে বাণিজ্য করে, দূরে থাকিয়া ধূম দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিবে 'কোন্‌ নগরী এরূপ নগরের সদৃশ?' এবং তাহারা নিজ নিজ মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল, 'অহো! এই সুবৃহৎ নগর যথায় তাহারা সকল প্রকার মূল্যবান দ্রব্য জাহাজে আনয়ন করিয়া সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল...... .... কারণ তোমার বণিক্‌গণই পৃথিবীর প্রধান ব্যক্তি।"

আমাদের গ্রন্থকার এইসকল নাবধ্যক্ষের অন্যতম কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে দূরে থাকিয়া ক্রন্দন ও বিলাপের কথা নাই; যদি তিনি এ দুর্ঘটনার পরে গ্রন্থ লিখিতেন তবে নিশ্চয়ই এরূপ করিতেন।

হিপালাসের আবিষ্কারের পরে, ভারতবর্ষের সহিত রোমের অত্যধিক এবং আকস্মিক ভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল; বিশেষতঃ ভারতীয় পণ্য অত্যধিক পরিমাণে* রোমে আমদানী হইত। পেরিপ্লাস্‌, দশম পরিচ্ছেদে দারুচিনির জন্য আবশ্যকীয় "সুবৃহৎ

জাহাজের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বাণিজ্য বৃদ্ধি (বিশেষতঃ সৌখীন দ্রব্যের আমদানীতে) নিরোর প্রিয় রাজ্ঞী সাবাইনা পোপিয়ার উন্নতির সময়ে দরবারের ব্যয়বাহুল্যের জন্যই হইয়াছিল। সাবাইনার প্রাধান্য ৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল ৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল। পোপিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে সুপ্রচুর পরিমাণে মসলা ব্যবহারের কথা প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে এইরূপ বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়; বাণিজ্যের সমতা রক্ষার জন্য বাৎসরিক ৬৬,০০০,০০০, টাকা দরকার হইত এবং রোমে আনীত ভারতীয় পণ্য তাহার মূল্যাপেক্ষা শতগুণাদি মূল্যে বিক্রীত হইত, তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির প্রদত্ত সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, আকস্মিক বাণিজ্য বৃদ্ধির নিদর্শন সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই কারণ নাই।

তৎকালীন পার্থিয়াভুক্ত পারস্যোপসাগরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে পেরিপ্লাসে কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, রোম ও পার্থিয়ার যুদ্ধকালে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রন্থকার, আরবের দক্ষিণ উপকূল বর্ণনাকালে সুগন্ধ প্রদায়িনী দেশ ও তাহার অধীন মাসিরা দ্বীপের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে কুরিয়া মুরিয়ার পরবর্ত্তী উপকূল 'পারস্যের অধীন' ছিল বলিয়া তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। রলিন্‌সন্ যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, আর্মেনিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ লইয়া বিবাদের ফলেই নিরোর রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ৫৫ খৃষ্টাব্দে, রোমের সহিত

পার্থিয়ার যুদ্ধ ঘটে। পার্থিয়াবাসিগণ সেই সময়ে আন্তর্জাতিক বিবাদে ব্যাপৃত থাকায়, প্রতিভূ প্রদান ও আর্মেনিয়ার উপর তাহাদের দাবী পরিত্যাগ করে; ৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন পুনর্ব্বার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তখন পুনর্ব্বার তাহারা আর্মেনিয়ার উপর দাবী করে। ৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে; এই সময়ে উভয়শক্তি আর্মেনিয়া পরিত্যাগ করে ও পার্থিয়া রোমে দৌত্য-বাহিনী প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হয়। এই সাময়িক সন্ধি ৬২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে সম্পাদিত হয়। দৌত্যবাহিনী হেমন্তে রোমে গমন করে, কিন্তু কোনরূপ সন্ধি স্থাপন না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঐ বৎসরের শীত ঋতুতেই রোম আর্মেনিয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার সাময়িক সন্ধি করে। ৬৩ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ঋতুতে পার্থিয়া হইতে পুনর্ব্বার দৌত্যবাহিনী রোমে প্রেরিত হইয়া সন্ধি হয়। ইহার ফলে পার্থিয়ার অন্যতম রাজকুমার আর্মেনিয়ার সিংহাসনে স্থাপিত হন এবং তাঁহাকে রোম সম্রাটের নিকট অভিষিক্ত হইতে হয়। এই অভিষেক ব্যাপার ৬৫ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

বাস্তবিকই ৬২ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুতে উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ শেষ হয় এবং সম্ভবতঃ ঐ বৎসরের গ্রীষ্মকালেই উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, পেরিপ্লাসের তারিখ, অন্ততঃপক্ষে যে জলযাত্রা উদ্দেশ করিয়া এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়, তাহা ৬২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুর পূর্ব্বে এবং ৫৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের পরে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ, রোম ও পার্থিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের, দ্বিতীয় কি তৃতীয়

বৎসরে, যখন পার্থিয়া সম্পূর্ণরূপে দাক্ষিণাত্যের বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, তখনই পেরিপ্লাস্ লিখিত হয়।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনান্তে ৬০ খৃষ্টাব্দে পেরিপ্লাস্ লিখিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার কে ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ফাব্রিসিয়াস তাঁহার প্রথম সংস্করণে ইহা আলেকজান্দ্রিয়ার বণিক্ আরিয়ান্ কর্ত্তৃক লিখিত, বলিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সংস্করণে, এমন কি ফাব্রিসিয়াসের দ্বিতীয় সংস্করণে কোন নামই প্রদত্ত হয় নাই। গ্লেসার্ যে বাসিলিস্‌কে ইহার গ্রন্থকার বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য।

গ্রন্থকার মিশরবাসী গ্রীক্ ছিলেন এবং গ্রন্থপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বেরিনীসেই বাস করিতেন, কারণ নীলনদ পর্য্যন্ত এবং কপটস্ হইতে মরুভূমি মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়ায় কোন বৃত্তান্ত প্রদান করেন নাই; প্লিনি এবং ষ্ট্রাবো ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি গুয়ার্দ্দাফুই হইতে জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত জলযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বর্ণনা অস্পষ্ট। আরবের উপকূলভাগ, সমগ্র পারস্যোপ-সাগর এবং সিন্ধু পর্য্যন্ত পারস্য ও বেলুচিস্তানের উপকূলভাগ তিনি অপরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন মনে হয়। এই সকল জনপদ রোমের শত্রু পার্থিয়ার অধীন ছিল।

তিনি গ্রীক্ ও লাটীন শব্দের এরূপ সংমিশ্রণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনা এরূপ ব্যাকরণদুষ্ট যে মনে হয় তিনি

সুশিক্ষিত ছিলেন না। সাহিত্য-হিসাবে তাঁহার গ্রন্থের মূল্য নাই, কিন্তু ভারতমহাসমুদ্র ও ইহার উপকূলস্থ জনপদ সমূহের বিশ্বাসযোগ্য বাণিজিক বৃত্তান্তের জন্যই তাঁহার গ্রন্থ মূল্যবান; তাঁহার গ্রন্থ প্রণীত হইবার পূর্ব্বে আমরা বিশদভাবে এ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহি।

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল লিখিত ভূমিকা

মিশর, রোমক্ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ রূপে থাকা কালে লোহিতসাগর ও আফ্রিকার উপকূল হইতে ভারতবর্ষে যে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবরণকে "পেরিপ্লাস্ অব্ দি ইরিথ্রিয়ান্ সি" (Periplus of the Erythræn Sea) নামক আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। তৎকালে, আফ্রিকার উপকূল হই'ত প্রাচীনগণের পূর্ব্বাঞ্চলের পরিচিত সীমা পর্য্যন্ত সমুদ্রকে "ইরিথ্রিয়ান্" সাগর নামে অভিহিত করা হইত। গ্রীক্‌গণ লোহিত সাগরকে ইরিথ্রিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিল; এই লোহিতসাগর দ্বারা উপরি-উক্ত সমুদ্রে প্রবেশ লাভ করা যাইত বলিয়া এই নাম প্রদান করা হইয়াছিল এবং পারস্যোপসাগর ইহার অন্তর্ভূ'ত ছিল।

এই পুস্তকের লেখক গ্রীক্ বণিক্ ছিলেন; সম্ভবতঃ, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বেরিনীস্ নামক সুবৃহৎ বন্দরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই স্থান হইতে তিনি বাণিজিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকার আজানিয়া বন্দর পর্য্যন্ত এবং আরবদেশের কানি (অথবা কানা) পর্য্যন্ত গমন করেন। শেষোক্ত স্থান হইতে, দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরে পৌছিয়াছিলেন। এই প্রদেশ সমূহের এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তিনি এই সকল বৃত্তান্ত অন্যান্য বণিক্‌দিগের

সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার লিখন পদ্ধতির অধিক প্রশংসা করা যায় না। অসংস্কৃত, সরলতা দুষ্ট লিখন ভঙ্গীতে মনে হয় যে, তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না; পরন্তু, তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, ভাব প্রকাশের জন্য তিনি প্রসাদ, মর্য্যাদা অথবা ভাষা-বিন্যাসের প্রতি বিরূপ ছিলেন। পুস্তকপাঠে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মিশরবাসী গ্রীক্ এবং পৃথক সমাজভুক্ত ছিলেন। আগাথার্কাইডিসের আলঙ্কারিক ভাষার সহিত আমাদের গ্রন্থকারের ভাষার বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পুস্তকোল্লিখিত সংবাদের পূর্ণতা, বিভিন্নতা, সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা ভাষার বহু ত্রুটী পূরণ করে। এই সকল বিষয়ে ইহা এরূপ উৎকৃষ্ট যে, ইহা অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ভারতবর্ষের বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পৃথিবীর এই সকল স্থানের প্রাচীন বাণিজ্য সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য অন্যান্য সকল পুস্তকাপেক্ষা আমরা ইহার নিকট সমধিক ঋণী।

গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। হিদেল্বার্গ পাণ্ডুলিপিতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রক্ষিত আছে এবং আরিয়ান্ লিখিত পেরিপ্লাসের পরেই ইহা ঐ পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত বলিয়া ষ্টাকিয়াস্ নিকোমিডিয়া-বাসী আরিয়ান্‌কে এবং ফাব্রিসিয়াস্ আলেক্জান্দ্রিয়া-বাসী অন্যতম আরিয়ান্‌কেই ইহার গ্রন্থকার বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু, এরূপ স্থির করা ঠিক হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে অনেক সময়েই দেখা যায় যে, বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ একই গ্রন্থকার লিখিত বলিয়া গণ্য হয়—বিশেষতঃ যদি তাঁহারা একই বিষয় বর্ণনা করেন এবং এক পুস্তকেই ঐ সকল গুলিই লিপিবদ্ধ

হয়। কিন্তু, এই গ্রন্থ বিষয়ে, যিনিই আরিয়ান্ লিখিত ইণ্ডিকায় পেরিপ্লাসের বর্ণনার কথা অবগত হইয়াছেন, তিনিই সহজে এই গ্রন্থও এই আরিয়ানের লিখিত বলিয়া ধার্য্য করিবেন। *এই বিষয়ে লেখকগণের মধ্যে একমত দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থকারের নাম যাহাই হোক, তিনি যে মিশরে বাস করিতেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের মিশরে কয়েকটী বৃক্ষ হইতে গঁদের নির্য্যাস নির্গত হয়" এবং তিনি রোমক্ মাসের সহিত মিশরের মাসের তুলনা করিয়াছেন। ৬, ৩৯, ৪৯ এবং ৫৬ পরিচ্ছেদ দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হইবে। সম্ভবতঃ, তিনি বেরিনীসেই বাস করিতেন, কারণ, এই বন্দর হইতেই তিনি আফ্রিকা ও আরবে গমন করিয়াছিলেন এবং তিনি এক উপকূলকে বেরিনীসের দক্ষিণে ও অন্যটিকে বামদিকে অবস্থিত উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠে সহজেই বোধগম্য হয় যে, তিনি বণিক্ ছিলেন। গ্রন্থখানি কেবল বণিক্ ও নাবিকের আখ্যান বা বর্ণনার সঙ্কলন নহে। গ্রন্থকার বর্ণিত স্থানগুলি নিজে যে দেখিয়াছিলেন তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় এবং বিংশ পরিচ্ছেদে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত স্থানে প্রাচীন লেখকগণের বর্ণনানুযায়ী না লিখিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া আমরা কূল হইতে দূরে থাকি এবং উপসাগরের মধ্য হইয়া অগ্রসর হই।" এই প্রসঙ্গে ৪৮ পরিচ্ছেদও প্রণিধান যোগ্য।

---

*অধ্যাপক সফের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থকার কোন্ যুগে বাস করিতেন ? প্রথমতঃ ইহা সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অগষ্টস-যুগের পরবর্ত্তী কালে লিখিয়াছিলেন, কারণ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে রোমক্ সম্রাট্‌গণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি যে ভৌগোলিক টলেমি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহাও প্রমাণিত হয়, কারণ তাঁহার ভূগোলে ইরাটস্-থিনিস্ হইতে টলেমির সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত কিংবদন্তী ব্যতীত গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী ভূভাগের কথা উল্লিখিত নাই ; কিন্তু এই সকল জনপদ সম্বন্ধে টলেমি অধিক বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। তিনি লঙ্কার নাম লিখিয়াছেন পালেসিমুণ্ডো কিন্তু টলেমি যে পরবর্ত্তী সালিকী নাম প্রদান করিয়াছেন এতদ্বারা তাহাও প্রমাণিত হয়। অপিচ, উনবিংশ পরিচ্ছেদ দৃষ্টে বোধ হয় যে, রোমক্‌গণ কর্ত্তৃক নাবাটীয়ান্‌দের রাজ্য-ধ্বংসের পূর্ব্বেই তিনি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। অধিকন্তু, প্লিনি স্বীয় গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় হাট সমূহে পৌছিবার পথ বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন, "বহু কালাবধি ইহাই নৌযানোপযোগী পথ ছিল ; অবশেষে জনৈক বণিক্ এক সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিলে, ভারতবর্ষ এরূপ সন্নিকট হইয়া পড়ে যে, ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হয়। কারণ, প্রতি বৎসর, এক পোতবাহিনী, (ভারতীয় সমুদ্র জলদস্যু পূর্ণ বলিয়া,) অনেক তীরন্দাজসহ প্রেরিত হয়। মিশর হইতে ভারতবর্ষ পৌছাইবার বর্ণনা পাঠকবর্গের ক্লেশকর হইবে, কারণ এই সম্বন্ধীয় সত্য ঘটনা এই প্রথম সাধারণের জ্ঞানগম্য হইল।" এই উক্তির সহিত পেরিপ্লাসের বর্ণিত ৫৭ পরিচ্ছেদ তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, প্লিনির সময় এই পথ সম্প্রতি ব্যবহারে

আসিলেও, আমাদের গ্রন্থকারের সময়ে এই পথ কিছুদিন হইতেই জ্ঞানগম্য ছিল। প্লিনি ৭৯ সালে দেহ ত্যাগ করেন এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে নিজ পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, আমাদের গ্রন্থকারের পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বেই প্লিনি তাঁহার "প্রাণিতত্ত্বে"র ষষ্ঠখণ্ড সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, যথায় তাঁহার সময়ে জোস্কা-লীস্কে ও অক্সামাইট্‌দের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের কথা লেখা আছে, দেখিলে গ্রন্থকারের সময় সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আবিসিনিয় রাজগণের তালিকায় জা হাকলে রাজের নামোল্লেখ পাওয়া যায়—ইনি ৭৭ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ছিলেন। এই জা-হাকলে পেরিপ্লাস্ লিখিত জোস্কালেস্ এবং ইনি ভেসপেসিয়ান্, টাইটাস্ এবং ডোমিসিয়ানের সমসাময়িক। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্লিনির মৃত্যুর অল্পদিবস পরেই অর্থাৎ ৮০—৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। যদিও একই বিষয়ে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়, তথাপি সালামেসিয়াস্ মনে করেন যে, প্লিনি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার একই সময়ে স্ব স্ব পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। এই মতের পোষকতা করে তিনি পেরিপ্লাস্ উল্লিখিত নিম্নোক্ত স্থল উদ্ধৃত করেন:—"ভারতবর্ষস্থ মুজিরিস্ নামক স্থান কেপ্রোবোত্রেসের রাজ্যভুক্ত।" তিনি এই উক্তির সহিত প্লিনি লিখিত নিম্নোক্ত উক্তির তুলনা করেন—"আমার এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করিবার কালে কিলোবোথ্রাস্

রাজত্ব করিতেছিলেন।" এই দুই উক্তি হইতে তিনি তর্ক করেন যে, কেপ্রোবোত্রেস্ ও কিলোবোথ্রাস্ একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম—সুতরাং উভয় গ্রন্থকার সমসাময়িক ছিলেন। এইরূপ যুক্তি গ্রহণীয় নহে, কারণ এই নাম ভারতবর্ষের তৎ প্রদেশের রাজাদিগের সাধারণ উপাধি ছিল।

ডড্ওয়েলের মতে পেরিপ্লাস্ ১৬১ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মার্কাস্ অরিলিয়াস্ এবং লুসিয়াস্ ভিরাস্ এক সঙ্গে রাজত্ব করিতেন। ২৬ পরিচ্ছেদে লিখিত, "আমাদের সময়ের অনতিকালে পূর্ব্বেই সম্রাট্ এই স্থান (এডেনের সন্নিকটস্থ ইউডীমন্ আরব) ধ্বংস করেন,—" উপর তিনি নিজ মতে নির্ভর করেন। তিনি এই সম্রাট্কে ট্রাজান্ বলিয়া অনুমান করেন; ইউট্রোপিয়াসের মতে ট্রাজান্ই আরবকে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু, ইউট্রোপিয়াস্ আরব অর্থে কেবল সিরিয়ার সন্নিকটস্থ অংশটুকুই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডড্ওয়েল্ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন যে, ট্রাজান্ সমগ্র আরব প্রদেশই সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অস্বাভাবিক। পেরিপ্লাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে আরবকে যে "প্রথম আরব" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই ডড্ওয়েল্ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, ট্রাজান্ ঐ দেশ জয় করিয়া উহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও বিভাগানুযায়ী উহাদের নামকরণ করেন। কিন্তু, পেরিপ্লাসের ভাষায় আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি না যে, উহাকে রোমক

সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এ স্থানটীর অর্থ এই যে, আফ্রিকার অন্তর্গত আজানিয়া প্রাচীনকাল হইতে সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল এবং মাফারিটীসের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত হইত।

পেরিপ্লাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের উপর নির্ভর করিয়া ডড্-ওয়েল্ গ্রন্থের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে যে, খারিবিল্ (বা চারিবীল্) পুনঃ পুনঃ উপঢৌকন ও দৌত্য-প্রেরণ করিয়া সম্রাট্গণের সহিত বন্ধুত্বের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ডড্ওয়েল্ অনুমান করেন যে, ইহাতে যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে সময় মার্কাস্ অরিলিয়স্ এবং লুসিয়াস্ ভিরাস্ একত্রে রাজত্ব করিতেন (১৬১—১৮১)। কিন্তু এরূপ অর্থ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই; অসঙ্গত অর্থ না করিলেও উহাতে তৎকালীন সম্রাট্গণ অর্থাৎ ভেস্পেসিয়ান্, টাইটাস্ এবং ডোমিসিয়ানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুস্তকের সময় সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট সালামেসিয়াসের অভিমত গ্রহণ করিয়া অনুমান করেন যে, ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সম্রাট্ অন্য কেহই নহেন—ক্লদিয়াস্। তিনি বলিয়াছেন, "রোমকগণ যে সময় হইতে ইলিয়াস্ গলাসের অধীনে আরবে প্রবেশ লাভ করেন, সেই সময় হইতেই লোহিত-সাগর উপকূলে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখেন। নাবাটিয়ার অন্তর্গত লিউকী কোমীতে তাঁহাদের সেনানিবাস ছিল এবং তাঁহারা সেই স্থানেই শুল্ক আদায় করিতেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা উপসাগরের নিম্নস্থ স্থান এবং সামুদ্রিক বন্দর সমূহে, ক্লদিয়াসের রাজত্বকালে ক্ষমতা বিস্তৃতি করেন, কারণ আনিয়াস্

প্লোকামাসের মুক্তভৃত্য (freedman) সমুদ্রে গমন কালে এসকল স্থান এবং "তাপ্রোবেণ" (সিংহল) হইতে কর সংগ্রহ করিত। আমরা এ রাজত্বের সময়কালীন হিপালসের আবিষ্কারের কথা এই সঙ্গে বিবেচনা করিলে, অন্য সময়াপেক্ষা এই সময়েই এডেন্ ধ্বংসের উত্তম কারণ গণ্য করিতে পারি।" লিউকী কোমীর সেনানিবাস রোমকদেরই অধিকৃত ছিল, এবং তথাকার শুল্ক তাঁহারাই সংগ্রহ করিতেন, এই উক্তি পেরিপ্লাস্ দ্বারা প্রমাণিত হয় না; বস্তুতঃপক্ষে, পেরিপ্লাস্ পাঠে অনুমিত হয় যে, নাবাথিয়ান্-রাজ মালিখস্ এই সকলের অধিকারী ছিলেন। অপিচ, প্লোকামাসের মুক্তভৃত্য (যে প্লিনির মতে লোহিত-সাগরের করের অধিকারী ছিল) সাময়িক বায়ু দ্বারা তাপ্রোবেণে নীত হইবার সময় আরব উপকূল হইয়া যে যাত্রা করিয়াছিল, তাহা যে রোমক্-কোষাগারের কর আদায়ের জন্য করা হইয়াছিল, ইহা নিতান্ত অনুমান মাত্র। "কৈসর" কথাটী লইয়া অনেক সন্দেহ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভ্রমপূর্ণ পাণ্ডুলিপির অন্যতম ভ্রম মাত্র। ইহার প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ যাহাই হউক, কোন এক জন রোমক্ সম্রাট্ এডেন ধ্বংস করিলে, তাঁহাদের ঐতিহাসিকগণ যে এরূপ বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিতেন না, এরূপ মনে হয় না।

সালামেসিয়াস্ এবং ভিন্‌সেন্টের যুক্তির দুর্ব্বলতা সোয়ান্‌বেক্ বুঝিতে পারিলেও, তিনি বিবেচনা করেন যে, গ্রন্থকার প্লিনির সমসাময়িক ছিলেন এবং প্লিনির গ্রন্থ প্রকাশের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বেই নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কারণ স্বরূপ সোয়ান্‌বেক্

বলেন যে, ভারতীয় নৌবাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত প্লিনির মতে প্লিনির সময়ে লোকে জ্ঞাত হইয়াছিল, মোটের উপর পেরিপ্লাসের উক্তির সহিত তাহার এরূপ সামঞ্জস্য আছে যে, নিশ্চিতই প্লিনি এই সকল বৃত্তান্ত পেরিপ্লাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সোয়ান্‌বেক্ স্বীকার করেন যে, উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে ; কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, এই ভ্রমের জন্য নকলনবীসের ব্যস্ততা বা উপেক্ষাই দায়ী। কিন্তু, প্লিনি ও পেরিপ্লাসের এই সকল বিষয় উত্তমরূপে তুলনা করিলে দেখায় যে, সোয়ান্‌বেকের এই উক্তি ভিত্তীহীন। ভিন্‌সেণ্ট স্বয়ং বিশেষ সাবধানতার সহিত এই বিষয় বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, একজন অপরের পুস্তক হইতে নকল করিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা প্লিনির সংক্ষেপ করিবার প্রথার সহিত জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কেহ যদি নকলই করিয়া থাকেন, তবে প্লিনিই এরূপ করিয়াছেন।"

এই সকল প্রাথমিক আলোচনা হইতে আমরা গ্রন্থের উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিব। এগুলি তিন ভাগে সুবিধানুযায়ী বিভক্ত করা যাইতে পারে—ভূগোল, নৌযাত্রা এবং বাণিজ্য। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে যে টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভূগোল বিষয়ক বৃত্তান্তগুলি বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করা যাইবে। ইতিমধ্যে পেরিপ্লাসে যে জলযাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত এবং পণ্যাদির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

১। পেরিপ্লাসে উল্লিখিত নৌযাত্রাসমূহ মিশরের দক্ষিণস্থ বেরিনীস্ হইতে লোহিতসাগরের পশ্চিম উপকূল হইয়া, প্রণালীর মধ্য দিয়া, আফ্রিকার উপকূল হইয়া ও গুয়ার্দাফুই অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া, পরে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইয়া দক্ষিণ দিকে রাফ্টা পর্য্যন্ত—এই শেষোক্ত স্থান বিষুবরেখার প্রায় ছয় ডিগ্রী নীচে।

২। লোহিতসাগরে আমরা দুইটী বিভিন্ন নৌযাত্রার বিষয় উল্লেখ পাই—একটী মিশরের অন্তঃর্গত মায়স্ হর্ম্মস্ হইতে সাগরের উত্তর সীমার মধ্য হইয়া আটলাণ্টিক উপসাগরের মুখের নিকটবর্ত্তী আরবের অপর উপকূলে, ও এই স্থান হইতে প্রণালীর অনতিদূরবর্ত্তী পশ্চিমস্থ আরব বন্দর মৌজা পর্য্যন্ত। অন্যটী বেরিনীস্ হইতে উপসাগর হইয়া বরাবর এই বন্দর পর্য্যন্ত।

৩। এই জলযাত্রা বর্ণনের অব্যবহিত পরেই প্রণালীর মুখ হইতে আরবের দক্ষিণ উপকূল হইয়া বর্ত্তমানে রাসেল্-হাদ নামক খ্যাত অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আরবের পূর্ব্ব উপকূল হইয়া পারস্যোপসাগরের শীর্ষদেশে এবং ইউফ্রেটীস্ নদীর মুখের নিকট অবস্থিত আপলোগস্ (বর্ত্তমান ওবোলে) পর্য্যন্ত।

৪। তৎপরে প্রণালী সমূহ হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত তিনটী বিভিন্ন পথের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমটী আরব, কার্ম্মেনিয়া, গেড্রোসিয়া, এবং ইণ্ডো-সিথিয়ার উপকূল সন্নিকটে থাকিয়া নর্ম্মদা নদী তীরস্থ ও নর্ম্মদা নদীর মুখ হইতে ত্রিশ মাইল দূরস্থ সুবৃহৎ বারুগজা বন্দর পর্য্যন্ত শেষ হইত। দ্বিতীয়টী আরবের দক্ষিণকূলস্থ সুয়াগ্রসের পশ্চিমস্থ কানী বন্দর হইতে (বর্ত্তমানে ইহা ফার্টাক্ নামে খ্যাত) এবং তৃতীয়টী, আফ্রিকার উপকূলস্থ

গুয়ার্দ্দাফুই বন্দর হইতে। এই শেষোক্ত উভয় পথে সামুদ্রিক বায়ুর সাহায্যে সমুদ্রপথে মালাবার উপকূলস্থ সুবৃহৎ বাণিজ্যিক নগর মুজিরিস্ এবং নেল্‌কুন্দা পৌছান যায়।

৫। গ্রীক্‌দের পূর্ব্বে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক আরবদেশে অথবা আরববাসিগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বাণিজ্যের কথা অতঃপর উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীক্‌গণ ফিলোমিটরের সময় হইতে সাবিয়ায় এই পণ্যবাহিনীর সহিত বিনিময় করিত।

৬। আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূল হইতে সাময়িক বায়ুর সাহায্যে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বাণিজ্য বাহিনীর কথা প্রকারান্তরে আমরা অবগত হই। ইহা হিপালসের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিত ছিল। নিঃসন্দেহে এই জলযাত্রা আরবের বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ, আরববাসিগণ প্রাচীন কালে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যিক জাতি ছিল এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকার উপকূল ভাগের উপর আধিপত্য তাহাদেরই ছিল। চাউল, ঘৃত, তিল-তৈল, শর্করা, তুলা, বস্ত্র এবং বাতায়ন-কাষ্ঠ ভারতবর্ষ হইতে আফ্রিকায় রপ্তানি হইত। পেরিপ্লাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই পণ্যসমূহ আফ্রিকার উপকূলের জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত জলযানে অথবা অন্য বন্দরাভিমুখী নৌকায় আনীত হইত। এবম্প্রকারে আমরা সরাসরিভাবে বাণিজ্যের দুইটী পথ পাই এবং এই উপকূল হইয়া আরব পর্য্যন্ত বাণিজ্যের তৃতীয় পথ পাই। সাবিয়ায় মূল্যে দারুচিনি ও ভারতবর্ষ-জাত যে পণ্য পাইত, তদপেক্ষা সস্তাদরে পাইবার জন্য গ্রীক্‌গণ এই উপকূলে এই সকল দ্রব্য পাইবার জন্যই প্রণালী অতিক্রম করিয়াছিল।

পেরিপ্লাসে উল্লিখিত বাণিজ্য দ্রব্যাদি—

১। জন্তুসমূহ—

১। রাজান্তঃপুরের জন্য বারুগজা (অন্য নাম বারিগজা) হইতে আনীত সুন্দরী বালিকা।*

২। ওপোনি হইতে মিশরে আনীত দীর্ঘকায় ক্রীতদাস (১৪)।

৩। দায়স্কোরাইদিস্ দ্বীপে আনীত (৩১) আরব ও ভারতবর্ষের ক্রীতদাসী।

৪। ওমানা এবং আপলোগস্ হইতে বারুগজায় আনীত এবং মৌন্দো ও মালাও হইতে আনীত ক্রীতদাস (৮,৩৯)।

৫। রাজার জন্য কানীতে আনীত এবং স্বেচ্ছাচারীর জন্য মৌজায় আনীত অশ্ব (২৩, ২৪)।

৬। স্বেচ্ছাচারীর জন্য মৌজায় আনীত ভারবাহী অশ্বতর।

২। জান্তব পদার্থ –

১। আরিয়াকী (৪১) হইতে আনীত মাখন; ইহা বারুগজা হইতে প্রণালীর দূরবর্ত্তী বার্‌বারীন্ হাটে রপ্তানি হইত (১৪)।

২। চীনদেশীয় চর্ম্ম বা লোম। সিন্ধু-তীরবর্ত্তী হাট বার্‌বারিকন্ হইতে রপ্তানি হইত (৩৯)।

৩। হস্তিদন্ত—আদোলী, ওনাইটাস্, (৬) টলেমিস্, (৩) মোস্থলন এবং আজানিয়ার (১৬,১৭) বন্দর হইতে রপ্তানি হইত। বারুগজা (৪৯), মুজিরিস্ এবং নেল্‌কুন্দা (৫৬) হইতেও হইত।

* সংখ্যাগুলি পেরিপ্লাসের পরিচ্ছেদ জ্ঞাপন করে।

৪। চীনদেশীয় কার্পাস্—থিনাইদের দেশ হইতে বাক্‌ট্রিয়ার মধ্য দিয়া বারুগজায় আমদানী হইত এবং তথা হইতে গঙ্গা হইয়া বঙ্গদেশে এবং দিমুরিকে (৬৪) যাইত।

৫। শৃঙ্গ—বারুগজা হইতে ওমানা এবং আপলোগসে (৩৬) রপ্তানি হইত।

৬। প্রবাল—কানা (২৮), সিন্ধু তীরবর্ত্তী বারবারিকনে (৩৯) বারুগজা (৪৯), নৌরা, টুণ্ডিস্, মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দায় (৫৬) রপ্তানি হইত।

৭। রঙ্গীন লাক্ষা—আরিয়াকী (৬) হইতে আদোলিতে রপ্তানি হইত।

৮। মুক্তা—প্রচুর উৎকৃষ্ট মুক্তা মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দা হইতে রপ্তানি হইত।

৯। রেশম সূত্র—থিনাইদের দেশ হইতে বারুগজা এবং দিমুরিকের (৫৬) হাটে আমদানী হইত। বারুগজা এবং সিন্ধু তীরবর্ত্তী বার্‌বারিকন্ হইতে রপ্তানি হইত।

১০। শুক্তি—পারস্যোপসাগরের প্রবেশ-পথে পাওয়া যাইত। শুক্তি তাপ্রোবেণেও (৬১) পাওয়া যাইত এবং গঙ্গা তীরবর্ত্তী গাঙ্গেতে আমদানী হইত।

১১। "পার্প্লে"—সাধারণ এবং উৎকৃষ্ট উভয় প্রকারই মিশর হইতে (২৪) মৌজা ও কানাতে (২৮) এবং আপলোগস্ ও ওমানা হইতে বারুগজায় (৩৬) রপ্তানি হইত।

১২। খড়্গা—গণ্ডারের শৃঙ্গ, দন্ত এবং সম্ভবতঃ চর্ম্ম আদোলি (১৬) এবং আজানিয়ার হাট (৭) হইতে রপ্তানি হইত।

১৩। কচ্ছপ বা কচ্ছপের চাড়া—আদোলি (৬) এবং ঔলাই-টীস্ (৭) হইতে রপ্তানি হইত; টলেমিস্ (৩) হইতে প্রকৃত কচ্ছপ এবং শ্বেতবর্ণীয় ক্ষুদ্র চাড়া রপ্তানি হইত; মোস্থলন্ (১০) হইতে ক্ষুদ্র এবং ওপোনিতে (১৩) হইতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট চাড়া, মেনোথিয়াস্ দ্বীপ (১৫) হইতে পার্ব্বত্য-কচ্ছপ, আজানিয়ার (ভারতীয় চাড়া হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চাড়া), দায়স্কোরাইদিস্ দ্বীপের (৩০, ৩১) শুভ্র ও সুবৃহৎ পার্ব্বত্য চাড়া; সেরাপিস্ দ্বীপ (৩০) হইতে প্রচুর পরিমাণে চাড়া; স্বর্ণ খার্সেনিস্ (৬৩) হইতে এবং নেলকুন্দা ও তথা হইতে দিমুরিকের উপকূলস্থ দ্বীপে রপ্তানি হইত। তাপ্রোবেণ্ (৬১) দ্বীপেও কচ্ছপ পাওয়া যাইত।

৩। বৃক্ষ ও বৃক্ষজাত উৎপন্ন—

১। অগুরু—কানা (২৮) হইতে রপ্তানি হইত।

২। গন্ধদ্রব্য—ঔলাইটীস্ (৭) এবং মোস্থলন্ (১০) হইতে রপ্তানি হইত।

৩। আস্থপি (এক প্রকার দারুচিনি)—ইহা তবাই (১২) হইতে রপ্তানি হইত।

৪। দিলিয়াম্—(৩৭) (গুগ্‌গুল্) গেড্রোসিয়ার সমুদ্র উপকূলে উৎপাদিত হইত। সিন্ধুতীরবর্ত্তী বারবারিকন্ হইতে আনীত; ভারতবর্ষের অভ্যন্তর হইতে বিদেশে রপ্তানির জন্য বারুগজায় আনীত হইত। ইহা গন্ধদ্রব্য এবং ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত।

৫। গিজির—(নিকৃষ্ট দারুচিনি) তবাই (১২) হইতে রপ্তানি হইত।

৬। কাষ্ঠের বর্গা—বারুগজা হইতে ওমানা এবং আপলো-গসের (৩৬) হাটে রপ্তানি হইত।

৭। দোয়াকা—(নিকৃষ্ট দারুচিনি) মালাও এবং মৌন্দো হইতে রপ্তানি হইত।

৮। আবলুস্ কাষ্ঠ—বারুগজা (৩৬) হইতে ওমানা এবং আপলোগস্ হইতে রপ্তানি হইত।

৯। তৈল—মিশর হইতে আদোলিতে, বারুগজা হইতে বারবারীন্ হাট ও ও আরবের অন্তর্গত মোচায় (৩২) রপ্তানি হইত।

১০। নীল—ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে নীলের চাষ প্রচলিত ছিল। সিথিয় বারবারিকন্ (৩৯) হইতে রপ্তানি হইত।

১১। "কান্‌কামন্"—মালাও ও মৌন্দো (৮, ১০) হইতে রপ্তানি হইত।

১২। কার্পাস—আরিয়াকীতেই উৎপাদিত হইত।

১৩। কৃত—তবাই (১২), মালাও এবং মৌন্দো হইতে (১০) অপকৃষ্ট দ্রব্য রপ্তানি হইত।

১৪। গঁদ—দায়স্‌কোরাইদিস্ বা সকোত্রাদ্বীপে (৩০) উৎপন্ন হইত।

১৫। কুষ্ঠ (কুড়)—সিন্ধুতীরবর্ত্তী বারবারিকন্ (৩৯) হইতে এবং বারুগজা হইতে রপ্তানি হইত।

১৬। জাফরাণ—মিশর হইতে মুজা (২৪) এবং কানীতে (২৮), রপ্তানি হইত।

১৭। সাইপ্রাস্—মিশর হইতে (২৪) মৌজায় রপ্তানি হইত।

১৮। বস্ত্র—মিশর হইতে আদোলিতে রপ্তানি হইত।

১৯। শ্রীবাস—(সুগন্ধদ্রব্য) তবাই, মোস্থলন্ প্রভৃতি স্থান হইতে অল্প পরিমাণে রপ্তানি হইত।

২০। "লিসিয়াম্"—বারবারিকন্ এবং বারুগজা হইতে রপ্তানি হইত।

২১। মসলা (নিকৃষ্ট দারুচিনি)—কেবল পেরিপ্লাসেই এই দ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে। তবাই (১২) হইতে রপ্তানি হইত।

২২। মাসার (সম্ভবতঃ, দারুচিনি বিশেষ)—মালাও এবং মৌন্দৌ (৮,৯) হইতে রপ্তানি হইত।

২৩। তমালপত্র—(মালাবাথ্রাম্)—মুজিরিসে (৫৬) রপ্তানি হইত।

২৪। বেতসের মধু (শর্করা) (১৪)—বারুগজা হইতে বার্ব্বেরিয়ায় (১৪) রপ্তানি হইত।

২৫। পদ্ম-মধু—মিশর হইতে বারুগজায় রপ্তানি হইত।

২৬। মোক্রোটু(গন্ধ)—মৌন্দৌ এবং মোস্থলন্ হইতে রপ্তানি হইত; এই প্রকার গন্ধদ্রব্য, কেবল পেরিপ্লাসেই উল্লিখিত হইয়াছে।

২৭। মটো (দারুচিনি বিশেষ)—তবাই এবং ওপোনে হইতে রপ্তানি হইত।

২৮। বোল—নরপতির উপহারের জন্য মিশর হইতে বারুগজায় রপ্তানি হইত।

২৯। নলদ (খস্‌খস্)—গঙ্গার মুখস্থ গাঙ্গে হইতে আনীত হইয়া মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দায় রপ্তানি হইত।

৩০। "নৌপ্লিয়াস্"—সামান্য পরিমাণে আজানিয়া (১৭) হইতে রপ্তানি হইত।

৩১। চর্ম্ম—বারুগজা ও দিমুরিকে রপ্তানি হইত।

৩২। মদ্য—ইতালীদেশীয় মদ্য অল্প পরিমাণে আদোলি, মৌজা, ও কানীতে রপ্তানি হইত।

৩৩। আঙ্গুর রস—মিশর হইতে ওলাইটীসে রপ্তানি হইত।

৩৪। চাউল—বারুগজা হইতে রপ্তানি হইত।

৩৫। পিপ্পলী—

৩৬। গম—সামান্য পরিমাণে মিশর হইতে কানীতে রপ্তানি হইত।

৩৭। শর্করা।

৩৮। "সন্দরকে" (গঁদ বিশেষ)।

৩৯। চন্দন এবং শিশু কাষ্ঠ।

৪০। মসলিন্—গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান (৬৩) হইতে রপ্তানি হইত।

৪১। শস্য—মিশর হইতে রপ্তানি হইত।

৪২। গন্ধ দ্রব্য—নানা স্থান হইতে রপ্তানি হইত।

৪৩। তুরুষ্ক—মিশর হইতে রপ্তানি হইত।

৪৪। খর্জ্জুর—আপলোগস্ ও ওমানা হইতে রপ্তানি হইত।

৪। ধাতু এবং ধাতব দ্রব্য—

১। রৌপ্য পাত্র—মিশর হইতে মোস্থলন্ এবং সিন্ধুতীরবর্ত্তী বারবারিকনে (৩৯) রপ্তানি হইত।

২। আর্সেনিক—মিশর হইতে মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দায় (৫৬) রপ্তানি হইত।

৩। দিনারি—মিশর হইতে আদৌলিতে (৬) রপ্তানি হইত।

৪। কাল্‌টিস্—নিম্নগাঙ্গেয় প্রদেশে প্রচলিত ক্ষুদ্র স্বর্ণ-মুদ্রা (৬৩)।

৫। বঙ্গ—মিশর হইতে ওলাইটীস, মালাও, কানী, বারুগজা, মুজিরিস্, এবং নেলকুন্দায় রপ্তানি হইত।

৬। নাগ (সীসা)—মিশর হইতে বারুগজা, মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দায় রপ্তানি হইত।

৭। পিত্তল—মিশর হইতে আদৌলিতে (৬) প্রেরিত হইত।

৮। লৌহ ও লৌহ-পাত্র—মিশর হইতে মালাও, মৌন্দো, তবাই, (বা তাবী) ওপোনেতে রপ্তানি হইত। ভারতীয় লৌহ ও তরবারী আদৌলিতে রপ্তানি হইত।

৯। সৌবিরঞ্জন—মিশর হইতে বারুগজা, মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দায় রপ্তানি হইত।

১০। তাম্র—মিশর হইতে কানী, বারুগজা, মুজিরিস্ এবং নেল্‌কুন্দায় রপ্তানি হইত।

১১। স্বর্ণ—বারুগজায় (৩৬) রপ্তানি হইত।

৫। প্রস্তর—

১। তাপ্রোবেণে (৫৬) প্রাপ্ত—মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দা হইতে রপ্তানি হইত।

২। বজ্র—মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দা হইতে রপ্তানি হইত।

৩। সুবর্ণ প্রস্তর—বার্বারিকন্ হইতে রপ্তানি হইত।

৪। আলবস্তার—মৌজা (২৪) হইতে রপ্তানি হইত।

৫। অনিক্স্—ওজেনে এবং পৈথানা হইতে প্রচুর পরিমাণে বারুগজায় এবং তথা হইতে মিশরে রপ্তানি হইত।

৬। পোর্সিলেন্—ওজেনে হইতে বারুগজায় এবং তথা হইতে মিশরে রপ্তানি হইত।

৭। অপ্সিয়ান্ প্রস্তর।

৮। স্যাপায়ার্—বার্বারিকন্ হইতে রপ্তানি হইত।

৯। হিয়াসিন্থ্—মুজিরিস্ এবং নেলকুন্দা হইতে রপ্তানি হইত।

১০। কাচ—মিশর হইতে বারুগজায় রপ্তানি হইত।

১১। ক্রিসোলাইট্—মিশর্ হইতে বার্বারিকনে রপ্তানি হইত।

৬। পরিধেয় বস্ত্র—

১। বস্ত্র—মিশরে প্রস্তুত হইয়া আদোলিতে রপ্তানি হইত।

২। বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র।

৩। আরবের জন্য বস্ত্র—মিশর হইতে রপ্তানি হইত।

৪। অশ্বারোহণের আবশ্যক অঙ্গরাখা—মিশর হইতে মৌজায় রপ্তানি হইত।

৫। দোভাজ বস্ত্র—মিশর হইতে আদোলিতে (৬) রপ্তানি হইত।

৬। কারুকার্য্য খচিত কোমরবন্ধ—মিশর হইতে বারুগজায় রপ্তানি হইত।

৭। বস্ত্র—আরব হইতে আদোলিতে রপ্তানি হইত।

৮। লেপ—মিশর হইতে মৌজায় অল্প পরিমাণে রপ্তানি হইত।

৯। কোমরবন্ধ—বারুগজা হইতে আদোলিতে রপ্তানি হইত।

১০। বস্ত্র।

১১। মোটা অঙ্গরাখা।

১২। স্ত্রীলোকের বস্ত্র।

১৩। বস্ত্র।
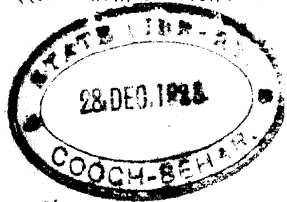
৭। কারুকার্য্য বিশিষ্ট শিল্প-মূর্ত্তি এবং বাদ্য যন্ত্র—

পেরিপ্লাসে উল্লিখিত স্থানানুসারে নির্দ্দিষ্ট পণ্যাদি

১। লোহিত সাগরের উপকূল—

টলেমিস্—

রপ্তানি—কূর্ম্মের চাড়া, হস্তিদন্ত।

আদুলিস্—

আমদানী—মিশর হইতে বস্ত্র, আর্সিনোর পরিচ্ছেদ, রঙ্গীন নিকৃষ্ট মূল্যের অঙ্গাবরণ, দোঁভাজ বস্ত্র, নানা প্রকারের অগ্নি-প্রস্তর, দায়স্পোলিসে প্রস্তুত স্ফটিক হইতে নির্ম্মিত তৈজস পত্র,

পিত্তল (অলঙ্কার এবং মুদ্রা), নরম পিত্তল (তৈজস পত্র) এবং বলয় ও মল, বর্শার নিমিত্ত লৌহ, কুঠার, বাইস্ ও তরবারী, তাম্রের গোলাকার বৃহৎ পান-পাত্র, স্বল্প পরিমাণে মুদ্রা, লাওডিসীয়া ও ইতালির মন্ত, জলপাই তৈল, রাজার উপহারের জন্য দ্রব্য (স্বুবর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, যুদ্ধোপযোগী অঙ্গাবরণ, পাতলা চর্ম্মের অঙ্গাবরণ), ভারতীয় কার্পাসের বস্ত্র, কার্পাস, কোমরবন্ধ, চর্ম্মের অঙ্গাবরণ, মসলিন্, লাক্ষা। রপ্তানি—হস্তিদন্ত, কূর্ম্মের চাড়া, গণ্ডার-শৃঙ্গ।

আফ্রিকার উপকূল—

আভালাইটীস্—নানা প্রকারের চকমকি প্রস্তর, দায়স্-পোলিসের টক আঙুরের রস, বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র, গম, মদ, টীন।

রপ্তানি—হস্তি-দন্ত, কূর্ম্মের চাড়া, গন্ধ দ্রব্য।

মালাও—

আমদানী—ইতিপূর্ব্বে লিখিত পণ্য ব্যতীত, আজানুলম্বিত প্রাবরণ, আর্সিনোর অঙ্গাবরণ, পান-পাত্র, নরম তাম্র-পাত্র, লৌহ, স্বুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা।

রপ্তানি—গন্ধরস, ধূনা, দারুচিনি, ভারতীয় গঁদ, মালাবারের উপকূলে ঔষধার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষের ত্বক, ক্রীতদাস।

মুন্দাস্—

আমদানি—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত দ্রব্যাদি।

রপ্তানি—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত দ্রব্যাদি ব্যতীত মোক্রোটু।

মসিলাম্—

আমদানী—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত পণ্যাদি ব্যতীত রৌপ্য-পাত্র, সামান্য পরিমাণে লৌহ, কাচ।

রপ্তানি—প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি, সুগন্ধি গঁদ ও মসলা, কূর্ম্মের চাড়া, মোক্রোটু, গঁদ, হস্তি-দন্ত, গন্ধরস।

হস্তী নদী—

রপ্তানি—গন্ধরস।

গুয়ার্দ্দাফুই অন্তরীপ—

আমদানী—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত দ্রব্যাদি।

রপ্তানি—নানা প্রকারের দারুচিনি, গন্ধরস।

ওপোনি—

আমদানি—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত দ্রব্য সম্ভার।

রপ্তানি—প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি, ক্রীতদাস, কূর্ম্মের উত্তম চাড়া।

ভারতীয় জাহাজে আনীত দ্রব্যাদি—গম, চাউল, ঘৃত, তিল তৈল, কার্পাস বস্ত্র, কোমরবন্ধ, শর্করা।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা—

রাফ্‌টা, মেন্থুথিয়াস্ প্রভৃতি—

আমদানী—(সাধারণতঃ আরবদেশীয় জাহাজেই হইত)

মুঝায় প্রস্তুত বর্শা, কুঠার, ছুরি এবং সূচ, নানা প্রকারের কাচ, অল্প পরিমাণে মদ্য, অসভ্যদিগকে বিতরণের জন্য গম।

রপ্তানি—প্রচুর পরিমাণে হস্তি-দন্ত (ইহা আদুলির হস্তি-দন্তাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল), গণ্ডার-শৃঙ্গ, কূর্ম্মের চাড়া (ভারতবর্ষীয় চাড়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল, তৎপরেই এই স্থানের চাড়া উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত), অল্প পরিমাণে তালের তৈল।

আরবদেশ—

মুঝা—

আমদানী—সূক্ষ্ম এবং নিকৃষ্ট লোহিত বস্ত্র, আরবদেশানুযায়ী বস্ত্র, জাফরাণ, মসলিন্, অঙ্গাবরণ, কম্বল, বিভিন্ন বর্ণের উত্তরীয়, সুগন্ধি মলম, মদ্য এবং গম, রাজা ও অধিনায়কবর্গকে উপহার দিবার জন্য অশ্ব, ভারবাহী অশ্বতর, সুবর্ণ এবং পালিস-করা রৌপ্যপাত্র, উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যময় বস্ত্র, তাম্রপাত্র।

রপ্তানি—গঁদ, শ্বেতস্ফটিক, আভালাইটাস্ ও "দূরবর্ত্তী" উপকূলের উল্লিখিত দ্রব্যাদি।

কানা—(মিশর, ভারতবর্ষ এবং পারস্যোপসাগরের সহিত ইহার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল)।

আমদানী—গম, মদ, নিকৃষ্ট বস্ত্র, তাম্র, টীন, শিলাকুসুম, মুঝায় প্রেরিত দ্রব্যাদি, নরপতিকে উপহারার্থ দ্রব্যাদি, (সুবর্ণ ও রৌপ্যপাত্রাদি, অশ্ব, প্রতিমা, উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র)।

রপ্তানি—গঁদ, মুসব্বর, অন্যান্য দ্রব্যাদি।

দায়স্‌কোরাইদা দ্বীপ—

রপ্তানি—নানা প্রকার কূর্ম্মের চাড়া, ভারতীয় হিঙ্গুল।

আমদানী—(মুঝা হইতে আনীত) চাউল, গম, ভারতীয় বস্ত্র, ক্রীতদাসী।

মোচা—

আমদানী—বস্ত্র, গম, তিল তৈল।

রপ্তানি—কূর্ম্মের চাড়া।

পারস্যোপসাগর—

ওমানা এবং আপলোগস্—

আমদানী—

তাম্র, চন্দনকাষ্ঠ, শিশুকাষ্ঠ, ভারতবর্ষের আবলুস্ কাষ্ঠ, গঁদ।

রপ্তানি—"মদারতা", ভারতীয় মুক্তাপেক্ষা নিকৃষ্ট মুক্তা, বস্ত্র, মদ্য, খর্জ্জুর, স্বর্ণ, ক্রীতদাস।

মাকরান্ উপকূল—

ওরিয়া—

রপ্তানি—গম, মদ, চাউল, খর্জ্জুর, গুগ্‌গুল্।

ইণ্ডোসিথিয়া—

বারবারিকাম্ (সিন্ধুর মুখের নিকট অবস্থিত)—

আমদানী—প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র, কারুকার্য্যশোভিত বস্ত্র, পোখরাজ, প্রবাল, শিলাকুসুম, গঁদ, কাচপাত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ পাত্র, অল্প পরিমাণে মদ্য।

রপ্তানি—গুগ্‌গুল্, জটিলা, কূর্ম্ম, "ল্যাপিস্‌লাজুলি," চর্ম্ম, কার্পাসবস্ত্র, রেশম-সূত্র, নীল।

ভারতবর্ষ—

বারিগজা—

আমদানী—মন্ত, তাম্র, টীন, সীসা, প্রবাল, পোখরাজ, সূক্ষ্ম বস্ত্র, কোমরবন্ধ, শিলাকুসুম, এলাচি, চকমকি প্রস্তর, বরনাগ, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, মলম, রাজাকে উপহার দিবার জন্ত দ্রব্যাদি (যথা, মূল্যবান রৌপ্যপাত্র, সুগায়ক বালক, অন্তঃপুরের জন্ত কুমারী, উৎকৃষ্ট মন্ত, উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র, উৎকৃষ্ট মলম)।

রপ্তানি—জটামাংসী, গুগ্‌গুল্‌, হস্তিদন্ত, মূল্যবান প্রস্তর, সকল প্রকার কার্পাস বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, বেড়েলা সূত্র, মরিচ, অন্তান্ত বন্দর হইতে আনীত দ্রব্যাদি।

মুজিরিস্‌, নেল্‌কুন্দা প্রভৃতি—

আমদানী—প্রচুর পরিমাণে মুদ্রা, পোখরাজ, অল্প পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র, কারুকার্য্যশোভিত বস্ত্র, বরনাগ, প্রবাল, কাচ, তাম্র, টীন, সীসক, মন্ত, মনঃশিলা, হরিতাল, গম।

রপ্তানি—মরিচ, প্রচুর পরিমাণে মুক্তা, হস্তিদন্ত, রেশমবস্ত্র, জটামাংসী, "মালাবাথ্রাম্‌," প্রস্তর, হীরক, নীলমণি, কূর্ম্মের চাড়া।

চোলরাজ্য—

আর্গরু—

রপ্তানি—মুক্তা, মস্‌লিন।

কামারা, পোদুসা এবং সোপাৎমা—

আমদানী—মিশর হইতে আনীত দ্রব্যাদি।

লঙ্কা—

রপ্তানি—মুক্তা, স্বচ্ছপ্রস্তর, মসলিন্, কূর্ম্মের চাড়া।

মাসালিয়া—

রপ্তানি—প্রচুর পরিমাণে মসলিন্।

দোসারীন্—

রপ্তানি—হস্তিদন্ত।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ—

রপ্তানি—"মালাবাথ্রাম্," জটামাংসী, মুক্তা, অত্যুৎকৃষ্ট মসলিন্।

মালাক্কা

রপ্তানি—সর্ব্বোৎকৃষ্ট কূর্ম্মের-চাড়া।

চীন—

রপ্তানি—রেশম, রেশমসূত্র, রেশম বস্ত্র।

হিমালয়

রপ্তানি—"মালাবাথ্রাম্।"

উপরি-উল্লিখিত স্থানগুলি পুস্তকমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর স্বতন্ত্র পাদটীকা দেওয়া হইল না। কতকগুলি স্থানের এবং ব্যক্তির নাম ম্যাক্রিণ্ডল্ এবং সফ্ বিভিন্ন ভাবে লিখিয়াছেন। যথা কাবী কানা, বারুগজা বারিগজা, মৌজা মুজা, আলৌসি আছুলিস্, দিমুরিকে, দামুরিকা, থারিবেল্ চারিবীল্ প্রভৃতি। গ্রন্থমধ্যে ব্যবহার কালে আমি সাধারণতঃ সফের অনুসরণ করিয়াছি।

পেরিপ্লাস্ (১)

১। ইরিথ্রিয়ান্ (২) সাগরের উপকূলস্থ নির্দ্ধারিত বন্দর (৩) সমূহ ও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্রয়-বিক্রয় স্থান সকলের মধ্যে মিশরের অন্তর্গত মুসেল্ (৪) বন্দর সর্ব্ব প্রধান। এই স্থান হইতে সমুদ্র-পথে অষ্টাদশ শত ষ্টাডিয়া (৫) অগ্রসর হইলে দক্ষিণ দিকে বেরিনীস্ (৬) বন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েরই পোতাশ্রয় মিশরের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত এবং পোতাশ্রয় গুলি ইরিথ্রিয়ান্ সাগরেরই উপসাগর।

টীকা

(১) রোমকদিগের প্রাধান্যের সময় বাণিজ্যের সুবিধা ও ভ্রমণকারীর সাহায্যার্থ যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইত, তাহাদিগকে পেরিপ্লাস্ নামে অভিহিত করা হইত। সেই সময়ে এই বিষয়ক বহু পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইত।

(২) গ্রীক্ ও রোমকগণ ভারতীয় মহাসাগর, লোহিত-সাগর এবং পারস্যোপসাগরকে এই নামে অভিহিত করিতেন। ইরিথ্রা অর্থাৎ লোহিত। কিন্তু, আগাথারকাইডিস্ নামক প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, রাজা ইরিথ্রাসের নামানুসারেই এই সমুদ্রসমূহকে "ইরিথ্রিয়ান্ সাগর" বলা হইত। যে আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই :— পুরাকালে পারস্যদেশে ইরিথ্রাস্ নামক এক পরাক্রান্ত ও ধনী পারসীক সমুদ্র তীরে কতকগুলি দ্বীপের সন্নিকটে বাস করিতেন। তৎকালে এই দ্বীপসকল জনশূন্য ছিল। শীতকালে তিনি পাসারগাদীতে নিজ বাসে গমনাগমন করিতেন। কোন সময়ে এক সিংহ-যূথ তাঁহার ঘোটকীগুলিকে আক্রমণ করাতে অনেকগুলি ঘোটকী হত হয় এবং অল্পগুলি অক্ষতাবস্থায়

সমুদ্রের দিকে পলায়ন করে। সেই সময়ে প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছিল এবং ঘোটকীগুলি ভীতা হইয়া জলমধ্যে পতিত হয় ও সন্তরণে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপে পৌঁছে। একটী ঘোটকীর পুচ্ছাবলম্বনে একজন সাহসী পালকও দ্বীপে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। ইরিথ্রাস্‌ও ক্ষুদ্র ভেলা সহযোগে দ্বীপে পৌঁছিয়া তাঁহার ঘোটকী ও পালককে দেখিতে পান। পরে, এই দ্বীপে তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং মহাদেশস্থ যে সকল ব্যক্তি প্রচলিত শাসন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহাদিগকে ঐ দ্বীপে লইয়া যান। ক্রমে ক্রমে সমুদ্র মধ্যস্থ সকল দ্বীপেই তাঁহার আনীত অধিবাসিবৃন্দ বাস করিতে থাকে। এই কারণেই দ্ধন্দশীয় সমুদ্র ইরিথ্রাসের নামানুযায়ী ইরিথ্রিয়ান্ সাগর নামে অভিহিত।

(৩) পূর্ব্বকালে কেবল কতকগুলি নির্দ্ধারিত বন্দরেই বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিত এবং এই সকল বন্দরে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ শুল্ক সংগ্রহ করিতেন। টলেমিদের সময়ে লোহিত সাগরে এই প্রকার অনেকগুলি বন্দর ছিল।

(৪) মুসেল্ বন্দর বা মায়স্ হর্ম্মস্ বর্ত্তমানে রাস্ আবু সোমার্ বন্দর নামে অভিহিত হয়। ২৭৪ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে মিশরাধিপতি টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস্ কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। যাহাতে অবাধে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য চলিতে পারে, তজ্জন্যই তিনি এই বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। বাণিজ্য-পোতগুলি জুলাইমাসে মালাবার উপকূলে বা সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাহারা লোহিত সাগর অতিক্রম হইতে সমর্থ হইলে, সহজেই ভারতীয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিত। আগাথারকাইডিস্ ইহাকে "আফ্রোডাই-টাস্ হর্ম্মস্" এবং প্লিনি "ভেনেরিস্ পোর্টাস্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে, "বর্ত্তমানে কপ্টস্ ও মায়স্ হর্ম্মসেই অধিক সংখ্যক বণিক্ সমাগত হয় এবং এই দুইটী বন্দরই সুবিখ্যাত।" আলেকজান্দারের পরবর্ত্তী টলেমিগণের অধীনে মিশর নিজ পূর্ব্ব গৌরব পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় টলেমির সময়ে নীল এবং লোহিত সাগরের মধ্যস্থিত খাল সুসংস্কৃত করা হয়। তিনি অনেকগুলি রাজপথ নির্ম্মাণ এবং সঙ্গে ২ বণিকগণের ভ্রমণ সৌকর্য্যার্থে কূপ খনন ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। অনেকগুলি বন্দরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) তিন প্রকার ষ্টাডিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক প্রকার, বর্ত্তমান ফীটের ৬৫০ ফীট, অন্য প্রকার ৬০০ ফীট এবং তৃতীয় ৫২০ ফীট। পেরিপ্লাসে উল্লিখিত ষ্টাডিয়া এই শেষোক্ত প্রকারের ছিল। ভৌগোলিক ইরাটস্থিনিস্ও এই প্রকার ষ্টাডিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ, পেরিপ্লাসের দশ ষ্টাডিয়া ইংরাজী এক মাইলের সমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য পেরিপ্লাসে উল্লিখিত স্থানের দূরত্ব একেবারে সঠিক নহে।

(৬) বেরিনীস্ বন্দর টলেমি ফিলাডেলফাস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার মাতৃদেবীর নামানুসারে ইহার এইরূপ নামকরণ হয়। বর্ত্তমানেও এই বন্দরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পেরিপ্লাসের সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের জন্য বেরিনীস্ই সুপ্রশস্ত ছিল। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার সম্ভবতঃ বেরিনীসেই বাস করিতেন।

২। বেরিনীসের পরেই দক্ষিণ উপকূলে বার্ব্বারদিগের (১) দেশ। উপকূল-ভাগে অপ্রশস্ত উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত গুহা সমূহে (২) মৎস্যভোজীরা বাস করে। অধিকতর দেশাভ্যন্তরে বার্ব্বারগণ বাস করে এবং আরও অধিক দূরে বন্যমাংসভোজী ও গো-খাদক (৪) জাতিদ্বয় নিজ নিজ দলপতির শাসনাধীনে বাস করে। ইহাদের পশ্চাতে এবং দেশাভ্যন্তরে পশ্চিম-দিকে মিরো (৫) নগর অবস্থিত।

টীকা

(১) ম্যাক্রিণ্ডল্ এই প্রদেশকে বার্ব্বারিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু, সফ্ ইহাকে বার্ব্বারদিগের দেশ বলিয়াছেন। শেষোক্তের মতে ইহারা উত্তর-আফ্রিকার প্রাচীন হামিটিক্ জাতি।

(২) ম্যাক্রিণ্ডল্ কুটীর (huts) বলিয়াছেন।

(৩) মৎস্যভোজী—আরিয়ান্‌ও মৎস্যভোজীর (Ichthyophagi) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৪) কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহারা গোখাদক ছিল না; প্রকৃতপক্ষে, ইহারা হরিৎ তৃণ আহার করিত।

(৫) নিউবিয়া রাজ্যের শেষ রাজধানী। আন্দাজ ৫৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা বেগেরাওইয়া নামে খ্যাত। ম্যাক্রিণ্ডল্ "is situated the metropolis called Meroe" অর্থাৎ মিরো নামক রাজধানী অবস্থিত বলিয়াছেন।

৩। বেরিনীস্ হইতে চারি সহস্র ষ্টাডিয়া সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়া, গো-খাদকদিগের দেশের অধোভাগে একটী ক্ষুদ্র হাট (১) আছে। টলেমিদের সময়ে (২) এই স্থান হইতেই শিকারীরা অন্তর্দ্দেশে গমন করিত। এই হাটেই অল্প পরিমাণে প্রকৃত স্থলজ-কচ্ছপ (৩) পাওয়া যায়; ইহা শ্বেতবর্ণের এবং ইহাদের চাড়া ক্ষুদ্রাকার। আদুলিসের (৪) ন্যায় এইস্থানেই সামান্য পরিমাণে হস্তিদন্তও পাওয়া যায়। কিন্তু, এখানে কোন পোতাশ্রয় নাই এবং কেবল ক্ষুদ্র নৌকাযোগে এইস্থানে পৌছিতে হয়।

টীকা

(১) সফ্ ইহাকে Ptolemais of the Hunts এবং ম্যাক্রিণ্ডল্ Ptolemais Theron বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহা এরিদ্বীপ নামে খ্যাত। টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস্ ইহাকে সুরক্ষিত করিলে, ইহা হস্তী ক্রয় বিক্রয়ের স্থানে পরিণত হয়। ইতঃপূর্ব্বে মিশরবাসিগণ এসিয়া হইতে হস্তী আমদানী করিত। প্রাচীনকালে লোহিত সাগর হইতে নীলনদ এই স্থান পর্য্যন্ত বাণিজ্য-পথ ছিল।

(২) আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি প্রথম টলেমি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। ক্রমান্বয়ে ত্রয়োদশজন টলেমি রাজত্ব করিবার পরে ত্রয়োদশ-টলেমি, সুপ্রসিদ্ধা ক্লিওপেট্রা কর্ত্তৃক হত হইলে, ক্লিওপেট্রা ৪৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মিশরের সিংহাসনারোহণ করেন ও ৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অগষ্টসের সহিত যুদ্ধে পরাজিতা হইলে এই বংশ লোপ পায়।

(৩) সফ্‌ "True land-tortoise" (প্রকৃত স্থলজ কূর্ম্ম) এবং ম্যাক্রিণ্ডল্‌ "true (or) marine" tortoise shell (প্রকৃত অর্থাৎ সামুদ্রিক কূর্ম্মের চাড়া) বলিয়াছেন।

(৪) আদুলিস্‌—বর্ত্তমান মাসোওয়া বন্দরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান যুলা গ্রাম। এখানে অনেক ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। টলেমি ফিলাডেলফাস্‌ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বন্দর। তৎকালে ইহা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

৪। টলেমিসের প্রায় তিন সহস্র ষ্টাডিয়া দূরে (১) দক্ষিণাভিমুখী উপসাগরের প্রান্তে নিয়মানুযায়ী স্থাপিত আদুলিস্‌ নামে একটী বন্দর আছে। উপসাগরেরই সম্মুখে এবং উহা হইতে প্রায় দুই শত ষ্টাডিয়া দূরে "পার্ব্বতীয় দ্বীপ" নামে (২) একটী দ্বীপ আছে; মহাদেশ এই দ্বীপের উভয় দিকেরই নিকটবর্ত্তী। বন্দরাভিমুখী জাহাজগুলি আক্রমণের ভয়ে এই স্থানেই নঙ্গর করে। পূর্ব্বে তাহারা উপসাগরের অগ্রভাগস্থ ও উপকূলের সন্নিকটস্থ দায়দরস্‌ নামক দ্বীপে নঙ্গর করিত; উপকূল হইতে পদব্রজেই এই স্থানে উপস্থিত হওয়া যাইত, এবং তজ্জন্য অসভ্য অধিবাসিগণ দ্বীপ আক্রমণ করিতে পারিত। "পার্ব্বতীয় দ্বীপের" বিপরীত দিকে উপকূল হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরে, মহাদেশে আদুলিস্‌ নামে নাতি-

বৃহৎ গ্রাম আছে। এই স্থান হইতে তিন দিবসের দূরবর্ত্তী পথে কোলো (৩) নামক একটী নগর আছে। হস্তি-দন্তের (৪) এই প্রথম ক্রয় বিক্রয় স্থান। এই স্থান হইতে অক্সুমাইট্ (৫) জাতির নগরে পৌছিতে পাঁচ দিবস আবশ্যক হয়। নীল নদের দূরবর্ত্তী প্রদেশের জন্য হস্তিদন্ত সিনিয়াম্ (৬) জিলার অভ্যন্তর দিয়া এই স্থানে আনীত হইয়া আদুলিসে প্রেরিত হয়। যদিও কদাচিত আদুলিসের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের উপকূলে হস্তী ও গণ্ডার শীকার করা হয়, তথাপি কার্য্যতঃ এই সকল পশু দেশাভ্যন্তরেই হত হয়। এই ক্রয় বিক্রয় স্থানের সম্মুখস্থ উপসাগরে আলালী (৭) নামে অনেক ক্ষুদ্র বালুকা-দ্বীপ রহিয়াছে; এই সকল দ্বীপে কচ্ছপের খোলা পাওয়া যায় এবং এই খোলা উল্লিখিত হাটে মৎস্য-খাদকগণ কর্ত্তৃক আনীত হয়।

টীকা

(১) পেরিপ্লাসের গ্রন্থকারের উল্লিখিত দূরত্ব অত্যধিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(২) এই দ্বীপ ওরিইন্ নামে অভিহিত হইত।

(৩) বর্ত্তমান কোহেটে নগরের নিকটে প্রাচীন কোলো বন্দরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ টলেমি ফিলাডেল্ফস্ কর্ত্তৃক উপনিবেশ এইস্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আদুলিস্ এই উপনিবেশের বন্দররূপে ব্যবহৃত হইত।

(৪) খৃষ্টের জন্মের ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশের ইতিহাসে হস্তিদন্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সলোমনের রাজসিংহাসন হস্তিদন্ত নির্ম্মিত ও সুবর্ণখচিত ছিল।

(৫) সিনিয়াম্—বর্ত্তমান সেনার্—পূর্ব্বসুদান।

(৬) অক্সাম্ নগরের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। অক্সাম্ আবিসিনিয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী।

(৭) অধুনা এই দ্বীপপুঞ্জ ডাহালক্ নামে অভিহিত হয়। আনিস্লি উপসাগরের মুখে এইগুলি অবস্থিত।

৫। এই স্থান হইতে প্রায় আটশত ষ্টাডিয়া দূরে অন্য একটী সুগভীর উপসাগর আছে ; ইহার প্রবেশ-মুখের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বালুকাস্তূপ রহিয়াছে। ইহার নিম্নদেশে অপ্সিয়ান্ (১) প্রস্তর পাওয়া যায় ; ইহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গোখাদকদের দেশ হইতে বার্ব্বার্ দেশ পর্য্যন্ত স্থানগুলি জোস্কালেস্ (২) কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ইনি অত্যন্ত কৃপণ ও লোভী, কিন্তু অকপট এবং ইহার গ্রীক্-সাহিত্যে অভিজ্ঞতা আছে।

টীকা

(১) প্লিনিও এই প্রস্তরের কথা উল্লেখ করিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। রাস্‌হানফিলার উত্তরস্থ হৌয়াকিল্ উপসাগরের সহিত এই উপসাগরের নির্দ্দেশ করা হয়।

(২) জোস্কালেস্‌কে কেহ কেহ আবিসিনিয়ার অধিপতি জাহকেল্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ ইনি ৭৬-৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। ভূমিকা ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬। এই সকল স্থানে নিম্নলিখিত পণ্য সমূহের আমদানী হয় :—বার্ব্বারদিগের ব্যবহারের জন্য মিশরে প্রস্তুত (১) অসংস্কৃত বস্ত্র ; আর্সিনোতে (২) উৎপাদিত পরিচ্ছদ ; বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত নিকৃষ্ট অঙ্গাবরণ ; দ্বিপাট ঝালর দেওয়া বস্ত্রের অঙ্গাচ্ছাদন ;

স্ফটিক (৩) নির্ম্মিত নানাদ্রব্য ; দায়স্পোলিসে (৪) উৎপাদিত মারহাইন্ (৫) নামক স্বচ্ছ প্রস্তর নির্ম্মিত নানা দ্রব্য ; অলঙ্কার ও মুদ্রার জন্য ব্যবহার্য্য পিত্তল ; পাকশালায় ব্যবহার্থ তৈজস পত্রাদি ও স্ত্রীলোকের বলয় এবং মলের জন্য তাম্রের (৬) পাত ; হস্তী ও অন্যান্য বন্য পশুর বিরুদ্ধে ব্যবহার্য্য বর্শা এবং যুদ্ধাস্ত্রের আবশ্যক লৌহ।

এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠার, তরবারী, তাম্রনির্ম্মিত গোলাকার এবং বৃহৎ পানপাত্র, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অল্প পরিমাণ মুদ্রা, স্বল্প পরিমাণে "লাওদিসীয়া" এবং ইতালির প্রস্তুত মদ্য, স্বল্প পরিমাণে জলপাই তৈল, রাজার ব্যবহার্য্য তদ্দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত স্বর্ণ এবং রৌপ্যপাত্র, সৈন্যগণের অঙ্গাবরণ, এবং পশুচর্ম্মনির্ম্মিত অল্পমূল্যের সূক্ষ্ম অঙ্গাবরণও আসিয়া থাকে।

এই সমুদ্রের অপর পার্শ্বস্থিত আরিকা (৭) জিলা হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি আমদানী হয় :—ভারতীয় লৌহ, ভারতীয় ইস্পাত, কার্পাস নির্ম্মিত ভারতীয় বস্ত্র, মোনাচী এবং সাগমাটোজীনী (৯) নামক বনাত, কোমরবন্ধ, চর্ম্ম ও নানা বর্ণের বস্ত্র, স্বল্প পরিমাণে মসলীন্ এবং রঙীন লাক্ষা। এইস্থান হইতে হস্তিদন্ত, কচ্ছপের খোলা (১০) এবং শৃঙ্গ রপ্তানি হয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ পণ্যই মিশর হইতে জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই হাটে আনীত হয়। তবে সেপ্টেম্বর মাসেই বণিকেরা সমুদ্র-পথে যাত্রা করে।

টীকা

(১) শন্ হইতে প্রস্তুত বস্ত্র।

(২) বর্ত্তমান সুয়েজ। টলেমি ফিলাডেল্ফাসের প্রিয়তমা পত্নীর নামানুসারে ইহা আর্সিনো নামে অভিহিতা হইয়াছিল। এক কালে ইহা বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। তৎপরে বহুকাল ধরিয়া এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানী হইত।

(৩) প্লিনি বলিয়াছেন যে, কাচ প্রথমে ফিনিসিয়ায় নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীন কালে কাচ প্রস্তুত হইত। প্লিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতীয় কাচই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করা হয়"। ("সমসাময়িক ভারত," প্রথম খণ্ড, ১২৫পৃষ্ঠা)

(৪) কেহ কেহ দায়স্পোলিস্কে বর্ত্তমান কর্ণাক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন সময়ে কর্ণাক্ মিশর রাজ্যের রাধজানী ছিল। টলেমি এবং রোমক্দিগের সময়ে দায়স্পোলিস্ নামই প্রচলিত ছিল। ষ্ট্রাবোও এক দায়স্পোলিসের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পেরিপ্লাস্-উল্লিখিত ও ষ্ট্রাবো উল্লিখিত দায়স্পোলিস্ বিভিন্ন।

(৫) সম্ভবতঃ স্বল্পমূল্যের চিত্রিত কাচ।

(৬) সফ্ তাম্র এবং ম্যাক্রিণ্ডল্ পিত্তল বলিয়াছেন।

(৭) কাম্বোপসাগরের পার্শ্বস্থ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম উপকূল ভাগ— বর্ত্তমান কচ, কাথিওয়াড় এবং গুজরাট। সফ্ অনুমান করেন যে, পেরিপ্লাসের সময়ে তৎকালে এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

(৮) সকল প্রাচীন গ্রন্থকারই ভারতীয় কার্পাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯) এই বস্ত্রের সম্বন্ধে কেহই সঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

(১০) গহনা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য রোমক্ সাম্রাজ্যে ইহা অত্যন্ত আদরণীয় ছিল।

৭। এই স্থান হইতে আরব্যোপসাগর পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে এবং আভালাইটীস্ (১) উপসাগরের নিকটেই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। এই উপকূল হইয়া পূর্ব্বদিকে চারিশত (২) ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে বার্ব্বার প্রদেশীয় অন্যান্য পণ্য-স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই সকল পণ্য-স্থান "দূরবর্ত্তী বন্দর" (৩) নামে কথিত হয়। ইহা একটীর পরে অন্য একটী অবস্থিত; ইহাদের বন্দর নাই। তবে যে সকল পোতাশ্রয় আছে, উহাতে সময়ে সময়ে জাহাজগুলি নঙ্গর করিয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারে। প্রথমটী আভালাইটীস্ নামে পরিচিত; এই স্থান হইতে প্রণালী হইয়া আরবের প্রান্তসীমা পৌছান সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য পথ। এই স্থানে আভালাইটীস্ নামে একটী ক্ষুদ্র ক্রয় বিক্রয়ের স্থান আছে; ইহা কেবল নৌকা ও ভেলা দ্বারা পৌছান যায়। নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি এই স্থানে আমদানী হয়,—যথা:—নানা প্রকারের স্ফটিক, দায়স্পোলিসের টক আঙ্গুরের নির্য্যাস, বার্ব্বারদিগের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র, গম, মস্ত (৪) এবং সামান্য পরিমাণে (৫) টীন। এই স্থান হইতেই নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয় এবং কোন কোন সময় বার্ব্বারগণ ক্ষুদ্র ভেলায় করিয়া অন্য উপকূলস্থ ওসিলিস্ এবং মুঝায় লইয়া যায়;—সুগন্ধি মসলা, স্বল্প পরিমাণে হস্তি-দন্ত, কূর্ম্মের চাড়া, সামান্য পরিমাণে উৎকৃষ্ট গন্ধরস। যে সকল বার্ব্বারগণ এইখানে বাস করে, তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত।

টীকা

(১) বর্ত্তমান ঝীলা—বাবেলমণ্ডব্ প্রণালী হইতে ৭২ মাইল। প্রাচীন

আভালাইট্ নামের সহিত বর্ত্তমান আবালিট্ গ্রামের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইবন্ বটুটার ভ্রমণে ঝীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য পর্য্যটকও ঝীলার উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) পেরিপ্লাসের মতে এই স্থানে উপসাগর পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে দূরত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা অতিরঞ্জিত। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, টলেমি এই ভূভাগে আর্সিনো, বেরিনীস্ প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) ম্যাক্রিণ্ডল্ "Opposite point" এবং সফ্ "Farside post" বলিয়াছেন।

(৪) পেরিপ্লাস্ পাঠে জানিতে পারি যে, ইতালীয় মদ্য আবিসিনিয়া, সোমালী উপকূল, দক্ষিণ-আরব এবং ভারতবর্ষে আমদানী হইত। আরব-দেশীয় মদ্যও ভারতবর্ষে আনীত হইত।

(৫) পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মিশর হইতে সোমালি ও ভারতবর্ষে টীন রপ্তানি হইত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন্ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতেই টীন রপ্তানি হইত। কিন্তু, সফ্ ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাহা স্বীকার করেন না।

৮। আভালাইটীস্ হইতে জলপথে, অষ্টাদশ ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী ও উহাপেক্ষা সুবৃহৎ ও উত্তম, মালাও (১) নামক একটী বন্দর আছে। নৌবন্ধনের স্থানটী উন্মুক্ত হইলেও, পূর্ব্বদিক হইতে বহির্গত একটী ক্ষুদ্র অন্তরীপ দ্বারা ইহা রক্ষিত। এই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত এই স্থানে নিম্নোক্ত পণ্যের আমদানী হয়:— বহুল পরিমাণে অঙ্গাবরণ, আর্সিনোর উৎপাদিত সুসংস্কৃত এবং রঙ্গীন পরিচ্ছদ, মদ্যপাত্র, অল্প পরিমাণে অকঠিন

তাম্রপাত্র, লৌহ, অল্প পরিমাণে স্বুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি এই স্থান হইতে রপ্তানি হয়:—গন্ধ দ্রব্য, (২) ধুনা, উত্তম ও নিকৃষ্ট দুই প্রকারের দারুচিনি, গঁদ, বার্ণিস্ প্রস্তুত করণের ভারতীয় নির্য্যাস, (৩) জৈত্রী (৪)—এই সকল দ্রব্যই আরবদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সময় ক্রীতদাসও এই বন্দর হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

টীকা

(১) বর্ত্তমান বার্ব্বারা ব্রিটিস্ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী। বর্ত্তমানে ইহা এই উপকূলের প্রধান বন্দর। কোন ভৌগোলিক ইহাকে আরও ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী বুলহার্ নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল্ বলিয়াছেন যে, আভালাইটীস্ হইতে মালাওয়ের দূরত্ব আটশত ষ্টাডিয়ার অধিক।

(২) পরবর্ত্তী ২৯—৩২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩) "Copal"—পশ্চিম ঘাটে পর্ব্বতমালার পাদদেশস্থ বনভূমিতে এই প্রকার নির্য্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাতে উৎকৃষ্ট বার্ণিস প্রস্তুত হয়।

(৪) "Macir"—প্লিনিও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা যে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইত তাহাও লিখিয়াছেন। ওয়াট্ বলিয়াছেন যে, ইহা ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং বৃক্ষের ত্বক্ ও বীজ আমাশয় রোগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৯। মালাও হইতে জলপথে দুই কি তিন দিবস ব্যবধানে মুন্দাস্ (২) বন্দর অবস্থিত। উপকূলের নিকটস্থ দ্বীপে জাহাজগুলি নিরাপদে নঙ্গর করিতে পারে। এই স্থানে, পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যাদি আমদানী হয় এবং উপরি-উক্ত পণ্যাদি

ব্যতীত এই স্থানে উৎপাদিত "মোক্রোটু" (৩) নামক দ্রব্য রপ্তানি হয়। এই স্থানের বণিক্‌গণ অধিকতর কলহপ্রিয়।

টীকা

(১) ম্যাক্রিণ্ডল্, "Two days' sail" (দুই দিনের ব্যবধান) এবং সফ্ "Two days' sail or three", দুই কি তিন দিনের ব্যবধান বলিয়াছেন।

(২) ভৌগোলিক টলেমি লিখিয়াছেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপও এই নামে অভিহিত হইত। মুন্দাস্ বন্দর বর্ত্তমানে বন্দর হায়স্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

(৩) Mocrotu—ঠিক কি দ্রব্য তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই—তবে, নিঃসন্দেহে ইহাকে কোনরূপ গন্ধ দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সফ্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "Mocrotu was probably high grade frankincense"। গ্লেসার্ নামক অন্যতম টীকাকার বলিয়াছেন যে, সোমালি দেশে প্রচলিত মোখর (mokhr) শব্দটী আরবী maghairot শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ গ্রীক ভাষায় ভাষান্তরিত হইবার কালে ইহার আরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া ইহা মোক্রোটুতে পরিণত হইয়াছে।

১০। মুন্দাস্ হইতে পূর্ব্বদিকে দুই কি তিন দিবস জলপথে অগ্রসর হইলে উপকূলস্থ মোসাইলামে (১) উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে নঙ্গর করা কষ্টসাধ্য। পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্যাদি ব্যতীত এই স্থানে রৌপ্য-পাত্র, যৎকিঞ্চিৎ লৌহ ও কাচ আমাদানী হয়। এই স্থান হইতে এত অধিক পরিমাণে দারুচিনির (২) আমদানী হয় যে, এই বন্দরে বৃহদাকারের জাহাজের আবশ্যক হয়। এতদ্ব্যতীত সুগন্ধি গঁদ, অল্প পরিমাণে কূর্ম্মের চাড়া, দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত গন্ধদ্রব্য, মুন্দাসের

মোক্রোটু অপেক্ষা নিকৃষ্ট মোক্রোটু এবং যৎসামান্য হস্তিদন্ত ও গন্ধরস রপ্তানি হয়।

টীকা

(১) অধিকাংশ টীকাকার বর্ত্তমান্ রাস্ হান্টুকে মোসাইলাম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেবল গ্লেসার্ পশ্চিমদিকস্থ রাস্ খামজীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কথিত হয় যে, খৃষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে, মিশরাধিপতি টলেমি ইউয়ারগেটিস্ এই পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ম্যাক্রিণ্ডল্ বলিয়াছেন যে, বন্দর ও অন্তরীপ উভয়ই মোসাইলাম্ নামে কথিত হইত। প্লিনিও ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এইস্থানে প্রচুর দারুচিনি পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, সিসষ্ট্রীস্ যুদ্ধার্থ এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

(২) বাইবেলে দারুচিনির আরকের উল্লেখ আছে। প্লিনি এবং অন্যান্য গ্রন্থকারও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। দারস্ কোরাইদীস্ নামক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, মোসাইলামের দারুচিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হেরডোটস্ বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট দারুচিনি ভারতবর্ষেই জন্মিত। প্লিনির বর্ণনাদৃষ্টে সফ্ বলিয়াছেন যে, "Here are indications that the true cinnamon was brought from India & the Far East to the Somali coast". অর্থাৎ প্রকৃত দারুচিনি ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই সোমালি উপকূলে পৌঁছিত। পর্য্যটক মার্কপলো মালাবার উপকূল ও লঙ্কার দারুচিনির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

১১। মোসাইলাম্ পরিত্যাগ করিয়া ও উপকূল ভাগে জলপথে অগ্রসর হইলে দুই দিবস পরে তথাকথিত ক্ষুদ্র নীল নদীতে (১) উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে একটী সুন্দর উৎস, ক্ষুদ্র পুষ্পকুঞ্জ (২) এবং হস্তী অন্তরীপে (৩) পৌঁছিতে হয়। পরবর্ত্তী উপকূল ভাগ উপসাগরে পরিণত হইয়াছে। এই

স্থানে হস্তী নামক একটী নদী এবং আকানী (৪) নামক সুবৃহৎ পুষ্পকুঞ্জ রহিয়াছে ; কেবল এই স্থানেই উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

টীকা

(১) মুলর্ নামক টীকাকার ইহাকে টক্উইনা নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) মুলর্ মুরিয়ে বন্দরে ক্ষুদ্র কুঞ্জের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) ইহাকে রাস্-এল্-কিল্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(৪) বর্ত্তমান উলুল্যা বন্দর।

(৫) ম্যাক্রিণ্ডল্ এই পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে যে পাদটীকা দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—মোসাইলামের পরে হস্তী অন্তরীপ, কিয়দ্দূরে নিলোটলেমস্, তৎপরে টাপাটিজী এবং ক্ষুদ্র কুঞ্জ। অন্তরীপে একটী নদী আছে এবং আকানাই নামক সুবৃহৎ কুঞ্জ। ষ্ট্রাবো এই উপকূল ভাগের বর্ণনাকালে নিলোস্পোটেমিয়া নামক একটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, এই দুইটী স্থান বিভিন্ন।

হস্তী অন্তরীপ সম্বন্ধে ভিন্সেন্ট বলিয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজদিগের মানচিত্রে "কেলিক্স" পর্ব্বত নামে একটী পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। ভিন্সেন্ট কুঞ্জ ও অন্তরীপকে বর্ত্তমান মিটী ও সাণ্টাপেত্রো বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১২। এই স্থান হইতে উপকূল ভাগ দক্ষিণদিকে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ব্বদিকস্থ বার্ব্বার উপকূলের শেষাংশে মসলার অন্তরীপে (১) ও হাটে (২) পর্য্যবেসিত হইয়াছে। উত্তর-বায়ুর প্রকোপের জন্য সমুদ্রের আন্দোলন অত্যধিক এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে এই স্থানে জাহাজ রক্ষা করা বিপজ্জনক। এই স্থানের একটী

বিশেষত্ব এই যে, ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণে গভীর জল অত্যন্ত পঙ্কিল ভাবাপন্ন হইয়া বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ ঘটিলেই তাহারা তাবী (৩) নামক বৃহৎ অন্তরীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষোক্ত স্থান নিরাপদ। এই হাটে পূর্ব্বোক্ত পণ্যগুলিরই আমদানী হইয়া থাকে এবং এই স্থানে কয়েক প্রকার দারুচিনি এবং গন্ধ দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

টীকা

(১) বর্ত্তমান গুয়ার্দাফুই বা রাস্ আসীর্ বন্দর।

(২) গ্লেসার্ ইহাকে বর্ত্তমান গুলোক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) মুলর ইহাকে রাস্ চেনারীফ্ বলিয়াছেন।

(৪) ম্যাক্রিণ্ডলের পাদটীকা—গ্রন্থকার এই স্থানে আরোমাটা অন্তরীপের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হস্তী পর্ব্বতের অংশ। আরবীতে ইহা রাস্ আসীর্ নামে কথিত হয়। ষ্ট্রাবোর সময়ে গ্রীকদিগের জ্ঞান এই রাস্ আসীর্ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নোদ্ধৃত ষ্ট্রাবোর বর্ণনার সহিত উপরি-উক্ত বর্ণনা তুলনা করা যাইতে পারে। "দীরির পরবর্ত্তী প্রদেশে সুগন্ধি উদ্ভিদ জন্মে। এই স্থানে পীচ, বাদাম ও মিশর দেশীয় ডুমুরও পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী লীচ্চা প্রদেশ হস্তীর লীলা ক্ষেত্র। এই জনপদের অনেক স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়া থাকে। এই গুলি শুষ্ক হইলে হস্তীরা শুণ্ড ও দন্ত দ্বারা গর্ত্ত খনন করিয়া জলের সন্ধান পায়। এই উপকূলে পাইথোলাস্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত দুইটী সুবৃহৎ হ্রদ আছে। একটীর জল লবণাক্ত, অন্যটীর জল সুমিষ্ট, কিন্তু উহা কুম্ভীর ও সিন্ধুঘোটক পরিপূর্ণ। ইহারই কূলে "প্যাপাইরাস্" (কাগজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত নল) জন্মে। ইহারই সন্নিকটে ইবিস্ পক্ষী দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী প্রদেশে সুগন্ধি জন্মে। এই প্রদেশে একটী অন্তরীপ ও মন্দির এবং পপ্লার বৃক্ষের কুঞ্জ আছে।

জনপদের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে আইসীস্ ও নিলাস্ নামক নদীদ্বয়ের তীরবর্ত্তী প্রদেশে গন্ধরস ও সুগন্ধি পাওয়া যায়। একটী অগভীর হ্রদও আছে। ইহারই পরে পাইথান্গেলাসের বন্দর। নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহে ও নদী সমূহের তীরে প্রচুর পরিমাণে গন্ধরস জন্মে। পরে অন্য একটী নদী ও ডাক্নাসের মন্দির। আপলোর উপত্যকায়ও সুগন্ধি ব্যতীত দারুচিনি পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি পাওয়া যায়। পরে এলিফাস্ পর্ব্বত, সীগ্নাসের বন্দর, সাইনোসিফালী নামক স্থান ও নটুকেরাস্ নামক অন্তরীপ। ইহার পরবর্ত্তী সমুদ্রের উপকূলের বিষয় আমরা অবগত নহি।

পেরিপ্লাসের মতে আরোমাটা অন্তরীপেই বার্ব্বারিয়ার শেষ সীমা এবং আরোমাটা হইতেই আজানিয়ার আরম্ভ।

১৩। তাবী পরিত্যাগ করিয়া চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে পানো গ্রামে (১) উপনীত হওয়া যায়। পরে অন্তরীপ হইয়া চারিশত ষ্টাডিয়া নৌকাপথে অগ্রগামী হইলে ওপোন্ (২) নামে হাটে পৌছান যায়। সামুদ্রিক স্রোত অগ্রসর হইবার সহায়তা করে। এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত পণ্যাদিরই আমদানী হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি (৩) উৎপাদিত হয় এবং উত্তম ক্রীতদাসও পাওয়া যায়। এই সকল ক্রীতদাস মিশরে প্রেরিত হয় এবং অন্যত্র যেরূপ কচ্ছপের খোলা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কচ্ছপের খোলাও এই স্থানে পাওয়া যায়।

টীকা

(১) পানো—সম্ভবতঃ রাস্ বিয়া।

(২) বর্ত্তমান রাস্ হাফুন্, গুয়ার্দ্দাফুই অন্তরীপ হইতে প্রায় ৯০ মাইল।

(৩) সফ্ কয়েকজন গ্রন্থকারের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, এ স্থানে দারুচিনি জন্মিত না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, "If there was any aromatic bark produced near Cape Guardafui and not merely transhipped there, it seems almost certain that it was an adulterant added there to the true cinnamon, that came from India". অর্থাৎ এইস্থানে যদি বস্তুতঃ কোন প্রকার সুগন্ধি জন্মিত, তবে ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, উহা ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রকৃত দারুচিনির সহিত মিশ্রিত হইত।

১৪। (১) জুলাই মাসের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জাহাজগুলি মিশর হইতে এই সকল দূরবর্ত্তী বন্দরে পৌছিবার জন্য যাত্রা করে। আরিয়াকা এবং বারিগজা হইতেও সমুদ্র মধ্য দিয়া জাহাজ এই সকল বন্দরে পৌছে এবং তাহাদের পণ্যসম্ভার (২) এই সকল স্থানে আনয়ন করে। এই সকল পণ্য নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—গম, চাউল, ঘৃত (৩) তিল তৈল, কার্পাসের বস্ত্র, কোমরবন্ধ, সাকারী নামক নল হইতে উৎপাদিত মধু (৪)। কেহ কেহ পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্যই এই সকল বন্দরে আগমন করে; কেহ কেহ এই উপকূল হইয়া গমনাগমন কালে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে। এই দেশ কোন রাজার শাসনের অন্তর্ভূক্ত নহে; প্রত্যেক বন্দরে এক একজন স্বাধীন নায়ক কর্তৃত্ব করেন।

টীকা

(১) সফ্ এই সম্বন্ধে দীর্ঘ পাদটীকা দিয়াছেন :—

"The antiquity of Hindu trade in the East Africa is

asserted by Speke. The Puranas described the Mountains of the Moon and the Nyanza lakes, and mentioned as the source of the Nile the "Country of Amara" which is the native name of the district north of Victoria Nyanza." অর্থাৎ ভারতবর্ষের সহিত যে পূর্ব্ব-আফ্রিকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, তাহা স্পীক্ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুরাণে চন্দ্র পর্ব্বত এবং নিয়ান্জা হ্রদের কথা আছে এবং অমর দেশ হইতে নীলনদ নির্গত হইয়াছে কথিত আছে। ভিক্টোরিয়া নিয়ান্জার উত্তর-প্রদেশস্থ অধিবাসীরা এই নামেই উহা অভিহিত করে।

সফ্ উইল্‌ফোর্ড নামক প্রত্নতাত্ত্বিক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"Nothing was ever written concerning their country of the Moon, as far as we know, until the Hindus, who traded with the east coast of Africa, opened commercial dealings with its people in slaves and ivory. Possibly sometime prior to the birth of our Saviour when associated with their name, Men of the Moon, sprang into existence the Mountains of the Moon. The Hindu traders had a firm basis to stand upon, from their intercourse with the Abyssinians—through whom they must have heard of the country of Amara." অর্থাৎ হিন্দুগণ পূর্ব্ব-আফ্রিকার সহিত যখন বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন, তখনই এই চন্দ্র পর্ব্বতের কথা মনুষ্যসমাজ জ্ঞাত হয়। খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বেই হিন্দুগণ এই দেশের সহিত ক্রীতদাস ও হস্তিদন্তের ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

সফ্ এই প্রসঙ্গে Salt (সল্ট) নামক অন্যতম গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"The common track followed by the Arab traders is as follows :—"They depart from the Red Sea in

August (before which it is dangerous to venture out of the gulf) then proceed to Muscat and thence to the coast of Malabar". অর্থাৎ, সাধারণতঃ আরব বণিকগণ আগষ্ট মাসে লোহিত সাগর হইতে নির্গত হইয়া মস্কটে উপনীত হয় এবং তথা হইতে মালাবার উপকূলে গমন করে।

(২) ভারতীয় কি কি পণ্য সেই সময়ে রপ্তানি হইত, তাহার বিবরণ জানিবার জন্ত পেরিপ্লাসের ৪১ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সফ্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কৃষিজাত পণ্য কাম্বে উপসাগর হইতে ভারতীয় জাহাজেই রপ্তানি হইত। এই সকল জাহাজ পূর্ব্বোল্লিখিত গুয়ার্দাফুই বন্দরে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া আরব উপসাগর পর্য্যন্ত পৌছিত। ইহাপেক্ষা অধিক দূরে গমনাগমন করিতে ভারতীয়গণ আরববাসিগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। সফ্ আরও বলিয়াছেন, "Between India and Cape Guardafui, they apparently enjoyed the bulk of the trade, shared to some extent by Arabian shipping and quite recently by Greek ships from Egypt; on the Somali coast they shared the trade in an incidental way." অর্থাৎ, ভারতবর্ষ এবং গুয়ার্দাফুই অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ভারতীয় জাহাজগুলিই অধিক পরিমাণে পণ্য বহন করিত। সফ্ অন্যত্র বলিয়াছেন, "At the time of the Periplus, owing to the conquest of Egypt by the Romans, the establishment of the Axumite Kingdom and a settled policy in Rome of cultivating direct communication with India, this commercial understanding or alliance between Arabia and India, which had existed certainly for 2000 years and much longer) is shown to be at the point of extinction." অর্থাৎ পেরিপ্লাসের সময়, রোমকগণ কর্ত্তৃক মিশর বিজিত হওয়ায় অক্সুমাইট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কের চেষ্টা হেতু

দ্বিসহস্র বা তদূর্দ্ধ সময়ব্যাপী ভারতীয় ও আরবীয় বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।

(৩) ঘৃত সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন্ বলিয়াছেন, "It would be very wrong to suppose that butter could have been brought from India, in this hot climate to the eastern coast of Africa" অর্থাৎ আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূলের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে ঘৃত ভারতবর্ষ হইতে আনীত হইতে পারেনা। এতদুত্তরে অন্যান্য লেখকেরা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে আফ্রিকা পৌঁছিতে ৩০ কি ৪০ দিন লাগিত. সুতরাং এত অল্প সময়ে ঘৃত নষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই।

(৪) Sachari—পণ্যরূপে চিনি ব্যবহার এই স্থানেই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। প্লিনি চিনিকে ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই চিনি উৎপাদিত হয়।

১৫। ওপোনের পরে উপকূলভাগ দক্ষিণাভিমুখী; প্রথমেই আজানিয়ার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পার্ব্বত্যময় উপকূল; এই উপকূলে বন্দর নাই, কিন্তু উপকূলভাগ অসম্বদ্ধ বলিয়া জাহাজের নঙ্গর করিবার স্থান রহিয়াছে। দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ছয় দিন যাইতে হয়। তৎপরে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপকূল হইতে ছয় দিবসের পথ যাইতে হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে আজানিয়ার গমন পথ পাওয়া যায়; প্রথম সারাপিয়ন্ এবং পরবর্ত্তীটী নিকন্ নামে অভিহিত হয়। তৎপরে, একটীর পর একটী করিয়া কয়েকটী নদী ও জাহাজ রক্ষা করিবার স্থান। পাইরালী দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রণালী পর্য্যন্ত এক একদিবসের দূরবর্ত্তী পথে মোট সাতটী পোতাশ্রয় আছে। ইহাদের পরে, দক্ষিণ-পশ্চিমের কিয়দক্ষিণে ঔসানীটিক্ উপকূল হইয়া দুই দিবস ও দুই

রাত্রির পথ অতিবাহিত করিলে মেনুথিয়াস্ দ্বীপ ; ইহা মহাদেশ হইতে দুইশত ষ্টাডিয়া দূরে অবস্থিত ; ইহার ভূমি নিম্ন ও জঙ্গল-পূর্ণ ; ইহাতে অনেকগুলি নদী এবং নানা প্রকারের পক্ষী ও পার্ব্বত্যকূর্ম্ম আছে। কুম্ভীর ব্যতীত এ স্থানে অন্য কোন বন্য জন্তু নাই এবং এই কুম্ভীরগুলিও মনুষ্যকে আক্রমণ করে না। এই স্থানের নৌকা ও শাল্‌তিগুলি "শেলাই করা তক্তা" দ্বারা পানিতরাসের সহিত সংযুক্ত। এই গুলি তাহারা মৎস্য শীকার এবং কূর্ম্ম ধরিবার জন্য ব্যবহার করে। এই দ্বীপে তাহারা নূতন ধরণে কূর্ম্ম ধরে ; জালের পরিবর্ত্তে তাহারা কঞ্চির ঝুড়ী তরঙ্গ মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাঁধিয়া দিয়া থাকে।

টীকা

ঔসানীটিক্—দক্ষিণ আরবের প্রদেশ।

১৬। দুইদিন জলপথে অগ্রসর হইলে রাফ্‌টায় অবস্থিত আজানিয়া মহাদেশের শেষ হাটে পৌছান যায় ; পূর্ব্বোল্লিখিত জোড়া দেওয়া নৌকা হইতে এই নাম উদ্ভূত হইয়াছে। এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে হস্তিদন্ত এবং কূর্ম্মের খোলা পাওয়া যায়। উপকূল-ভাগে, দস্যুতাবৃত্তি-অবলম্বী, অত্যন্ত সুদীর্ঘ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক জনপদে নিজ নিজ সর্দ্দারের অধীনে বাস করে। প্রাচীন অধিকারানুযায়ী মাফারি সর্দ্দার এইস্থানে কর্ত্তৃত্ব করেন। মুঝার অধিবাসীরা এক্ষণে তাঁহারই অধীনে ইহা দখল করে এবং তথায় বৃহদাকারের অনেক জাহাজ প্রেরণ করে। জাহাজ পরিচালনে আরবদেশীয় কাপ্তেন এবং কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হয় ; ইহারা

মৎস্য ও কূর্ম্ম শীকার করিবার নৌকা [৭৬ পৃঃ
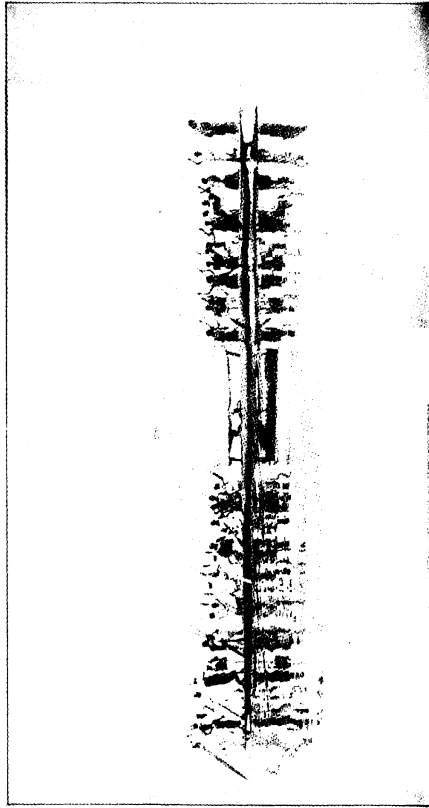
এতদ্দেশীয় অধিবাসীদের সহিত সুপরিচিত, এবং ইহাদের সহিত বিবাহে আদান প্রদান করে ; ইহারা সম্পূর্ণ উপকূল-ভাগ বিশেষ-রূপে পরিচিত এবং এতদ্দেশীয় ভাষা বুঝিতে পারে।

টীকা

রাফ্টার স্থান নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাব্টা (বন্ধন করা) নামক আরবী শব্দ হইতে এই নাম উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পাদটীকায় সফ্ লিখিয়াছেন যে, আরবদিগের রাজনীতির পরিচয় এই স্থানে পাওয়া যায়। আরবগণ উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করে। খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে যে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে গ্লেসার্ হইতে দেখাইয়াছেন যে, মুহম্মদ যে সর্ব্ব প্রথমে আরবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহা স্বীকার্য্য নহে। যত দিন রোম ও পারস্যের প্রাধান্য ছিল, ততদিন আরবগণ আফ্রিকাভিমুখেই প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল ; রোম ও পারস্যের পতন হইবামাত্র আরব সর্ব্বদিকে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

১৭। এই সকল হাটে এই বাণিজ্যের জন্য, মুঝায় বিশেষ-রূপে প্রস্তুত বর্শা, কুঠার, ছুরিকা, তুরপুণ এবং নানা প্রকার কাচ আমদানী হয় ; এবং কোন কোন স্থানে অসভ্যদের তুষ্টি সাধনের জন্য (ব্যবসায়ের জন্য নয়), অল্প পরিমাণে মদ্য এবং গমও আমদানী হয়। এই সকল স্থান হইতে আডুলিস্ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, প্রচুর পরিমাণে হস্তিদন্ত, গণ্ডারের শৃঙ্গ, কূর্ম্মের চাড়া (ভারতীয় কূর্ম্মের চাড়ার পরেই ইহা আদৃত হয়) এবং স্বল্প পরিমাণে তালের তৈল রপ্তানি হয়।

টীকা

তালের তৈল—ইংরাজীতে Palm oil রহিয়াছে। কিন্তু পাদটীকায় সফ্ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নারিকেল তৈল বলিয়া বোধ হয়। সফ্ উল্লেখ করিয়াছেন যে হিন্দুগণ এই তৈল অনেক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রেরণ করিতেন, এবং ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গৃহ ও জাহাজ নির্ম্মাণে এই বৃক্ষের তক্তা ব্যবহৃত হয় ; আচ্ছাদনের জন্য ইহার পাতা এবং ইহার শস্য খাদ্য ও তৈলার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা ঔষধার্থেও আবশ্যকে আইসে। ম্যাক্রিণ্ডল্ আদুলিস্কে আদৌলি লিখিয়াছেন।

১৮। বেরিনীসের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত মহাদেশের এই গুলির পরে আজানিয়ার অন্য কোন হাট নাই ; কারণ এই সকল স্থানের পরে অপরিজ্ঞাত সমুদ্র পশ্চিমদিকে বক্র হইয়াছে এবং ইথিওপিয়া, লিবিয়া এবং আফ্রিকার দক্ষিণ হইয়া পশ্চিম-সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থকার আফ্রিকার উপকূল বর্ণনা করিয়া পুনর্ব্বার বেরিনীস্ ও তৎসহ দ্বিতীয় জলযাত্রার প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

গ্রীস্‌যবাসিগণ মনে করিতেন যে, আফ্রিকা সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং উহা তজ্জন্য জলপথে পরিভ্রমণ করা সম্ভবপর ছিল। ঐতিহাসিক হেরডটাস্ ছয় শত খৃষ্টাব্দের এইরূপ এক নৌ-অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার দক্ষিণ সীমা অবগত ছিলেন না। মুসলমানগণ নবম কি দশম শতাব্দীতে ইহা আবিষ্কার করিলেও, ইউরোপীয়গণ ইহা জানিতে পারেন নাই। ৪৪ খৃষ্টাব্দে পম্পোনিয়াস্ মেলা কর্ত্তৃক প্রচারিত মানচিত্র দৃষ্টে তৎকালীন ভৌগোলিক জ্ঞান পরিলক্ষিত হইবে।

১৯। বেরিনীসের বামে, মুসেল্ বন্দর হইতে সন্নিকটবর্ত্তী উপসাগরে, পূর্ব্বদিকে দুই তিন দিন অগ্রসর হইলে অন্য একটী বন্দর ও সুরক্ষিত স্থান আছে; ইহা "শ্বেতগ্রাম" নামে অভিহিত; এই স্থান হইতে পেট্রা পর্য্যন্ত একটী পথ রহিয়াছে। পেট্রা নাবাটীয়ান্দের নরপতি মালিচাসের অধীন। আরব হইতে প্রেরিত ক্ষুদ্র জলযানগুলি এই স্থানেই ক্রয় বিক্রয় করে; এবং তজ্জন্যই আমদানী পণ্যের এক চতুর্থাংশ সংগ্রহের জন্য এখানে একজন কর্ম্মচারী ও সেনানিবাসে একদল সৈন্য বাস করে।

টীকা

শ্বেতগ্রাম—অনেকেই ইহাকে এল্‌হৌরা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সফ্ বলিতেছেন—মুসেল বন্দর স্থলে বেরিনীস্ হইবে এবং তিনি ইহা লিপিকর প্রমাদ মনে করেন।

পেট্রা তৎকালে সুবিখ্যাত বন্দর ছিল।

জোসেফাস্ নামক লেখক মাল্‌চাস্ নামক এক আরব রাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নরপতি হেরদের বন্ধু ছিলেন এবং ইনি জুলিয়াস্ সীজরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইনি পেরিপ্লাস উল্লিখিত ব্যক্তি হইতে পারেন না। জোসেফাস্ অন্য যে মাল্‌চাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমক্ নরপতি টাইটাস্‌কে সাহায্য করেন। সম্ভবতঃ ইনিই পেরিপ্লাস উল্লিখিত রাজা। ভূমিকা ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষ্ট্রাবো এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "লিউকি কোম্ হইতে পেট্রার পণ্যাদি আনীত হয়; তথা হইতে মিশরের নিকটবর্ত্তী ফিনিসিয়ার অন্তঃর্গত রাইনোকোলুরায় আমদানী করা হয় এবং পরে অন্যান্য জাতির নিকট প্রেরিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বেশীর ভাগ পণ্য নীল নদ দিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরিত হয়। আরব

ও ভারতবর্ষ হইতে ইহা মায়স্ হর্ম্মাস ও পরে উষ্ট্রে করিয়া কপ্টাসে ও পরে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় আনীত হয়।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষুদ্র জলযানগুলির সহিত দশম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বৃহৎ জলযানগুলির তুলনা আবশ্যক। রোমক্গণ আরবীয়দের বাণিজ্য খর্ব্ব করিবার জন্য চিরদিনই সচেষ্ট ছিলেন।

২০। ঠিক এই স্থানের অব্যবহিত নিম্নেই আরব দেশ; ইহা ইরিথ্রিয়ান্ সাগরের উপকূল ভাগ হইয়া অনেক দূর বিস্তৃত। বিভিন্ন জাতি এই দেশে বাস করে; ইহাদের ভাষা কোন কোন স্থানে অল্প বিভিন্ন, এবং কোন স্থানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমুদ্রের উপকূল-ভাগে গুহায় মৎস্যখাদকগণ বাস করে; কিন্তু দেশাভ্যন্তরে দুষ্টপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও দুই প্রকার ভাষাজ্ঞ লোক গ্রামে এবং যাযাবর অবস্থায় বাস করে। ইহারা উপকূলভাগে জাহাজ পৌঁছিলে লুণ্ঠন করে এবং কোন জাহাজ বিনষ্ট হইলে, তাহার নাবিকদিগকে ইহারা ক্রীতদাস করে। আরবদেশের রাজা ও সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক ইহারাও সদা সর্ব্বদাই বন্দী হয় এবং ইহাদিগকে "কার্ণেটীস্" নামে অভিহিত করা হয়। আরবের এই উপকূলভাগে জলপথে গমনাগমন বিপজ্জনক; এই উপকূলে বন্দর নাই; পোতাশ্রয়গুলি কদর্য্য, দুষ্ট তরঙ্গ ও পর্ব্বতের জন্য অগম্য এবং সকল প্রকারেই ভীষণ। এইজন্য আমরা প্রণালী মধ্য দিয়া যাই এবং যতক্ষণ পোড়াদ্বীপে না পৌঁছি ততক্ষণ আরবের উপকূলে যত দ্রুতবেগে পারি অগ্রসর হই। এই দ্বীপের নিম্নেই শান্তিপ্রিয়, যাযাবর, পশু, মেষ এবং উষ্ট্রচালকগণ বাস করে।

টীকা

আরব শব্দটী ২০ ও ৪৯ পরিচ্ছেদে সমগ্র আরব প্রদেশকে উল্লেখ করা হইয়াছে; অন্যান্য স্থানে ইমেন্ রাজ্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কার্ণেটাস্—ইহা নির্দ্দেশ করা যায় নাই। পোড়াদ্বীপ (Burnt Island)-বর্ত্তমান জেবেল্ তৈর।

২১। এই সকল স্থান অতিক্রম করিয়া, এই উপসাগরের বামদিকের নিম্নে, খাড়ীর উপকূলে মুঝা নামক নিয়মানুযায়ী স্থাপিত একটী হাট আছে; দক্ষিণাভিমুখে জলপথে অগ্রসর হইলে ইহা বেরিনীস্ হইতে প্রায় দ্বাদশ সহস্র ষ্টাডিয়া ব্যবধান। এই সমগ্র স্থান আরব দেশীয় জাহাজ-স্বামী, সমুদ্রগামী লোক এবং বাণিজ্য ব্যাপার পূর্ণ; ইহারা অপর উপকূল এবং বারিগজায় নিজ নিজ জাহাজ প্রেরণ করিয়া বাণিজ্য করে।

টীকা

মুঝা বা মৌঝা বর্ত্তমান মোচা। প্লিনি এবং টলেমির মতে হাটটী উপকূলে অবস্থিত ছিল না। প্লিনি উপকূলস্থ হাটকে মসলা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বারিগজা হইতে জাহাজ সোমালী উপকূল ও ভারতবর্ষে প্রেরিত হইত।

ম্যাক্রিণ্ডলের মতে মুঝা হইতে বেরিনীস্ দ্বাদশ সহস্র ষ্টাডিয়া দূরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু, সফ ৮০০০ ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন। মুঝার নানাদেশীয় বণিক্ ও নাবিকগণ বাস করিত এবং নানাপ্রকার পণ্যের আমদানী হইত। বারিগজা (বরোচ) হইতে আনীত বহুবিধ ভারতীয় পণ্যও এইস্থানে বিক্রীত হইত।

২২। এই বন্দর হইতে তিন দিন দূরবর্ত্তী, ম্যাফারিটীস্

নামক প্রদেশ মধ্যে সৌয়া বলিয়া একটী নগর আছে; এই নগরে কোলীবাস্ নামক সামন্ত বাস করেন।

২৩। আরও নয়দিবসের দূরবর্ত্তী পথে রাজধানী সাফার অবস্থিত; রাজধানীতে হোমেরাইটীস্ এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী সাবাইটীস্ জাতিদ্বয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-বিশিষ্ট চারিবীল্ নরপতি বাস করেন। সম্রাট্গণকে দৌত্যবাহিনী ও উপহার প্রেরণ করিয়া ইনি তাঁহাদের সৌহৃদ্য উপভোগ করেন।

টীকা

সাফার্—মোচা হইতে এক শত মাইল দূরে অবস্থিত। চতুর্থ শতাব্দীতে এই স্থানে খৃষ্টীয় গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চারিবীল্—আরবী কারিবা-ইল্। ম্যাক্রিণ্ডল্ ইঁহাকে চারিবেল্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্রাট্গণ (Emperors) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, যে সময়ে দুইজন সম্রাট্ এক সময়ে রোম রাজ্যে প্রভুত্ব করিতেন, সেই সময়ের কথাই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই কারণে পেরিপ্লাস্ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া ধারণা করেন। সফের মতে ইহা ঠিক নহে। এই প্রসঙ্গে সফ্ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৪। মুঝায় বন্দর নাই; কিন্তু, সুন্দর পোতাশ্রয় এবং নঙ্গর করিবার স্থান আছে; উপকূলস্থ বালুকায় নঙ্গর দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করা যায়। সূক্ষ্ম এবং মোটা উভয় প্রকার বেগুনে রঙের বস্ত্র, সাধারণ, সুবর্ণ-খচিত, কারুকার্য্য এবং হাতাবিশিষ্ট আরব-দেশীয় প্রথানুযায়ী বস্ত্র, জাফরাণ,

মিষ্টতৃণ, মসলীন্, অঙ্গরাখা, সাধারণ এবং তদ্দেশীয় স্বল্প পরিমাণে কম্বল, বিভিন্ন বর্ণের সার্সী, সামান্য পরিমাণে সুগন্ধি অনুলেপন মদ্য এবং অল্প গম এই স্থানে আমদানী হইয়া থাকে। এই দেশে অল্প পরিমাণে শস্য এবং প্রচুর মদ্য হয়। অশ্ব, ভারবাহী অশ্বতর, সুবর্ণ ও চিক্কণ রৌপ্যপাত্রসমূহ, সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত বস্ত্র এবং তাম্র-পাত্রসকল রাজা ও সর্দ্দারকে উপহার প্রদান করা হয়। এতদ্দেশে উৎপাদিত নির্ব্বাচিত সুগন্ধি, গঁদ, শ্বেতপ্রস্তর এবং আভালাইটীস্ ও দূরস্থ উপকূলজাত দ্রব্যাদি এই স্থান হইতে রপ্তানি হয়। সেপ্টেম্বর মাসেই এই স্থানে আইসা সুবিধাজনক; তবে তৎপূর্ব্বে আইসারও বাধা নাই।

২৫। জলপথে এই স্থান হইতে তিনশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে আরবের উপকূল আভালিটিক্ উপসাগরের নিকটস্থ হয়। তন্মধ্যে অনতিদীর্ঘ একটী প্রণালী সমুদ্রকে ক্ষুদ্র পরিসর বিশিষ্ট খাড়িতে পরিণত করে। ষাট ষ্টাডিয়া দীর্ঘ এই খাড়িকে দায়দরস্ দ্বীপ দ্বিভাগে বিভক্ত করে। এই জন্য বেগবতী স্রোত ও নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে প্রবাহিত প্রবল বাত্যার জন্য এতন্মধ্যস্থ পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। এই খাড়ির উপকূলের উপরেই আরবদিগের ওসিলিস্ নামে গ্রাম আছে; ইহাও পূর্ব্বোক্ত সামন্তের অধীন; ইহাকে হাট অপেক্ষা পোতাশ্রয় ও জলগ্রহণের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। উপসাগর গমনকারীদের ইহাই প্রথম নঙ্গর করিবার স্থান।

টীকা

দায়দরস্—বর্ত্তমান পেরিম্।

২৬। ওসিলিসের পরে, সাগর পুনর্ব্বার পূর্ব্বাভিমুখে প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয়। প্রায় দ্বাদশ শত ষ্টাডিয়া দূরে উপকূলের নিকটে ইউডীমন্ আরব বলিয়া একটী গ্রাম আছে; ইহাও চারিবীলের রাজ্যভুক্ত। ইহাতে সুবিধাজনক পোতাশ্রয় এবং জলগ্রহণের স্থান আছে। অত্রস্থ জল ওসিলিসের জল অপেক্ষা মিষ্ট ও উত্তম; ইহা একটী উপসাগরের উপরে অবস্থিত—ভূমি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইউডীমন্ নাম হইবার কারণ এই—নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় যখন ভারতবর্ষ হইতে মিশরে জলযাত্রা করা হইত না এবং নাবিকেরা এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মিশর হইতে সমুদ্রের অপরতীরে অবস্থিত বন্দরে যাইতে সাহসী হইত না, সকলেই এইস্থানে সমবেত হইত, আলেকজান্দ্রিয়া যেরূপ বিদেশ ও মিশর উভয়েরই পণ্য বর্ত্তমানে গ্রহণ করে, তখন এই নগরেই উভয় দেশের পণ্য সমাগত হইত। কিন্তু, আমাদের সময়ের অনতিকাল পূর্ব্বে চারিবীল্ কর্ত্তৃক এই স্থান ধ্বংস হইয়াছে।

টীকা

ইউডীমন্ আরব—বর্ত্তমান এডেন (Aden)—বহুকাল হইতে বাণিজ্য-প্রধান স্থান। অতিরিক্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

চারিবীল্ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইবার কথা সত্য নহে।

২৭। ইউডীমনের পরেই উপকূল ভাগ অপ্রতিহত এবং

বায়ুপূর্ণ চর্ম্মোপরি স্থাপিত নৌকা [৮৫ পৃঃ

Bharatvarsha Ptg. Works.

উপসাগর দ্বিহস্র বা ততোধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; উপকূল ভাগস্থ গ্রামে যাযাবর এবং মৎস্য-ভোজীগণ বাস করে; এই উপসাগর হইতে বিস্তৃত অন্তরীপের অব্যবহিত পারে, উপকূলে কানা নামক একটী হাট আছে। এই হাট গন্ধ দেশের রাজা ইলিজসের রাজ্যভুক্ত; ইহার সম্মুখে দুইটী অনুর্ব্বর দ্বীপ আছে—পক্ষীদ্বীপ ও ডোমদ্বীপ ; ইহারা কানা হইতে একশত কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী। এই স্থান হইতে মহাদেশের মধ্যে রাজধানী সাবথ অবস্থিত—রাজা এই স্থানেই বাস করেন। দেশজাত সমস্ত গন্ধ দ্রব্যই উষ্ট্রে করিয়া এই স্থানে সঞ্চয়ার্থ আনীত হয় এবং এতদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী বায়ুপূর্ণ চর্ম্মোপরি স্থাপিত ভেলা ও নৌকা করিয়া কানায় লইয়া যাওয়া হয়। বারিগজা, সিথিয়া, ওমানা এবং নিকটবর্ত্তী পারস্যের উপকূলের সহিতও এই স্থানের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "এডেনের পরবর্ত্তী উপকূলে যাযাবর ও মৎস্য-ভোজী জাতিরা বাস করে। এই স্থানে রাস্-আল-অসীদা বা বাহ্লাফ্ নামে দ্বিসহস্র ষ্টাডিয়া বিস্তৃত একটী উপসাগর আছে। ইহার পরে কানী নামে অন্য একটী হাট আছে। প্লিনি এবং টলেমি উভয়েই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নির্দ্দেশ সম্বন্ধে টলেমি ও পেরিপ্লাসের একই মত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইহা হিস্‌ন ঘোরাব্ নামে অভিহিত। এই স্থানের অনতিদূরে হালানীদ্বীপ—পেরিপ্লাস্ কথিত ট্রোলাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। আরও দক্ষিণে আর একটী দ্বীপ আছে। অধিবাসীরা ইহাকে সিক্কা নামে অভিহিত করে; কিন্তু, নাবিকগণ জিবাস্ নাম ব্যবহার করে। পেরিপ্লাস কথিত ওরনিয়নই বোধ হয় এই দ্বীপ।

পেরিপ্লাস লিখিত সাবথকে প্লিনি সাবোটা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।"

২৮। মুঝার ন্যায় এস্থানেও, মিশর হইতে স্বল্প পরিমাণে গম ও মদ্য, আরবদেশীয় প্রথানুযায়ী সাধারণ বস্ত্র (অধিকাংশই নকল), তাম্র, টীন, প্রবাল, শিলারস এবং মুঝায় অন্যান্য যে সকল পণ্য প্রেরিত হয়, তাহা আমদানী হয়। প্রধানতঃ রাজার ব্যবহারের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, অশ্ব, এবং উৎকৃষ্ট পাতলা বস্ত্রও আমদানী হয়। এই স্থান হইতে স্থানীয় উৎপাদিত গন্ধ, মুসব্বর এবং অন্যান্য বন্দরে যে সকল পণ্য রপ্তানি হয় তাহাই রপ্তানি হয়। মুঝায় যে সময়ে যাইতে হয়, এই স্থানেও সেই সময়েই আসিতে হয় অথবা কিছু পূর্ব্বেই আসিতে হয়।

টীকা

আমদানীর তালিকা হইতে, বাণিজ্যের আভাষ পাওয়া যায়। হাদ্রামটের জন্য স্বল্প পরিমাণে গম, মদ্য, বস্ত্র এবং তদ্দেশীয় রাজার পূজার জন্য দেবমূর্ত্তি; ভূমধ্যসাগরীয় তাম্র, টীন, প্রবাল এবং শিলাকুসুম—এইগুলি ভারতবর্ষে আদৃত হইত এবং তথায় জাহাজে করিয়া প্রেরিত হইত। ভূমধ্যসাগরস্থ লোহিতবর্ণের প্রবাল ভারতবর্ষ এবং চীনে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। পেরিপ্লাস ৩৯, ৪৯ এবং ৫৬ পরিচ্ছেদে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কানা হইতে ইহা আরব বা হিন্দু জাহাজে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইত।

২৯। কানার পরবর্ত্তী ভূভাগ অত্যধিক পরিমাণে অন্তর্দ্দেশস্থ হইয়াছে এবং তৎপরে বহুদূর বিস্তৃত গভীর উপসাগর;* ইহা সাকালাইটীস্ নামে অভিহিত হয়। ইহার পরে পার্ব্বত্য সুগন্ধি

দেশ। ইহা গভীর মেঘ ও কুয়াসাবৃত এবং এই জনপদের বৃক্ষসমূহ সুগন্ধি প্রদান করে। এই সকল বৃক্ষ সুদীর্ঘ বা স্থূল নহে। মিশরে বৃক্ষসমূহ হইতে যেরূপ দ বহির্গত হয়, তদ্রূপ বৃক্ষের ত্বকে সুগন্ধি লাগিয়া থাকে। নরপতির ক্রীতদাসগণ এবং শাস্তি গ্রহণের জন্য যাহারা এই স্থানে প্রেরিত হয়, তাহারাই ইহা সংগ্রহ করে। এই সকল স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর; এমন কি উপকূল ভাগ হইয়া যাহারা গমনাগমন করে, তাহারাও পীড়িত হয়। যাহারা এইস্থানে কার্য্য করে, তাহারা অনাহারে ও এইস্থানে বাস করার জন্য অনেক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩০। এই উপসাগরের উপরেই পূর্ব্বাভিমুখী একটী সুবৃহৎ অন্তরীপ আছে; ইহা সিয়াগ্রাস্ নামে অভিহিত হয়; এতদ্দেশ রক্ষার্থ তথায় একটী দুর্গ আছে এবং সংগৃহীত সুগন্ধির জন্য পোতাশ্রয় ও ভাণ্ডার রহিয়াছে। অন্তরীপের বিপরীত দিকে, সমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপ আছে; ইহা এই অন্তরীপের ও বিপরীত দিকস্থ মসলারদ্বীপের মধ্যে, কিন্তু সিয়াগ্রাসের অধিকতর নিকট-বর্ত্তী। ইহাকে দায়স্কোরিদা নামে অভিহিত করা হয় এবং ইহা অত্যন্ত বৃহৎ, কিন্তু মরু ও জলাভূমি পূর্ণ; ইহাতে নদী আছে। নদী কুম্ভীর, নানারূপ জলীয় সর্প, বৃহৎ কৃকলাশ পূর্ণ। শেষোক্ত জন্তুর চর্ম্ম ভক্ষণ করা হয় এবং জলপাইয়ের তৈলের পরিবর্ত্তে ইহার তৈল ব্যবহৃত হয়। দ্বীপে ফল, আঙ্গুর বা কোনরূপ শস্য জন্মে না। অধিবাসীর সংখ্যা কম এবং তাহারা উত্তর-দিকস্থ উপকূল ভাগে বাস করে; এই উপকূলভাগ মহাদেশের সন্নিকট। ইহারা বৈদেশিক বাণিজ্যার্থ আগত আরব, ভারতবর্ষ এবং

গ্রীস্-বাসীর সংমিশ্রণ। দ্বীপে প্রকৃত সামুদ্রিক কচ্ছপ ও ভূমি-কচ্ছপ ব্যতীত শ্বেত কচ্ছপও পাওয়া যায়; শেষোক্তগুলি প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং বৃহৎ খোলার জন্য ইহাদের পছন্দও করা হয়। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য কচ্ছপও পাওয়া যায়; ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাদের খোলাও সর্ব্বাপেক্ষা পুরু; ইহাদের নিকৃষ্টগুলি অত্যন্ত শক্ত বলিয়া নিম্নভাগ হইতে কাটা যায়না। কিন্তু মূল্যবান কচ্ছপগুলি কাটা হয় এবং খোলাদ্বারা পেটিকা, ক্ষুদ্র পাত্র, পিষ্টক রাখিবার পাত্র এবং নানা প্রকারের পাত্র প্রস্তুত করা হয়। এই দ্বীপে হিঙ্গুলও উৎপাদিত হয়; ইহাকে ভারতীয় হিঙ্গুল বলা হয় এবং ইহা বৃক্ষ হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সংগৃহীত হয়।

টীকা

সিয়াগ্রাস্—বর্ত্তমান রাস্ ফার্টাক্। দায়স্কোরিদা—সফ্ মনে করেন যে, ইহা সুখদারা দ্বীপ (সুখ প্রদায়িনী দ্বীপের অপভ্রংশ)। আগাথার্কাইডিস্ও ইহার হিন্দু নামের উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু নাম কতদিন এইস্থানে প্রচলিত তাহা বলা যায় না।

৩১। আজানিয়া যেরূপ চারিবীল্ এবং মাফারাইটিসের সামন্তের অধীনে, এই দ্বীপও সেইরূপ সুগন্ধি প্রদেশের রাজার অধীন। মুঝা এবং ঘটনা ক্রমে দামিরিকা ও বারিগজা হইতে আগত লোকে এই স্থানে ক্রয় বিক্রয় করে; ইহারা চাউল, গম, ভারতীয় বস্ত্র এবং কয়েকটি ক্রীতদাসী আনয়ন করে এবং বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপের খোলা লয়। বর্ত্তমানে এই

দ্বীপ রাজাদের মধ্যে ইজারা লওয়া হয় এবং এই স্থানে সেনানিবেশ আছে।

টীকা

বহুকাল হইতে ভাষা, রাজনৈতিক ও জাতিগত কারণে সকোট্রা দক্ষিণ আরবের মাহরের সহিত সংযুক্ত। দামিরিকাকে ম্যাক্রিণ্ডল্ দিমুরিকে বলিয়াছেন।

৩২। সিয়াগ্রাসের অব্যবহিত পরেই ওমানা উপসাগর উপকূল ভাগে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা প্রস্থে ছয় শত ষ্টাডিয়া; ইহার পরে প্রায় পাঁচশত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত উচ্চ, খাড়া পর্ব্বত,—পর্ব্বতে গুহাবাসী বাস করে। ইহার পরে, সাচালি দেশের সুগন্ধি গ্রহণের জন্য একটী বন্দর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; পোতাশ্রয়কে মোস্চা নামে অভিহিত করা হয় এবং কানা হইতে জাহাজ ঐ স্থানে সদা সর্ব্বদা আগমন করে। দামিরিকা এবং বারিগজা প্রত্যাগত জাহাজ দেরী হইলে শীতকালের জন্য এই স্থানেই অপেক্ষা করে। এই সকল জাহাজ রাজকীয় কর্ম্মচারীদের সহিত ক্রয় বিক্রয় করে এবং তাহাদের বস্ত্র, গম এবং তিল তৈলের সহিত এই প্রদেশের সর্ব্বত্র-লভ্য, অরক্ষিত অবস্থায় প্রাপ্ত সুগন্ধি বিনিময় করে; রাজার অনুমতি ব্যতীত ইহা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে জাহাজে উঠান যায় না; অনুমতিব্যতিরেকে এক রতিও জাহাজে লইলে জাহাজ পোতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না।

টীকা

মোস্চা—সম্ভবতঃ, বর্ত্তমান খোরুরেরী।

৩৩। মোস্‌চার পোতাশ্রয়ের পরে আসিচ্ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চদশ শত ষ্টাডিয়া ব্যাপৃত এক পর্ব্বতমালা উপকূল ভাগে রহিয়াছে; ইহারই পরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জেনোবিয়ান্ নামে সাতটী দ্বীপ আছে। ইহাদের পরে, বর্ব্বরাধিকৃত প্রদেশ; বর্ত্তমানে ইহা ঐ রাজ্যভুক্ত নহে; ইহা এক্ষণে পারস্যের অধিকৃত। জেনোবিয়ান্ দ্বীপমালা হইতে উপকূল হইয়া সমুদ্র মধ্য দিয়া দ্বিসহস্র ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে সারাপিস্ নামক দ্বীপ গোচরীভূত হয়; ইহা মহাদেশ হইতে প্রায় একশত কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী। ইহা প্রায় দুই শত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত এবং ছয়শত ষ্টাডিয়া দীর্ঘ। মৎস্য-ভোজী তিনটী ঔপনিবেশিক এই দ্বীপে বাস করে; ইহারা দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট, আরব ভাষায় কথোপকথন করে এবং তালপত্রের কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। এই দ্বীপে সুন্দর ও প্রচুর পরিমাণে কূর্ম্মের খোলা পাওয়া যায়, এবং কানা হইতে রীতিমত ভাবে ক্ষুদ্র নৌকা ও পণ্যবাহী জাহাজ এই দ্বীপে প্রেরিত হয়।

টীকা

পর্ব্বতমালা—বর্ত্তমান জেবেল্ সামহান্; আসিচ্—রাস্ হাসিক্; সারাপিস্-মাসিরা দ্বীপ। আরব ভাষার উল্লেখে প্রতীয়মান হয় যে, এই দ্বীপ তৎকালে হাদ্রামটের অধীন ছিল। টলেমি জোনোরিয়স্ দ্বীপমালার উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিপ্লাস উল্লিখিত সারাপিসের দূরত্ব অতিরঞ্জিত। ইবন্ বতুতার ভ্রমণ কালেও ঐ দ্বীপে মৎস্যজীবীরা বাস করিত।

৩৪। উপকূল ভাগ উত্তর দিকে পারস্যোপসাগরের প্রবেশ পথে গিয়াছে; এই উপকূল ভাগ হইয়া অগ্রসর হইলে, প্রায়

দ্বিসহস্র ষ্টাডিয়া পরে কালী নামক দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হয়; ইহা উপকূলভাগের দিকে বিস্তৃত। অধিবাসীরা অবিশ্বাসী ও অসভ্য।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে "অসভ্যের" পরে লিখিয়াছেন, ইহারা দিবাভাগে অস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্য্যটক আবদার্ রাজ্জক্ বলিয়াছেন যে, এই স্থান এরূপ গ্রীষ্মপ্রধান যে, অধিকাংশ অধিবাসী চক্ষুরোগে কষ্ট পায়। ম্যাক্রিণ্ডল্ পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, পেরিপ্লাস এই স্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ, কালীর নিকটে দ্বীপমালা দৃষ্ট হয় না, এবং তাহারা উপসাগরের মুখে অবস্থিত নহে। তাহারা মস্কটেরও দূরে অবস্থিত।

৩৫। উল্লিখিত কালীদ্বীপের উপরার্দ্ধে কালন্ নামক পার্ব্বত্যমালা রহিয়াছে এবং অনতিদূরেই পারস্যোপসাগরের প্রবেশ পথ; এই স্থানে মুক্তার ঝিনুকের জন্য অনেক ডুবুরী দেখা যায়। প্রণালী সমূহের বাম ভাগে আসাবন্ নামে সুবৃহৎ পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণ দিকে সেমিরামিস্ নামে একটী উচ্চ ও গোলাকার পর্ব্বত দৃষ্টি-পথে পতিত হয়; এই দুই পর্ব্বত-মধ্যস্থ প্রণালী প্রায় ছয়শত ষ্টাডিয়া। অতঃপর, সেই সুবৃহৎ ও প্রশস্ত পারস্যোপসাগর দেশ মধ্যে বহুদূরে প্রবেশ করিয়াছে। এই উপসাগরের উত্তরার্দ্ধে আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটী হাট আছে; ইহা আপলোগস্ নামে অভিহিত হয় এবং স্পাসিনি এবং ইউফ্রেটীস্ নদী তীরে অবস্থিত।

টীকা

আসাবন্ পর্ব্বতমালা—আসাবি জাতির বাস হইতে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা জেবেল্ সিবি নামে আখ্যাত। সেমিরামিস্ পর্ব্বতকে

কেহ কেহ কোহিমুবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপলোগস্-সারাসিন্ রাজত্বে এই স্থান ওবোল্লা নামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই স্থান হইতে নানাদিকে বাণিজ্য পথ ছিল। খ্যারাক্স্ স্প্যাসিনি বর্ত্তমান মোহামারা। প্লিনির মতে এই স্থান আলেকজান্দার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই নামানুসারে অভিহিত হইত। প্লিনি আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ইহা উপকূলের নিকটেই ছিল।

৩৬। উপসাগরের মধ্য দিয়া ছয় দিবস অগ্রসর হইলে পারস্যের অন্যতম হাট ওমানায় উপনীত হওয়া যায়। এই উভয় হাটেই, তাম্র, চন্দন, সেগুন, শিশু এবং আবলুস কাষ্ঠ, নিয়মিত রূপে বারিগজা হইতে প্রেরিত হয়। কানা হইতে সুগন্ধিও ওমানায় আনীত হয় এবং তথা হইতে মদারাটা নামে খ্যাত স্যূত নৌকায় আরবে আনীত হয়। এই সকল হাট হইতে বারিগজা এবং আরবেও ভারতবর্ষীয় মুক্তা অপেক্ষা অপকৃষ্ট মুক্তা রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানের পছন্দানুযায়ী বেগুণে রং, বস্ত্র, মদ্য, প্রচুর পরিমাণে খর্জ্জুর, স্বর্ণ এবং ক্রীতদাসও রপ্তানি হয়।

টীকা

ওমানা (বর্ত্তমান ওমান্) আরবের দিকে অবস্থিত—তবে ইহা ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। ওমানার সহিত ভারতবর্ষের উপকূলস্থ যথেষ্ট পরিমাণে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল এবং গ্লেসার্ মনে করেন যে, বাইবেলের রাজা সলোমনের ওফির ভূমি (Land of Ophir) এই স্থানে অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যে পারস্যোপসাগরে তাম্র রপ্তানি হইত তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণ-ভারতে, রাজপুতনায় এবং হিমালয় প্রদেশে পাওয়া যাইত।
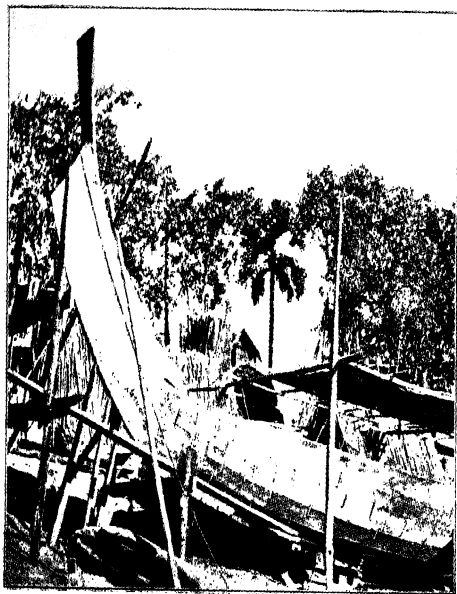
মদারাটী

[৯৩ পৃঃ

Bharatvarsha Ptg. Works.

সফ্ অনুমান করেন যে, কানা হইতে যে ইউরোপীয় তাম্র সিন্ধুর মুখে ও বারিগজা এবং তথা হইতে পারস্যোপসাগরে রপ্তানি হইত, সম্ভবতঃ পেরিপ্লাসে উল্লিখিত তাম্রের মধ্যে এই তাম্রও থাকিত। প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে কার্ম্মেনিয়া হইতে তাম্র,লৌহ, আর্সেনিক প্রভৃতি পারস্যোপসাগর ও লোহিত সাগরে রপ্তানির জন্য প্রেরিত হইত।

৩৭। ওমানিটিক্ জনপদের পরে, পার্সিদিগের একটী প্রদেশ আছে, কিন্তু ইহা রাজ্যভুক্ত ; তৎপরে গেড্রোসিয়া উপসাগর ; ইহার মধ্য ভাগ হইতে একটী অন্তরীপ উপসাগরের দিকে গিয়াছে। জাহাজ সকলের প্রবেশোপযোগী এই স্থানে একটী নদী এবং ইহার মুখে ওরিয়া নামে একটী হাট আছে ; সমুদ্র হইতে সাত দিবসের দূরবর্ত্তী পথে, মহাদেশের মধ্যে একটী নগর আছে ; রাজার দরবার এই স্থানেই হয়। ইহা (সম্ভবতঃ রাম্বাসিয়া) নামে অভিহিত হয়। এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে গম, মদ্য, চাউল ও খর্জ্জুর উৎপাদিত হয় ; উপকূল ভাগে কেবল গুগ্গুল্ পাওয়া যায়।

টীকা

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার পার্থিয়া সাম্রাজ্যকে পার্সিস্ বা পার্সিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। পার্সিদি দেশ—পারস্য এবং কার্ম্মেনিয়া ইহার অন্তর্ভূত ছিল। প্লিনি পারস্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল ; বর্ত্তমানে ইহার নাম পার্থিয়া হইয়াছে। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে পারসীকগণ বিভিন্ন জাতি হইয়াছে ; ইহাদের নরপতিগণ অন্য রাজগণের অধীন—পূর্ব্বে মাসিডোনিয়া রাজগণের অধীন ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে পার্থিয়ার বশীভূত।" বলা বাহুল্য ইহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। রাম্বাসিয়া নাম সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়।

সফ্ এইস্থানে কোন নামোল্লেখ করেন নাই। ম্যাক্রিণ্ডল্ গঁদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৮। এই জনপদের পরে, সিথিয়ার উপকূল-ভাগ উত্তর দিকে বিস্তৃত; সমস্ত ভূভাগই জলাভূমি; ইরিথ্রিয়ান্ সাগরে যে নদীসকল প্রবাহিত হয়, তন্মধ্যস্থ বৃহৎ নদী সিন্থাস্ এই স্থান হইতেই বহির্গত হয় এবং প্রচুর জল আনয়ন করে; ফলে, সমুদ্র হইতে বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল লবণাক্ত নহে। সমুদ্র হইতে এতদ্দেশে আসিবার লক্ষণ স্বরূপ, গভীর জল হইতে আগত সর্পসমূহ গোচরীভূত হয়। উল্লিখিত স্থান সমূহের চিহ্ন স্বরূপ এবং পারস্যে ইহাদিগকে 'গ্রী' বলে। এই নদীর সাতটি মোহানা, ইহারা অগভীর এবং জলাভূমি পূর্ণ। মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যতীত ইহারা নৌচালনোপযোগী নহে; বারবারিকাম্ হাট—মধ্যবর্ত্তীর উপকূল ভাগে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং ইহার পশ্চাতে মহাদেশ মধ্যে সিথিয়ার রাজধানী মিন্নাগার্; ইহা পার্থিয়ার রাজকুমার-দের অধিকৃত; ইহারা অনবরত একে অপরকে দূরীভূত করিতেছেন।

টীকা

সিন্থাস্—সিন্ধু নদ। গ্রী—কুম্ভীর। বার্‌বারিকাম্—সফ্ মনে করেন যে, এই শব্দটী ভুল—সম্ভবতঃ বন্দর শব্দ হইতে উদ্ভূত। মিন্নাগার—এই স্থান নির্দ্দেশ করা যায়না। সফ্ মনে করেন যে, শক ও ইউচি আবিষ্কৃত ভারতবর্ষে বিভিন্ন নগরকে এই নাম প্রদান করা হয়। কাহারও মতে ইহা পাটল নগর।

৩৯। জাহাজগুলি বার্‌বারিকামে নঙ্গর করিয়া থাকে, কিন্তু, ইহাদের পণ্য নদী পথে রাজার নিকট তাঁহার রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই হাটে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং স্বল্প পরিমাণে কৃত্রিম বস্ত্রও আমদানী হয়। এতদ্ব্যতীত কারুকার্য্য খচিত বস্ত্র, মূল্যবান প্রস্তর, প্রবাল, সুগন্ধি, কাচপাত্র, রৌপ্য ও সুবর্ণপাত্র এবং স্বল্প পরিমাণে মদ্যও আমদানী হয়। পক্ষান্তরে, "কষ্টাস্," জটামাংসী, গুগ্‌গুল্, চর্ম্ম, কার্পাসবস্ত্র, রেশমসূত্র ও নীল রপ্তানি হয়। নাবিকগণ জুলাই মাসে ভারতীয় "ইটিসিয়ান্" বাতাস সহযোগে তথায় যাত্রা করে ; ইহা অধিকতর বিপজ্জনক, কিন্তু, এই বাতাস সহযোগে গমন সহজে সুসাধ্য হয়।

টীকা

চর্ম্ম (seric skins) সম্বন্ধে প্লিনি লিখিয়াছেন, লৌহ নির্ম্মিত যতপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে সিরিস্ জাতি নির্ম্মিত দ্রব্যাদিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; এই জাতি নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্র ও চর্ম্ম রপ্তানি করে। পার্থিয়ায় প্রাপ্ত লৌহ ইহাদের প্রস্তুত লৌহাপেক্ষা নিকৃষ্ট। অন্যত্রও প্লিনি বলিয়াছেন যে, "সিরিস্ জাতি যে চর্ম্ম রং করে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" সফ্ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, পেরিপ্লাসের উক্তি ও প্লিনির উক্তি পাঠে এবিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকেনা। যদি ষোড়শ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোম এসিয়া হইতে রপ্তানী হইতে পারে, তবে প্রথম শতাব্দীতে রপ্তানি হইবে না কেন ? সিরিস্‌দের নির্ম্মিত লৌহের দ্রব্য সম্বন্ধে সফ্ বলিয়াছেন যে, গোলকুন্দার কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ হাইদ্রাবাদে এই লৌহ উৎপাদিত হইয়া পাঞ্জাব এবং পারস্যে রপ্তানি হইত এবং দামস্কাসে প্রস্তুত সুপ্রসিদ্ধ তরবারী এই লৌহেই নির্ম্মিত হইত। কষ্টাস্—সম্ভবতঃ কোন প্রকার গন্ধদ্রব্য।

বস্ত্র—ইহা রেশমীবস্ত্র কি অন্য বস্ত্র ? সফ্ বলিতেছেন যদি ইহা অন্য বস্ত্র হয়, তবে ইহা মসলিন্। পাঞ্জাবে ইহা প্রস্তুত হইত। রেসমসূত্র—রোমকবণিকগণ

ইহা সিন্ধু এবং গঙ্গার মুখে, কাম্বে উপসাগরে এবং ত্রিবাঙ্কুরে পাইত। পেরিপ্লাস্ লিখিত হইবার সময়ে রোম ও পার্থিয়ায় বিবাদ চলিতেছিল এবং তজ্জন্য জলপথে রোমে রেশম প্রেরিত হইত। নীল—প্লিনিও নীলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ভারতবর্ষ হইতে রোমে আনীত হইত। "ইটিসিয়ান্ বায়ু"—সাময়িক বায়ুকে এই নামে অভিহিত করা হইত।

৪০। সিন্ধু নদীর পরবর্ত্তী ভূভাগে অনৌগম্য অন্য একটী উপসাগর রহিয়াছে—ইহা উত্তরাভিমুখী, এবং ইরিনন্ নামে অভিহিত; ইহার একাংশ ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপসাগর নামে খ্যাত; উভয়াংশেই ইহা অগভীর; প্রায়ই পরিবর্ত্তনশীল বালুকাস্তর পূর্ণ এবং এইগুলি উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী। ফলে, উপকূল অদৃশ্য থাকিলেও জাহাজ গুলি চড়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় এবং অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই উপসাগরের অন্তরীপ প্রথমে পূর্ব্বে, পরে দক্ষিণে, পরে পশ্চিমে, ইরিননের্ দিকে বক্র হইয়া সপ্তদ্বীপ সমন্বিত বরাকা উপসাগরকে বেষ্টন করিয়াছে। যাহারা এই উপসাগরের মুখে উপনীত হয়, তাহারা উপকূল হইতে দূরে সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া রক্ষা পায়; কিন্তু, যাহারা বরাকা-উপসাগরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কারণ, উচ্চ ও প্রবল ঢেউ প্রবাহিত সমুদ্র ঝটিকা পূর্ণ ও প্রতিকূল এবং ঘূর্ণি ও প্রচণ্ড আবর্ত্ত-পূর্ণ। সমুদ্রতল মধ্যে মধ্যে অসম্বদ্ধ; অন্যান্যস্থলে পর্ব্বতপূর্ণ এবং কঙ্করময়; ফলে নঙ্গর কোন কোন সময় উঠিয়া যায় এবং কোন সময় সমুদ্রতলে আটকাইয়া-যায়। সমুদ্র হইতে এই দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণীয় সর্প দৃষ্ট

হয়; কারণ, এই উপকূলের অন্তত্র এবং বারিগজার চতুষ্পার্শ্বের সর্প আকারে ক্ষুদ্র, বর্ণ উজ্জ্বল নীল এবং স্বর্ণ রেখাঙ্কিত।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকার সিন্ধু নদী উল্লেখ করিয়াই ইরিনন্ উপসাগরের কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহা কচের রন্ নামে খ্যাত। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এই স্থানে জল থাকে না—সেই সময়ে সমুদ্রের জল অথবা বৃষ্টিতে ইহা প্লাবিত হয়। অন্য সময়ে ইহাকে জলাভূমি বলিয়াও বোধ হয় না। বার্নেস্ নামক গ্রন্থকার অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষে প্রায়ই যে ভূমিকম্প হয়, তাহারই একটীতে এই স্থান উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। রন্‌টী কচ্ উপসাগরের সহিত জড়িত। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহাকে বরাকা উপসাগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মূলরের মতে গ্রন্থকার কচ্ উপসাগরের বহির্দ্দেশকে ইরিনন্ এবং অন্তর্দ্দেশকে বরাকা উপসাগর মনে করিয়াছেন। টলেমি নামক ভৌগোলিক বরাকাকে দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

বরাকা উপসাগর—বর্ত্তমান কচ্ উপসাগর। দ্বারকা নামের সহিত ইহার কোন সংস্রব আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আরিয়াকা—গ্রন্থোক্ত এই নাম নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন্ অনুমান করেন যে, সংস্কৃত লরিকা শব্দের সহিত ইহার সংস্রব আছে। টলেমিও লরিকা নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

৪১। বরাকা উপসাগরের পরেই বারিগজার উপসাগর এবং আরিয়াকা প্রদেশের উপকূল। ইহা নাম্‌বানাস্ রাজার রাজ্যের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের প্রারম্ভ। অন্তর্দ্দেশস্থ সিথিয়ার সন্নিকটস্থ প্রদেশ আবিরিয়া নামে আখ্যাত হইলেও, উপসাগর সিরস্ত্রীণ্ নামে অভিহিত হয়। এই ভূভাগ উর্ব্বর; গম, চাউল, তিল

তৈল, ঘৃত, কার্পাস ও তাহা হইতে প্রস্তুত ভারতীয় মোটা বস্ত্র এই স্থানে উৎপাদিত হয়। এই স্থানে বহু পশু চারণ করা হয় এবং অধিবাসীরা সুদীর্ঘকায় এবং কৃষ্ণবর্ণের। রাজধানী মিন্নাগারে অবস্থিত—এই স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বারিগজায় আনীত হয়। এই সকল স্থানে এখন পর্য্যন্ত আলেকজান্দারের অভিযানের চিহ্ন সমূহ—প্রাচীন মন্দির, দুর্গ-প্রাচীর, সুগভীর কূপ—বর্ত্তমান রহিয়াছে। বার্‌বারিকাম্ হইতে, বারিগজার অপর পার্শ্ববর্ত্তী পাপিকা অন্তরীপ এবং অষ্টকাম্প্র পর্য্যন্ত উপকূল ভাগ তিন সহস্র ষ্টাডিয়া বিস্তৃত।

টীকা

নাম্‌বানাস্—সফ্ ইঁহাকে শকরাজ নহপান্ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ৫২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আবিরিয়া—অভীর। লাসেন্ বাইবেলোক্ত ওফির্ (Ophir) শব্দকে ইহার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথায় সুবর্ণ, চন্দন কাষ্ঠ, মূল্যবান প্রস্তর, হস্তিদন্ত রৌপ্য, কপি, এবং ময়ূর উল্লিখিত হইয়াছে। সফ্ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কোথায় ওফির্ ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। অভীর্—বর্ত্তমান গুজরাট—কৃষি-প্রধান দেশ ছিল। যে সকল দ্রব্য বাইবেলোক্ত ওফিরে পাওয়া যাইত তাহা এই কৃষিপ্রধান জনপদে পাইবার কোনই উপায় ছিল না। পরবর্ত্তী লেখকগণ পারস্যোপসাগরের উপরস্থ আরব উপকূলে ওফিরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত পণ্য হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ওফির্ ভারতবর্ষে অবস্থিত না হইলেও উহার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সফ্ আরও লিখিয়াছেন যে, যেরূপ কচ্, কচ্চ, কুসে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তদ্রূপ অফির্, অপির্, ওফির্ হইতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষ, পারস্যোপসাগর, এবং আফ্রিকার

সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ, সলোমনের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল।
সিরস্ত্রীণ্—সুরাষ্ট্র—বর্ত্তমান কাথিওয়াড়্। সুরাট নামে এই নাম পাওয়া যায়।
পেরিপ্লাসের সময়ে এই উপদ্বীপ শক ভূপতিগণের অধীন ছিল।

উর্ব্বর—বর্ত্তমানেও গুজরাট উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ। কার্পাস বস্ত্র—৬ এবং ১৪ পরিচ্ছেদ এবং অতিরিক্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

মিন্নাগার্—মূলর ইহাকে বর্ত্তমান ইন্দোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ ইহাকে চিত্তোর হইতে প্রায় একাদশ মাইল দূরে অবস্থিত মধ্যমিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ম্যাক্রিণ্ডল্ ইহাকে কাথিওয়াড়্ বলিতে চাহেন, কিন্তু ইহা গ্রহণীয় নহে।

বারিগজা—বর্ত্তমান বরৌচ্। প্রাকৃত ভরুকচ্ছ হইতে গ্রীক্‌গণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলেকজান্দারের অভিযান্—এই সম্বন্ধে "সমসাময়িক ভারত", চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পাপিকা—বর্ত্তমান গোপঘাট।

৪২। অতঃপর, সামুদ্রিক-উর্ম্মি-পূর্ণ অন্য একটী উপসাগর আছে—ইহা উত্তরাভিমুখী এবং ইহার মুখে বীওনেস্ নামক একটী দ্বীপ আছে; ইহার অন্তর্দ্দেশে মেস্ নায়ক একটী সুবৃহৎ নদী আছে। বারিগজায় যাইতে হইলে এই উপসাগর হইয়া যাইতে হয়—ইহা তিন শত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত; বামদিকে পূর্ব্বাভিমুখে বারিগজার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপ। এই নদী নম্মদাস্ নামে খ্যাত।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ "অন্য একটী উপসাগর" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বাস্তবিক ইহা বিভিন্ন উপসাগর নহে—ইহা গ্রন্থকার উল্লিখিত বারুগজা উপসাগরেরই উত্তরাংশ। সফ্ ইহাকে কাম্বে উপসাগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বীওনেস্— পিরাম্ দ্বীপ।

মেস্—বর্ত্তমান মাহী নদী।

নম্নদাস্—নর্ম্মদা নদী। টলেমি ইহাকে নমেদিস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৪৩। বারিগজার নিকটে এই উপসাগর অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সমুদ্র হইতে আগমনকারীদের পক্ষে ইহাতে নৌচালন অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য। দক্ষিণ ও বামের উভয় পথই এইরূপ, কিন্তু বাম দিকে, একটী অপেক্ষাকৃত সরল পথ আছে। দক্ষিণ দিকে, উপসাগরের মুখেই হীরোণী নামে দীর্ঘ, অপ্রশস্ত এবং পর্ব্বতময় বালুকাস্তর আছে। ইহা কামোনি গ্রামের সম্মুখে এবং ইহার বিপরীত দিকে অষ্টকম্প্রের সম্মুখে পাপিকা নামক বামদিকে প্রলম্বিত অন্তরীপ রহিয়াছে; ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবলস্রোত প্রবাহিত হয়, নঙ্গর গুলি উঠিয়া যায়, সমুদ্রতল বন্ধুর এবং পর্ব্বতময় বলিয়া এই স্থান নঙ্গরের অনুপযুক্ত। উপসাগরে নিরাপদে প্রবেশ করিলেও, বারিগজার নদীর মুখ কষ্টে পাওয়া যায়; কারণ, উপকূল-ভাগ নিম্ন এবং সন্নিকটে উপস্থিত না হইলে দৃষ্ট হয় না। দৃষ্ট হইলেও প্রবেশ সুকঠিন, কারণ নদীর মুখ বালুকাস্তর পূর্ণ।

৪৪। এই জন্য নরপতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত ধীবরগণ, "ট্রাপ্পগা" এবং "কোটীম্বা" নামক সুবৃহৎ ও সুপরিচালিত নৌকায় নদীমুখে উপস্থিত থাকিয়া সিরস্ত্রীণ্ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে বারিগজা পর্য্যন্ত জাহাজ পরিচালনা করে। তাহারাই নদীমুখ হইতে অগভীর স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, নিজেদের নাবিক দ্বারা জাহাজ পরিচালিত করে এবং জোয়ারের সময় অগ্রসর হইয়া ও ভাটার সময় নঙ্গরের স্থান সমূহ ও

পোতসংস্কার স্থানে উহাদিগকে রক্ষা করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছাইয়া দেয়। এই পোতসংস্কার স্থানগুলি বারিগজা পর্য্যন্ত নদীর গভীর জলে স্থাপিত ; বারিগজা নদীতীরে, নদীরমুখ হইতে তিনশত ষ্টাডিয়া দূরে অবস্থিত।

টীকা

ট্রাপ্পগা এবং কোটীম্বা—বিভিন্ন প্রকারের নৌকা।

৪৫। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অনেক নদী আছে এবং এই নদী সমূহে প্রবল জোয়ার ভাটা হয় ; অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় তিন দিনের জন্য নদী সমূহের জল বৃদ্ধি পায় এবং অন্য সময়ে হ্রাস হয়। কিন্তু, বারিগজার নিকটে ইহা আরও বেশী ; এমন কি অকস্মাৎ নদীতল দৃষ্ট হয় এবং সমুদ্রের যে স্থানসমূহে অনতিকাল পূর্ব্বেই জাহাজ ছিল, সেই সকল স্থান শুষ্ক হইয়া যায় ; এবং যখন সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইয়া নদীর দিকে প্রধাবিত হয়, তখন স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে বহু ষ্টাডিয়া পর্য্যন্ত নদীর জল যাইতে থাকে।

টীকা

সফ্ এই পরিচ্ছেদ ও পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বর্ণনা পাঠ করিলে গ্রন্থকার যে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

৪৬। এই কারণে যাহারা অনভ্যস্ত, অথবা যাহারা এই হাটে সর্ব্বপ্রথমে আইসে, তাহাদের পক্ষে প্রবেশ বা নির্গম অত্যন্ত বিপজ্জনক। জোয়ারের সময় জলের বেগ অপ্রতিহত হয় এবং নঙ্গরে জাহাজ আটকাইয়া রাখিতে পারেনা ; এই জন্য সুবৃহৎ

জাহাজসমূহ জলের বেগে হেলিয়া অগভীর স্থানে ভাসিয়া যায় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; ক্ষুদ্র নৌকাগুলিও উল্টাইয়া যায় এবং যে সকল নৌকা ভাটার সময় হেলিয়া যায়, তাহাদের পানিতরাস যদি উপন্ন দ্বারা ঠিক করিয়া না রাখা হয়, তবে অকস্মাৎ জল আসিয়া নৌকা জলপূর্ণ করে। কারণ আমাবস্যার সময় (বিশেষতঃ রাত্রিতে জোয়ারের সময়) সমুদ্রের জলের এরূপ বেগ হয় যে, যখন জল স্থির থাকে তখন তুমি যদি প্রবেশ করিতে আরম্ভ কর, তবে সেই সময়ে নদী মুখে দূরস্থিত সৈন্য-বাহিনীর জয়ধ্বনির ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিবে এবং সহসাই বিপুল রবের সহিত সমুদ্র নদীমুখ দিয়া প্রবেশ করিবে।

৪৭। বারিগজার অন্তর্দ্দেশস্থ ভূভাগ আরত্তি, আরাখোসাই, গান্ধারী এবং পোক্লেসের অধিবাসী জাতিপূর্ণ; শেষোক্ত জনপদে বিউকেফালাস্ আলেক্জান্দ্রিয়া অবস্থিত। ইহাদেরই পরে নিজেদের নরপতির অধীন বিপুল পরাক্রান্ত বাকৃট্রিয়া জাতি। আলেকজান্দার এই ভূভাগ সমূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দামিরিকা এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ পরিত্যাগ করিয়া গাঙ্গেয় প্রদেশে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত গ্রীকলেখা সমন্বিত এবং আলেকজান্দারের পরবর্ত্তী আপলোডটস্ এবং মীনান্দার ভূপতি-দ্বয়ের চিহ্নাঙ্কিত প্রাচীন "ড্রাকমী" মুদ্রা বারিগজায় প্রচলিত রহিয়াছে।

টীকা

আরত্তি—পঞ্চনদে অবস্থিত অরাষ্ট্র বলিয়া সক্ অনুমান করিয়াছেন। সাধারণতন্ত্রভুক্ত ছিল বলিয়া কি ইহাদের এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে?

আরাখোসাই—বর্ত্তমান কান্দাহারের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগবাসী।

গান্ধারী—সংস্কৃত গান্ধার হইতে উদ্ভূত। এই জাতি কাবুল নদীর উত্তর তীরে বাস করিত—বর্ত্তমান পেশোয়ার জিলা।

পোক্লেস্—সংস্কৃত পুষ্করাবতী, গান্ধারের পশ্চিম রাজধানী। বর্ত্তমান পেশোয়ার হইতে সপ্তদশ মাইল দূরবর্ত্তী।

বিউকেফালাস্ আলেকজান্দ্রিয়া—"সমসাময়িক ভারত", চতুর্থ খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

বিউকেফলাস্—আলেকজান্দারের অশ্বের নাম। ইহার নামানুসারে তিনি এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

যুদ্ধপ্রিয় জাতি—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আলেকজান্দারের গান্ধার প্রদেশ প্রবেশ অবশ্যই সত্য নহে।

৪৮। এই ভূভাগের অন্তর্দ্দেশে এবং ইহার পূর্ব্বে অবস্থিত ওজ্জীনে নগর—ইহা রাজধানী ছিল; বারিগজার নিকটবর্ত্তী জনপদের জন্য প্রয়োজনীয় গন্ধর্ব্বমণি এবং সীসমণি, ভারতীয় মসলিন্ ও বস্ত্র এবং প্রচুর সাধারণ বস্ত্র ও দ্রব্য এবং আমাদের বাণিজ্যদ্রব্য এই স্থান হইতে আনীত হয়। এই জনপদ হইতেই এবং উত্তর দেশ হইতে পোক্লেসের মধ্য দিয়া (অর্থাৎ কাস্পাপিরিন্, পারোপানিসিন্ এবং কাবলিটিক্) জটামাংসী, কিমূক, গুগ্গুল্ আনীত হয়।

টীকা

ওজ্জীনে—বর্ত্তমান উজ্জয়িনী—মালবের প্রধান নগর।

জটামাংসী—প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারই সময়ে রোমে জটামাংসী (spikenard) প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে।

কাস্পাপিরিন্—সংস্কৃত কাশ্যপপুর—কাশ্মীর (?)

পারোপানিসিন্—হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা।

কাবলিটি—কাবুল।

সিথিয়া—৪১ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এই প্রদেশ পার্থিয়ার রাজপুত্রগণের অধীন ছিল।

৪৯। এই হাটে নিম্নোক্ত পণ্যের আমদানী হয়—ইতালী-দেশীয়, লাওডিসিয়া ও আরবীয় মদ্য, তাম্র, টীন, সীসক; প্রবাল এবং পোখরাজ; সূক্ষ্ম ও অন্যান্য সকল প্রকার নিকৃষ্ট বস্ত্র; বিতস্তি প্রস্থ উজ্জ্বলবর্ণের কোমরবন্ধ; শিলাকুসুম, মিষ্ট-তৃণ, চকমকি, মনঃশিলা, বরনাগ, সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা (এতদ্দেশীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ে ইহাতে লাভ হয়), এবং স্বল্প পরিমাণে নিকৃষ্ট মলম। রাজার জন্য ঐ সকল স্থানে মহামূল্যবান রৌপ্য-পাত্র, সুগায়ক বালক, অন্তঃপুরের জন্য সুন্দরী কুমারী, উৎকৃষ্ট মদ্য, উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য আমদানী হয়। এই স্থান হইতে জটামাংসী, কিমুক, গুগ্‌গুল্‌, হস্তিদন্ত, গন্ধর্ব্বমণি ও সীসমণি, সকল প্রকার কার্পাস-বস্ত্র, রেশম-বস্ত্র, সূত্র, মরিচ এবং নানা হাট হইতে আনীত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। মিশরের যে সকল বণিক্ এই হাটে আইসে, তাহারা জুলাই মাসে অনুকূল বায়ুতে অগ্রসর হয়।

টীকা

পেরিপ্লাসে উল্লিখিত অনেকগুলি দ্রব্য এক্ষণে নির্দ্দেশ করা যায় না।

৫০। বারিগজার পরে উপকূলভাগ উত্তর-দক্ষিণে সরলভাবে বিস্তৃত; এবং এই জন্যই এই প্রদেশকে "দক্ষিণাবাদ" নামে অভিহিত করা হয়; এতদ্দেশীয় অধিবাসীদের ভাষায় "দক্ষানস্" অর্থে দক্ষিণ বুঝায়। উপকূল হইতে পূর্ব্বাভিমুখী অন্তর্দ্দেশে

বহু মরুভূমি এবং অনেক সুবৃহৎ পর্ব্বত রহিয়াছে। সকল প্রকার বন্যজন্তু—চিতা, ব্যাঘ্র, হস্তী, প্রকাণ্ড সর্প, তরক্ষু, নানা প্রকার হনুমান-এই জনপদে বাস করে। গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে অনেক জনাকীর্ণ জাতিও বাস করে।

টীকা

দক্ষিণাবাদ—দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য।

জনাকীর্ণ জাতি—ইভান্স নামক লেখক লিখিয়াছেন যে, "অভিযানকালে, আলেকজান্দার ভারতবর্ষে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যতা ও সমাজের সহিত তৎকালীন সভ্যতা ও সমাজের কোনই পার্থক্য ছিল না এবং যদিও উপদ্বীপের তৎকালীন লোকসংখ্যার তুলনা সম্ভবপর নহে, তথাপি লোক সংখ্যা যে তৎকালে ন্যূন ছিল না তাহা নিশ্চিতই বলা যাইতে পারে।" ("The Greek Invader found there an ancient and highly organized society, differing little in its usages and modes of living from those which exist at the present time ; and although there are no means of verifying the conjecture, it is not unlikely that the population of the peninsula was great in that period as in our own.") সফ্ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে বলিতে হয় যে, পেরিপ্লাস্ যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল সেই সময়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ ছিল ; শিল্প এবং বাণিজিক হিসাবেও ইহা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল ; উৎপাদন ও খনিজ শিল্পেও ইহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল এবং সামাজিক হিসাবে ইহা সুগঠিত ছিল।

তৎকালে, উত্তর-পশ্চিমে কুশান্ রাজ্য, কাম্বে উপসাগরে শক রাজ্য, গাঙ্গেয় প্রদেশে মৌর্য্য, দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র, চেরা, পাণ্ড্য এবং চোল্ রাজ্য প্রসিদ্ধ ছিল। সফ্ এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাদৃষ্টে অনুমান

করা যায় না যে, ইহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। ইহারা গ্রাম্যসঙ্ঘ ছিল মাত্র।

এই প্রসঙ্গে প্লিনির ৬, ২১।৩ দ্রষ্টব্য।

৫১। দক্ষিণাবাদের হাটগুলির মধ্যে দুইটী উল্লেখযোগ্য—বারিগজা হইতে কুড়ি দিবসের পথ দূরবর্ত্তী পীথানা; এবং এইস্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় দশ দিবসের দূরবর্ত্তী, তাগারা নামে অন্য একটী সুবৃহৎ নগর আছে। বারিগজায় এই সকল স্থান হইতে শকটে এবং পথবিহীন জনপদ মধ্য দিয়া প্রচুর পরিমাণে পীথানার সীসমণি, তাগারার প্রচুর বস্ত্র, সকল প্রকার মসলিন্ ও বস্ত্র এবং সমুদ্র-উপকূল হইতে আনীত স্থানীয় অন্যান্য পণ্য আনীত হয়। দামিরিকার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পথ সপ্ত সহস্র ষ্টাডিয়া বিস্তৃত, কিন্তু উপকূল পথ উহাপেক্ষা অধিক।

টীকা

পীথানা—প্রতিষ্ঠান্ নগর, গোদাবরী তীরস্থ বর্ত্তমান পৈথান্। পৈথান্ দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন নগর। অশোক সম্ভবতঃ এইস্থানে দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং দ্বিতীয় পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের লিপিতে প্রতিষ্ঠান্-রাজ ও বণিক্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। টলেমি এই স্থানকে অন্ধ্ররাজ দ্বিতীয় পুলোমির রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিপ্লাস্ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পীথানা বস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমান কালেও এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস এবং রেশম উৎপাদিত হয়। প্রাচীন নগরের কোন চিহ্নই প্রায় বর্ত্তমান নাই।

তাগারা—ষষ্ঠ এবং দশম শতাব্দীতে এইস্থানের উল্লেখ কয়েকস্থানে দৃষ্ট হয়। ফ্লীট ইহাকে বর্ত্তমান থের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। বস্ত্র—"Mallow" cloth.

৫২। বারিগজার পরবর্ত্তী, এই জনপদের হাটগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে—সুপ্পর, কালিয়েনা নগর; জ্যেষ্ঠ সারাগানাসের সময়ে ইহা নিয়মানুযায়ী হাটে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু, সান্দারীসের অধিকারভুক্ত হইবার পরে ইহাতে প্রতিবন্ধকারী নিয়ম প্রচলন করা হইয়াছে এবং গ্রীসীয় জাহাজ এই স্থান উপনীত হইলে প্রহরীবেষ্টিতাবস্থায় বারিগজায় লইয়া যাইবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

টীকা

সুপ্পরা—বর্ত্তমান বোম্বায়ের কয়েক মাইল উত্তরস্থ বর্ত্তমান সোপার্। ৫০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে একাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ ইহা কন্কনের রাজধানী ছিল। মহাভারত ও জাতকে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কালিয়েনা—বর্ত্তমান কল্যাণ, বোম্বায়ের পূর্ব্বে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা পরাক্রান্ত চালুক্যগণের রাজধানী ছিল। সারাগানীস্ ও সান্দারীসের জন্য অতিরিক্ত টীকা দ্রষ্টব্য। ম্যাক্রিণ্ডল্ সারাগানীস্‌কে শতকর্ণী রাজ্যভুক্ত মনে করেন।

৫৩। কালিয়েনার পরে, এতদ্দেশীয় হাটগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—সেমিল্লা, মান্দাগোরা, পালীপাট্‌মী, মেলিজিগারা, বাইজান্‌সিয়াম্, তোগারাম্ এবং ঔরান্নোবোয়াস্। তৎপরে, সিসিক্রিণী, এগিদাই দ্বীপপুঞ্জ এবং খার্সোনিসিয়াসের অপর পার্শ্ববর্ত্তী সিনিটী দ্বীপ (এই সকল স্থানে জলদস্যু থাকে)। তৎপরে, শ্বেতদ্বীপ। অতঃপর দামিরিকার প্রথম হাটদ্বয়,—নৌরা এবং তিন্দিস্; তৎপরে, মুজিরিস্ এবং নেল্‌কিন্দা—শেষোক্ত দুইটী প্রধান।

টীকা

টোগারাম্ ও ঔরান্নোবোয়াস্‌কে ম্যাক্রিণ্ডল তোপারন্ এবং তুরান্নস্‌বোয়াস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দামিরিকীকে দিমুরিকে বলিয়াছেন।

সেমিল্লা—বর্ত্তমান চৌল্—বোম্বাই হইতে প্রায় পঞ্চবিংশতি মাইল দুর। প্রাচীন সংস্কৃত নাম চম্পাবতী।

মান্দাগোরা—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সাবিত্রী নদীর মুখস্থ বান্‌কোট। পালীপাটমী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান্ দাভোল্—সংস্কৃত দাভিলেশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার সহিত পারস্যোপ-সাগর ও লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভূমিগর্ভস্থ চণ্ডিকা বাইয়ের মন্দির এইস্থানেই প্রতিষ্ঠিত। মেলিজিগারা—অনেকে ইহাকে বর্ত্তমান জয়গড় বলিয়া অনুমান করেন। কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান রাজাপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সফ্ মনে করেন যে, ইহাই সংস্কৃত মলয়গিরি। বাইজান্‌সিয়াম-সফের মতে ইহা ভুল। লাসেন্ অনুমান করেন যে, হয়ত এইস্থানে ঔপনিবেশিক গ্রীকদের বাসস্থান ছিল। সফ্ এই স্থানকে সংস্কৃত বিজয়দুর্গ মনে করেন। তোগারাম্—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দেবগড়। ঔরান্নোবোয়াস্-ম্যাক্রিণ্ডল্ ইহাকে মালবন্ বলিয়া অনুমান করেন। সিসিক্রিণী সম্ভবতঃ ভেঙ্গুর্লা পর্ব্বতমালা ও দ্বীপপুঞ্জ। এগিদাইদ্বীপ—সম্ভবতঃ গোয়াদ্বীপ। সিনিটীদ্বীপ—সম্ভবতঃ কাড়োয়াড়্ পোতাশ্রয়ের পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপমালা। খার্সোনিসিস্ গ্রীক উপদ্বীপকে এই নামে অভিহিত করা হইত। শ্বেতদ্বীপ—বর্ত্তমান পারাবত দ্বীপ।

৫৪। টিন্দিস্ সিরোবোত্রা রাজের রাজ্যভুক্ত; ইহা ক্ষুদ্র একটী গ্রাম—সমুদ্র হইতে সহজেই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। মুজিরিস্‌ও ঐ রাজ্যভুক্ত; এই স্থানে আরব দেশ হইতে ও গ্রীকৃগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত পণ্যপূর্ণ অনেক জাহাজ থাকে; ইহা
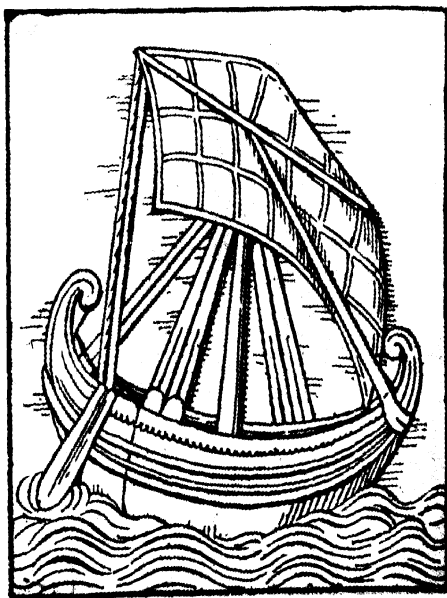
দ্বিতীয় শতাব্দীর বণিক-পোত [১০৮ পৃঃ

Bharatvarsha Ptg. Works.

একটী নদীতীরে অবস্থিত—টিন্দিস্ হইতে নদী ও সমুদ্র পথে পাঁচশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী এবং নদীতীর হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূর। নেল্‌কিন্দা মুজিরিস্ হইতে নদী এবং সমুদ্রপথে প্রায় পাঁচশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী। ইহা পাণ্ডিয়ান্ রাজ্যভুক্ত। এই স্থানটীও নদীতীরে অবস্থিত এবং সমুদ্রপথ হইতে একশতে হইতে একশত কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ সিরোবোত্রাকে কেপ্রোবোথ্রা এবং আরবকে আরিয়াকী বলিয়াছেন। কেপ্রোবোথ্রা বা সিরোবোত্রা সম্বন্ধে অতিরিক্ত টীকা দ্রষ্টব্য। সিরোবোত্রা—চেরপুত্র বা কেরলপুত্র—পশ্চিম তামিল রাজ্য।

৫৫। এই নদীর মুখে বাকারি নামে অন্য একটী গ্রাম আছে; নেল্‌কিন্দা হইতে বহির্গমন কালে জাহাজগুলি ইহার পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া পণ্য গ্রহণ করে; নদী অগভীর এবং পথ পরিষ্কার নহে বলিয়াই এইরূপ করা হয়। এই উভয় হাটের রাজদ্বয় অন্তর্দ্দেশে বাস করেন। সমুদ্র হইতে এই স্থানসমূহে আসিতে হইলে কৃষ্ণবর্ণের ক্ষুদ্রাকারের সর্প-সমূহ সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হয়। এই গুলির মস্তক দেখিতে সর্পের ন্যায় এবং ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ।

টীকা

বাকারি—টলেমী ইহাকে বার্কারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পোড়কাণ।

৫৬। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে পিপ্পল ও "মালাবাথ্রাম্" পাওয়া যায় বলিয়া সুবৃহৎ জাহাজসমূহ প্রেরিত হয়। প্রচুর

পরিমাণে মুদ্রা, পোখরাজ, স্বল্প পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র, কারুকার্য্য-শোভিত বস্ত্র, বরনাগ, প্রবাল, অসংস্কৃত কাচ, তাম্র, টীন, সীসক, অল্প পরিমাণে (বারিগজায় যেরূপ আমদানী হয়) মদ্য, মনঃশিলা, হরিতাল এবং নাবিকদের উপযোগী গম (কারণ, বণিকেরা এই স্থানে গম ক্রয় বিক্রয় করে না) এই স্থনে আমদানী করা হয়। এই সকল হাটের নিকটবর্ত্তী কটোনারা নামক জিলায় প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত পিপ্পল এই স্থান হইতে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মুক্তা, হস্তিদন্ত, রেশম বস্ত্র, গঙ্গাতীরবর্ত্তী জটামাংসী, অন্তর্দ্দেশস্থ "মালাবাথ্রাম", বিভিন্ন প্রকারের স্বচ্ছ প্রস্তর, হীরক, নীল এবং ক্রীস্ দ্বীপ ও দামিরিকা উপকূলস্থ দ্বীপ সমূহের চাড়া রপ্তানি হয়। যাহারা মিশর হইতে এই স্থানে আইসে, তাহারা প্রায় জুলাই মাসে অনুকূল বায়ুতে যাত্রা করে।

টীকা

মালাবাথ্রাম্—অনেক টীকাকার ইহাকে তাম্বুল বলিয়া লিখিয়াছেন। মুদ্রা—রোম হইতে প্রচুর পরিমাণে মুদ্রা ভারতবর্ষে আনীত হইত। কিছুদিন পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে একস্থানে বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রেশমবস্ত্র—চীন হইতে তিব্বতে ও গাঙ্গের প্রদেশ হইয়া আসিত।

৫৭। পূর্ব্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, কানা ও ইউডীমন্-আরব হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় প্রণালী সমূহস্থ উপকূলের নিকটে থাকিয়া এই সমুদ্র-যাত্রা সম্পাদিত হইত। হিপালস্ নামক নৌসারথি বন্দরসমূহের স্থান নির্দ্দেশ এবং সমুদ্রে অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সমুদ্র মধ্য হইয়া কি প্রকারে যাত্রা করিতে হয়, তাহা
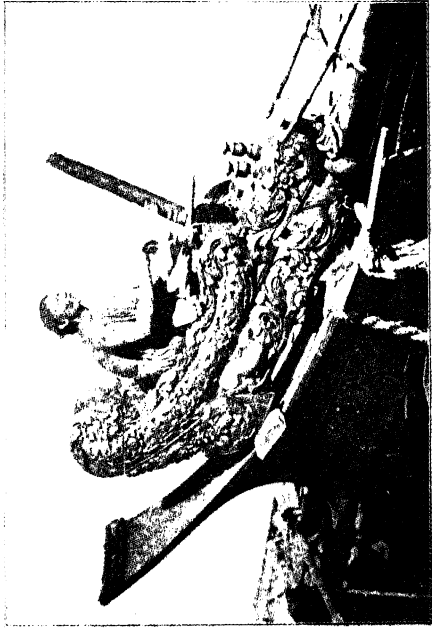
Bharatvarsha Ptg. Works. ব্রহ্মদেশীয় নৌকা

সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। কারণ "ইটিসিয়ান্ বাতাস" যখন ভারতবর্ষের উপকূলে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন উহা সমুদ্রেও বহিতে থাকে এবং সর্ব্বপ্রথমে, হিপালস্ এই দক্ষিণ-পশ্চিম-বায়ু আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা তাঁহারই নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত,জাহাজগুলি, কতক কানা হইতে সরাসরি ভাবে এবং কতক-গুলি মসল্লার অন্তরীপ হইতে যাত্রা করে ; এবং দামিরিকাভিমুখী জাহাজগুলি বায়ু হইতে দূরে থাকে। বারিগজা ও সিথিয়াভিমুখী জাহাজসমূহ উপকূল হইতে তিন দিবসের অনধিক পথ দূরে থাকে এবং অবশিষ্ট সময় এই জনপদ হইতে সমুদ্রপথে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে স্থল হইতে দূরে থাকিয়া সোজাসুজি অগ্রসর হয় এবং উপরিউক্ত প্রণালীর বহির্দ্দেশ হইয়া যাতায়াত করে।

টীকা

হিপালসের আবিষ্কার (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আন্দাজ ৪৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। সফ্ অনুমান করেন যে, আরব ও দ্রাবিড় দেশীয় জলযান ইতিপূর্ব্বে বহু শতাব্দী কাল এই সমুদ্রে, হিপালসের আবিষ্কারের পূর্ব্বে যাতায়াত করিত, এবং তাহারা যে সাময়িক বায়ুর সাহায্য লইত না, ইহাও অবিশ্বাস যোগ্য। উভয় জনপদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস লিখিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহারা গভীর সমুদ্রে যাতায়াত করিত।

কেনেডি নামক অন্যতম গ্রন্থকারও বলিয়াছেন যে, হিপালসের আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে সাময়িক বায়ুর গতিবিধি অনেকে অবগত ছিল।

এই প্রসঙ্গে সফ্ যে সুদীর্ঘ পাদটীকা দিয়াছেন, তাহা অতিরিক্ত টীকায় প্রদত্ত হইল।

৫৮। বাকারির পরে গাঢ় লোহিত পর্ব্বত এবং দক্ষিণে উপকূলের দিকে বিস্তৃত পারালিয়া নামক অন্য একটী জনপদ। প্রথমোক্তটী বালিতা নামে অভিহিত হয়; ইহার একটী সুন্দর পোতাশ্রয় রহিয়াছে এবং উপকূলে গ্রাম আছে। অতঃপর, কোমারি নামে অন্য একটী জনপদ; এই স্থানে কোমারি অন্তরীপ ও পোতাশ্রয় আছে; যাহারা জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবকার্য্যে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহারা এই স্থানে আসিয়া অবগাহন করিয়া কৌমার ব্রতাবলম্বী হয়; কথিত হয় যে, এই স্থানে একজন দেবী বাস ও স্নান করিতেন।

টীকা

ম্যাক্রিণ্ডল্ "the mountain called Pyrros (or the Red)" এবং সফ্ "Dark Red Mountain" বলিয়াছেন।

সফ্ অনুমান করেন যে, পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহার পরবর্ত্তী ভূভাগে স্বয়ং গমন করেন নাই। অতঃপর যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা তিনি লোকপরম্পরা শ্রুত হইয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পারালিয়া—কেহ কেহ ইহাকে তামিল কারি শব্দ (উপকূল) হইতে উদ্ভূত মনে করেন। পক্ষান্তরে, অনেকে ত্রিবাঙ্কুরের অন্যতম প্রাচীন নাম পুরলল বলিয়া ইহাকে নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমান কালেও ত্রিবাঙ্কুরের রাজার নামের সহিত পুরলি অধিপতি নাম সংযোগ করা হয়। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহাকে বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর ও টিনেভেলীর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। বালিতা—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বরখলাই। কোমারি-বর্ত্তমান কমরিন্ (কুমারিকা) অন্তরীপ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা।

৫৯। কোমারি হইতে দক্ষিণ দিকে এই জনপদ কল্‌চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কল্‌চিতে শুক্তি সংগ্রহ হয়; (দণ্ড প্রাপ্ত

পল্লভ মুদ্রা

অন্ধ্র মুদ্রা
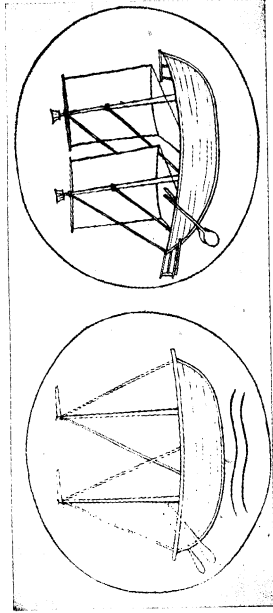
[১১৩ পৃঃ

Bharatvarsha Ptg. Works.

অপরাধীরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে); এবং ইহা "পাণ্ডিয়ান্" রাজ্যভুক্ত। কল্‌চির পরে উপকূলস্থ ভূভাগ—ইহা একটী উপসাগরের উপরে অবস্থিত এবং ইহাতে আর্গারু নামক জনপদ রহিয়াছে। এই স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই উপকূল ভাগে সংগৃহীত শুক্তি ক্রয় করা যায় না; এবং আর্গারিটিক্ নামীয় মসলিন্ এই স্থান হইতেই রপ্তানি হয়।

টীকা

আর্গারিটিক্‌কে ম্যাক্রিণ্ডল্ গারিটিডীস্ বলিয়া লিখিয়াছেন। কল্‌চি বর্ত্তমান কোল্‌কাই। পেরিপ্লাসের সময়ে ইহা পাণ্ড্য রাজ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর ছিল। উপকূলস্থ জনপদ—চোল রাজ্য—পেরিপ্লাসের সময়ে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল।

আর্গারু—চোল্ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী—বর্ত্তমান ত্রিচিনপোলীর অংশ বিশেষ। এই স্থানের মস্‌লিন প্রাচীন কাল হইতেই সুবিখ্যাত।

৬০। এই সকল জনপদের হাট এবং দামিরিকা ও উত্তর হইতে আগত জাহাজগুলি যে সকল পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লয়, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত প্রধান—(ইহারা যে ভাবে অবস্থিত, সেই ভাবেই উল্লেখ করা যাইতেছে)—কামরা, পোদুসা, সোপাৎ-মা। উপকূল হইয়া দামিরিকাগামী জাহাজ এবং কাষ্ঠখণ্ড একত্র করিয়া সাঙ্গর নামক সুবৃহৎ জাহাজগুলিও এই স্থানেই থাকে; কিন্তু, ক্রাইসি ও গঙ্গাগামী জাহাজগুলিকে কোলান্দিয়া নামে অভিহিত করা হয় এবং এই গুলিও সুবৃহৎ। দামিরিকায় উৎপাদিত সকল দ্রব্যই এই স্থানসমূহে আমদানী হয় এবং সকল সময়েই মিশরে যাহা সংগ্রহ করা হয়, তাহার অধিকাংশ,

দামিরিকায় সংগৃহীত সকল দ্রব্য এবং পারালিয়ার মধ্য দিয়া যাহা বহন করা হয় তাহার সহিত, এই স্থানে আনীত হয়।

টীকা

উত্তর হইতে আগত জাহাজ—অর্থাৎ গাঙ্গেয় এবং বঙ্গদেশ হইতে আগত জাহাজ। কামরা—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কারিকারো। পোদুসা—বর্ত্তমান পন্দিচেরী। সোপাৎমা—সফ্ ইহাকে বর্ত্তমান মাদ্রাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৬১। পূর্ব্বাভিমুখী বিস্তৃত পরবর্ত্তী ভূভাগে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত পালিসিমুন্দুদ্বীপ। প্রাচীনগণ ইহাকে তাপ্রোবেণ নামে অভিহিত করিতেন। ইহার উত্তরাংশ পরিভ্রমণ করিতে এক দিবস লাগে; দক্ষিণাংশ ক্রমান্বয়ে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত এবং প্রায় আজানিয়ার অপর তীর স্পর্শ করে। এখানে শুক্তি, স্বচ্ছ প্রস্তর, মসলিন্ এবং কূর্ম্মের চাড়া পাওয়া হয়।

টীকা

পালিসিমুন্দু—বর্ত্তমান সিংহল বা লঙ্কা—সংস্কৃত তাম্রপর্ণি—প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয় পারসমুদ্র হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডলের মতে তাপ্রোবেণ বা তাম্রপর্ণি নাম বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। "সমসাময়িক ভারত", প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার সিংহলের প্রকৃত আকৃতি অপেক্ষা উহা দশগুণ বেশী মনে করিতেন। সম্ভবতঃ, সিংহল হইতে সম্রাট্ আগষ্টসের নিকট প্রেরিত দৌত্যবাহিনী সিংহলের যে অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা হইতেই পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার এরূপ অনুমানে উপনীত হইয়াছিলেন।
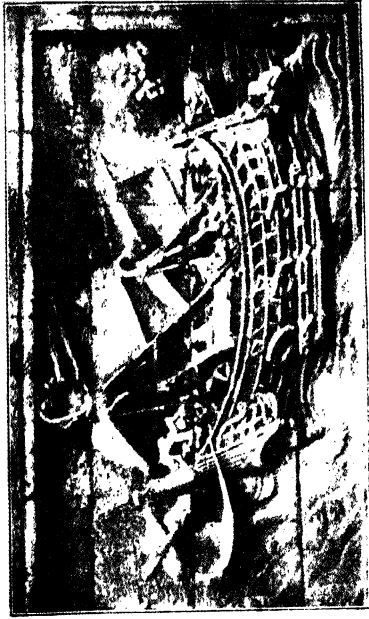
ষষ্ঠশতাব্দীর গুজরাট প্রদেশীয় নৌকা

[১১৪ পৃঃ

Bharatvarsha Ptg. Works.

৬২। মাসালিয়া প্রদেশ প্রায় এই স্থানেই অবস্থিত—ইহা অন্তর্দ্দেশ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উপকূলের দিকে বিস্তৃত; এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মস্লিন উৎপাদিত হয়। এই জনপদের পরে, "দোশারিনিক্" নামক হস্তিদন্ত উৎপাদনকারী দোসারিন্ জনপদ। অতঃপর, স্থলভূমি উত্তরাভিমুখী হইয়াছে; অনেক অসভ্য জাতি এই স্থানে বাস করে। চিরহাদী নামক চ্যাপ্টা নাসিকা বিশিষ্ট জাতি ব্যতীত বার্গিসি, অশ্বের মুখ ও দীর্ঘ মুখ বিশিষ্ট জাতিও এই স্থানে বাস করে; কথিত হয় যে ইহারা নরমাংস ভক্ষণ করে।

টীকা

মাসালিয়া—টলেমি ইহাকে মৈসালিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বর্ত্তমান মস্লিপত্তম্। পেরিপ্লাসের সময়ে ইহা অন্ধ্ররাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হাট ছিল। দোসারিন্-বর্ত্তমান উড়িষ্যা। টলেমি দোষারন্ (বর্ত্তমান মহানদী) নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। চিরহাদী—সফ্ ইহাকে ভোট জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৫৭ দ্রষ্টব্য। বার্গিসি—কিরাতদের প্রতিবেশী, বিষ্ণু পুরাণ উল্লিখিত ভার্গস্ বলিয়া সফ্ অনুমান করেন। অশ্বমুখ বিশিষ্ট জাতি বরাহসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। নরমাংসভোজী জাতি হেরোডটাস্ও উল্লেখ করিয়াছেন।

৬৩। অতঃপর, ভূভাগ পুনর্ব্বার পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে; এবং সমুদ্রকে দক্ষিণে ও উপকূলকে বামে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলে গঙ্গা দৃষ্ট হয়; ইহারই সন্নিকটে পূর্ব্বদিকের শেষ জনপদ ক্রাইসি। ইহার সন্নিকটে গঙ্গা নামক নদী—ইহার নীলের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ইহার তীরে একটী হাট আছে।

নদীর ন্যায় ইহারও নাম গঙ্গা। এই স্থান হইয়াই মালাবাথ্রাম্, গাঙ্গেয় জটামাংসী, শুক্তি, গাঙ্গেয় নামধারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন আনীত হয়; কথিত হয় যে, এই সকল স্থানের সন্নিকটে সুবর্ণের খনি আছে এবং কাল্‌টিস্ নামক সুবর্ণ মুদ্রা এতদ্দেশে প্রচলিত। ঠিক এই নদীর অপর পারে সমুদ্র-মধ্যে একটী দ্বীপ আছে। জনাকীর্ণ পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে ইহাই শেষ জনপদ। ইহা ক্রাইসি নামে অভিহিত হয় এবং ইরিথ্রিয়ান্ সাগরের উপরিস্থ সকল স্থানের মধ্যে এই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কূর্ম্মের চাড়া পাওয়া যায়।

টীকা

গঙ্গা—একই পরিচ্ছেদে ভূভাগ, নদী এবং নগরকে গঙ্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য ভূভাগ অর্থে বঙ্গদেশকে উল্লেখ করা হইয়াছে। নগর অর্থে সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তিকে (বর্ত্তমান তমলুক) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাম্রলিপ্তি সমুদ্র তীরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ছিল—বর্ত্তমানে ইহা সমুদ্র হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী। মস্‌লিন—ঢাকার মস্‌লিনই এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুবর্ণ খনি—সফ্ অনুমান করেন যে, ছোটনাগপুরের কোন সুবর্ণের খনিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রাইসি—(সুবর্ণ)—সম্ভবতঃ মালক্কা উপদ্বীপ।

৬৪। এই প্রদেশের পরে, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরে, থিস্‌নামক জনপদের শেষ ভাগে সমুদ্র; অত্যন্ত অন্তর্দ্দেশে থিনী নামক একটী নগর আছে। এই নগর হইতে অসংস্কৃত রেশম, রেশমসূত্র এবং রেশমবস্ত্র স্থলপথে বাক্‌ট্রিয়ার মধ্য দিয়া বারিগজায় আনীত হয় এবং গঙ্গা নদীর পথে দামিরিকায় রপ্তানি করা হয়। কিন্তু থিসের জনপদে পৌছান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; খুব

কম লোকই তথা হইতে আইসে এবং কদাচিৎ আইসে। এই জনপদ সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্তর্ভূত এবং কথিত হয় যে ইহা পণ্টাস্ ও কাস্পিয়ান্ সাগরের সীমান্ত প্রদেশে (যাহার পরেই মিওটীস্ হ্রদ) অবস্থিত। এই গুলি সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত।

টীকা

থিসের জনপদ—ভূমিকা দ্রষ্টব্য। চীনের পশ্চিমাংশ। অসংস্কৃত রেশম, রেশম সূত্র ও রেশম বস্ত্র ৩৯, ৪৯ এবং ৫৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। বাক্‌ট্রিয়া হইতে বারিগজা অর্থে স্থলপথ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। চীন কর্ত্তৃক তুর্কীস্থান অধিকারের পূর্ব্বে এই ভূভাগে ভ্রমণ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। গ্রীক্ ও রোমক্ ভৌগোলিকগণ মনে করেন যে, এইগুলি সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল।

৬৫। প্রতি বৎসর থিস্‌ভূমির প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্রাকারের এবং প্রশস্ত চ্যাপ্টামুখবিশিষ্ট, শান্তিপ্রিয় জাতি আগমন করে; ইহারা বিসাতি নামে অভিহিত এবং অসভ্য। ইহারা ইহাদের স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, থলিয়া ও দেখিতে সবুজ আঙ্গুর পত্রের ন্যায় পাতার ঝুড়িসহ আগমন করে। ইহারা নিজেদের দেশ এবং থিসের জনপদের মধ্যস্থানে একত্র হয়। ঝুড়িগুলি মাদুরের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া ইহারা কয়েক দিবস উৎসবে কাল যাপন করে এবং পরে অন্তর্দ্দেশে নিজেদের জনপদে প্রস্থান করে। পরে, এতদ্দেশীয় অধিবাসীরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত মাদুরগুলি সংগ্রহ করে; ফিতা হইতে তাহারা " পেট্রি " নামক তন্তু সংগ্রহ করে। তাহারা পত্রগুলি কয়েকস্তরে ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া গোলাকার

করে এবং মাদুরের তন্তু হইতে এইগুলি বিদ্ধ করে। ইহা তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়—সুবৃহৎ পত্র হইতে বৃহৎ মালাবাথ্রাম্ বল, মধ্যমাকৃতি পত্র হইতে মধ্যমাকৃতি বল এবং ক্ষুদ্রাকারের পত্র হইতে ক্ষুদ্রাকৃতি বল। এবম্প্রকারে তিন প্রকারের মালা-বাথ্রাম্ প্রস্তুত হয় এবং যাহারা ইহা প্রস্তুত করে, তাহারাই ইহা ভারতবর্ষে আনয়ন করে।

টীকা

টলেমি এই সকল জাতিকে গঙ্গার পূর্ব্বদিকবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আকৃতি বর্ণনায় টলেমি ও পেরিপ্লাসে বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। লাসেন্ ইহাদিগকে সিকিম্‌বাসী মনে করেন।

৬৬। এই সকল জনপদের পরবর্ত্তী ভূভাগ অত্যন্ত শীত ও ঠাণ্ডার জন্য অগম্য অথবা দেবতাদের ঐশ্বরিক প্রভাবের জন্য এই প্রদেশে অগ্রসর হওয়া যায় না।

অতিরিক্ত টীকা

২৪ পরিচ্ছেদ, ৬১ পৃষ্ঠা। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত—মল্লি ও অক্সিড্রাকাই নামক দুইটী ভারতীয়জাতি গ্রীক্‌বীর আলেকজান্দারকে লৌহ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সাল্‌মেসিয়াস্ নামক গ্রন্থকার ভারতীয় ইস্পাতকে নরম করা সম্বন্ধে গ্রীক্‌ভাষায় লিখিত এক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইদ্রিস্ বলিয়াছেন, "অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ লৌহ প্রস্তুতে অধিকতর পারদর্শী। তাহাদের কারখানায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরবারী প্রস্তুত হয়। ভারতীয় ইস্পাতে যেরূপ ধার হয়, অন্য কোন স্থানের ইস্পাতে সেরূপ ধার হয় না।"

কার্পাস—ইংরাজীতে Cotton বলা হইয়াছে। হিব্রু কার্পাস্ (Carpas), গ্রীক্ কার্পাসস্ (Carpasos)। সফ্ লিখিয়াছেন, "খৃষ্টীয় অষ্টম পূর্ব্ব শতাব্দীতে (১) মনুসংহিতায় কার্পাস-সূত্রের উল্লেখ আছে। সেচ্ (Sayce) নামক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের মতে খৃষ্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কার্পাস সমুদ্রপথে পারস্যোপসাগরে প্রেরিত হইত এবং তথা হইতে মিশরে যাইত। হেরোডটস নামক গ্রীসীয় গ্রন্থকার ইহা পশম অপেক্ষা কোমল এবং ভারতবর্ষীয় বন্যবৃক্ষের ফল বলিয়া

(১) বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য লেখকগণ মনুকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক বলিয়া নির্ণয় করেন।

ইহাকে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় মস্‌লিন রোম্ রাজ্যে এবং ইউরোপের মধ্যযুগে বিশেষ আদরণীয় ছিল। কার্পাসশিল্প ভারতের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিত এবং এই শিল্প ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হস্তগত হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য বস্ত্রাদির মূল্য হ্রাস পাওয়া বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা।

প্লিনি এবং পোলাক্স্ নামক গ্রন্থকারদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশরে কার্পাস উৎপাদিত হইত, কিন্তু কি পরিমাণে উৎপাদিত হইত, তাহা তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। পারস্যোপসাগরস্থ টাইলস্ দ্বীপে এবং কোন কোন লেখকের মতে ইহা আরব দেশেও জন্মিত। পেরিপ্লাস্ হইতে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থের কয়েক স্থানে Mallow Cloth উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা এক প্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র।

পেরিপ্লাস ৪১ পরিচ্ছেদেও কার্পাস এবং ভারতীয় বস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য পর্য্যটক মধ্যে ট্যাভার্ণিয়ার ও মার্কোপলোও ইহার কথা স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৬ পরিচ্ছেদ, ৮৪ পৃষ্ঠা। ম্যাক্রিণ্ডল্ পাদটীকায় লিখিয়াছেন,

ওসিলিস্ হইতে দ্বাদশ শত ষ্টাডিয়া দূরে ইউডিমন্ আরব—ইহা অবশ্যই বর্ত্তমান এডেন্। ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিল্ লিখিত ইদেনকে কেহ কেহ এডেন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, অনেকের এই নির্দ্দেশে আপত্তি দৃষ্ট হয়। প্লিনি ইহার উল্লেখ করেন নাই; তবে, কেহ কেহ তৎকথিত আটানীকেই এডেন্ মনে করেন।

রোমক সম্রাট নিরোর মুদ্রা

"প্রথম ঐতিহাসিক" হেরোডটসের নিকট পরিজ্ঞাত পৃথিবী

টলেমি ইহাকে আরব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই স্থান বন্দর ও উপকূল হইতে সপ্তদশ মাইল দূরবর্ত্তী বলিয়াছেন। পেরিপ্লাস হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষ ও মিশরের বাণিজিক সম্পর্কের জন্য ইহা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। পেরিপ্লাস্ লিখিত হইবার সময়ে ইহার অবনতি হইতেছিল; কিন্তু, টলেমির সময়ে ইহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছিল এবং কনষ্টাণ্টা-নাইনের সময়ে ইহা "রোমের বন্দর" নামে কথিত হইত। তৎকালে ইহা পুনর্ব্বার স্বীয় সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইদ্রিসি নামক গ্রন্থকার এডেনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা একটী ক্ষুদ্র শহর, কিন্তু ইহা পোতাশ্রয়ের জন্য সুবিখ্যাত এবং এই স্থান হইতে সিন্ধু, ভারতবর্ষ ও চীনে জাহাজ যাত্রা করে। মধ্যযুগে ইহা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ ও লোহিতসাগরের বাণিজিক সম্পর্কের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মার্কপলো ইহার সমৃদ্ধি ও অবস্থার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইউডিমন্ হইতে আরব শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

৩০ পরিচ্ছেদ, ৮৭ পৃষ্ঠা।

ম্যাক্রিণ্ডল্ এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—কেহ কেহ সুয়াগ্রস অন্তরীপকে রাসেল্ হাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। টলেমি কথিত, কানী হইতে ছয় ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী সুয়াগ্রস্ নামক নগর এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু, সুয়াগ্রস্ রাসফার্টাকেই অবস্থিত—অন্য কোন স্থানে নয়। ইহা হিশন্ ঘোরাব্ বা কানী হইতে ৪ ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে অষ্টাদশ মাইল দূরে সাঘর্ নামক গ্রাম—সম্ভবতঃ এই নাম হইতেই গ্রীকগণ সুয়াগ্রস্ নাম গ্রহণ

করিয়াছিল। প্লিনি বলিয়াছেন যে দায়স্কোরাইদীস্ (সকোট্রা) দ্বীপ হইতে সুয়াগ্রস্ দূরে।

টলেমি সাথালাইটীস্ উপসাগরকে সুয়াগ্রসের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মারিনস্ নামক গ্রন্থকারও, পেরিপ্লাসের গ্রন্থকারের ন্যায় ইহাকে সুয়াগ্রসের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়াছেন। পেরিপ্লাস্ দায়স্কোরাইদীস্ দ্বীপকে আরোমাটা অন্তরীপ অপেক্ষা সুয়াগ্রস্ অন্তরীপের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়াছেন। নামটী দেখিতে গ্রীক বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ ইহা সংস্কৃত সুখদ্বারা দীপ হইতে উদ্ভূত। পেরিপ্লাস্ এই দ্বীপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহার সমর্থন করিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক কস্মস্ বলিয়াছেন যে, অধিবাসীরা গ্রীক্ ভাষায় কথোপকথন করিত। নবম শতাব্দীর আরব বণিক্‌গণ বলিয়াছেন যে, গ্রীকগণ মহাবীর আলেক্‌জান্দার কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। সম্ভবতঃ, আলেক্‌জান্দার কর্ত্তৃক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা সত্য নহে। পেরিপ্লাস্ এই দ্বীপের মুসব্বরের কথা উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং আরবের অধীন। মার্কপলো উল্লেখ করিয়াছেন যে, দশম শতাব্দীর সময়েও কচ্ ও গুজরাটের দস্যুগণ এইস্থানে গমনাগমন করিত।

৩৫ পরিচ্ছেদ ৯১ পৃষ্ঠা। ম্যাক্রিণ্ডল্ এই পরিচ্ছেদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে উপসাগরটী ৪০ মাইল বিস্তৃত। প্লিনি ইহার বিস্তৃতি ৫০ মাইল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পেরিপ্লাস্ ৭৫ মাইল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পেরিপ্লাস্ উপসাগর প্রসঙ্গে

দুইটী কথা উল্লেখ করিয়াছেন—সুপ্রসিদ্ধ মুক্তা এবং আপলোগস্ নামক হাট।

৩৬ পরিচ্ছেদ ৯২ পৃষ্ঠা। মদারতা—গ্লেসার্ নামক গ্রন্থকারের মতে আরবী মুদ্দারাৎ (muddarrat) হইতে এই শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা তালের সূত্র দ্বারা সেলাই করা হইত। মার্কোপলো নামক সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটকও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই গুলি অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এইগুলি নির্ম্মাণে লৌহ ব্যবহার করা হইত না। কেবল ভারতীয় সুপারি বৃক্ষের সূত্র দ্বারা তক্তাগুলি বন্ধন কবা হইত। সাধারণ অবস্থায় এইগুলিতে কাজ চলে কিন্তু ঝটিকার সময়ে এই নৌকাগুলি ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর্য্যটক কারেরিও ইহার পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

৩৮ পরিচ্ছেদ, ৯৪ পৃষ্ঠা। সফ্ পার্থিয়ার রাজগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মধ্য আসিয়া হইতে শকগণ ইউচ্চি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পামিরদিগকে দূরীভূত করে। তাহারা কাবুল উপত্যকায় ও সিন্ধুর নিম্ন প্রদেশে বাস করে। ১২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাহাদের দলপতি মানীস্ পার্থিয়ার অধীনে, কাবুলে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইহার বংশ "ইণ্ডো-পার্থিয়ান্" বলিয়া খ্যাত হয়। ইউচ্চিগণ পুনর্ব্বার শকদিগকে তাড়িত করিয়া প্রথমে গ্রীক্ বাক্‌ট্রিয়া অধিকার করে। তাহাদের নরপতি, প্রথম কাদ্‌ফাইসিস্ কাশ্মীর এবং

সিন্ধুর উর্দ্ধদেশস্থ উপত্যকা জয় করেন। তাঁহার পুত্র, দ্বি কাদ্‌ফাইসিস্, আন্দাজ ৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া পাঞ্চাও নামক চীন সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং শীঘ্রই পাঞ্জাব ও নিম্ন সিন্ধুর জনপদ ও পরে উত্তর গাঙ্গেয় প্রদেশ ও আভ্যন্তরীন জনপদ কর-তলগত করেন।

উভয় জাতিই সংস্কৃতে মিন্ নামে কথিত।

পেরিপ্লাসে বর্ণিত রাজনৈতিক ঘটনা গণ্ডোফারেসের মৃত্যুর পরে ঘটিয়াছিল বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ৫১ খৃষ্টাব্দে গণ্ডোফারেসের মৃত্যু হয়। ফাব্রিসিয়াস্ মনে করেন যে, ৫২ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রাজপুত্রগণ পহ্লবংশভুক্ত।

৩৯ পরিচ্ছেদ, ৯৫ পৃষ্ঠা। ম্যাক্রিণ্ডলের টীকা—জাহাজগুলি মিন্নাগার পর্য্যন্ত পৌঁছিত না কিন্তু বার্‌বারিকানে অপেক্ষা করিত এবং তথা হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া পণ্যগুলি প্রেরিত হইত। টলেমি বিনাগার বলিয়া এই স্থানকে উল্লেখ করিয়াছেন। রিটার্ নামক গ্রন্থকার বর্ত্তমান ঠাঠাকে এই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪১ পরিচ্ছেদ, ৯৭ পৃষ্ঠা। আরিয়াকি—ম্যাক্রিণ্ডল্ এই প্রসঙ্গে যে পাদটীকা দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা হইল। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার এই স্থান হইতে ভারতবর্ষের আরম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়াকির যে অংশ সিথিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা আবিরিয়া নামে আখ্যাত হইত। ভারতীয় ভাষায় ইহাকে অভির্ বলা হইত। প্রাচীন কালে এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-

প্রধান স্থান ছিল বলিয়া লাসেন্ প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে বাইবেলোক্ত ওফীর্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলেমি আবিরিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাকে ভারতবর্ষের অংশভূত বলিয়া মনে করেন নাই। ইহাকে ইণ্ডো-সিথিয়ার অংশভূত করিয়াছেন। আরিয়াকির সমুদ্র-উপকূল স্বরাষ্ট্রীন্ বলিয়া আখ্যাত ছিল ; টলেমি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত স্বরাষ্ট্র শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। অবশ্য ইহা মিন্নাগার নহে। ইহা উজ্জয়িনীর দক্ষিণে এবং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ইন্দোরের সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। টলেমি বলিয়াছেন যে, ইহা স্বল্প কালই রাজধানী ছিল এবং তাঁহার সময়ে টিয়সানীসের (সম্ভবতঃ চাষ্টান্) রাজধানী ছিল। উভয় স্থান হইতে নর্ম্মদা দিয়া নানারূপ পণ্য বারিগজায় প্রেরিত হইত।

অতঃপর আমাদের গ্রন্থকার পাপিকা নামক অন্তরীপের উল্লেখ করিয়াছেন। পেরিপ্লাস্ বার্‌বারিকান্ হইতে সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী মুখ পর্য্যন্ত ইহার যে তিন সহস্র ষ্টাডিয়া দূরত্ব উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক। এই অন্তরীপকে কেহ কেহ অষ্টকম্প্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমিও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ইউল্ ইহাকে ভবনগরের নিকটবর্ত্তী হাতাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার বুলর্ মনে করেন যে, সংস্কৃত হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে। ম্যাক্রিণ্ডল্ মনে করেন যে, সংস্কৃত হষ্টচপ্র হইতে বর্ত্তমান হাতাব্ নাম উদ্ভূত হইয়াছে।

৪৭ পরিচ্ছেদ, ১০২ পৃষ্ঠা। পরাক্রান্ত বাক্‌ট্রিয় জাতি—এই

সম্বন্ধে ভূমিকা দ্রষ্টব্য। সফ্ এই প্রসঙ্গে টীকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

এই অংশ এবং বারিগজায় প্রচলিত ইণ্ডোগ্রীক্ মুদ্রা সম্বন্ধে পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, সমসাময়িক অন্য কোন পুস্তকে ভারতেতিহাসের এই সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আলেকজান্দারের অভিযান ও পেরিপ্লাস্ লিখিত হইবার এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে ঘটনা সমূহ ঘটিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে এই :—

আলেকজান্দারের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সিরিয়া হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহার অন্যতম সেনাপতি, সেলুকাসের হস্তগত হইল। ভারতীয় অংশ তৎক্ষণাৎই হস্তচ্যুত হইল; কিন্তু, অন্যান্য জনপদ প্রায় একশত বৎসর গ্রীক্‌দের অধীন রহিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের দুইটী প্রদেশ পার্থিয়া এবং বাক্‌ট্রিয়া বিদ্রোহী হইল। পার্থিয়াবাসিগণ এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। বাক্‌ট্রিয়া তখন সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং গ্রীক্ রাজকুমারদের অধীনেই থাকিয়া ২০৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিল। বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক্‌রাজগণ সিন্ধুর উপত্যকা দিয়া সমুদ্রপথে প্রবেশের প্রয়াস পাইলেন এবং ১৯০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ডেমেট্রিয়স্ সিন্ধুর উপত্যকা এবং সঙ্গে ২ বর্ত্তমান কাবুলের সন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগও অধিকার করিলেন।

তাঁহার ভারতবর্ষে অবস্থান কালীন তাঁহার আত্মীয় ইউক্রেটাইডিস্ বিদ্রোহী হওয়ায়, ডেমেট্রিয়স্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই শ্রুত হওয়া

যায় না। ১৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাকৃট্রিয়ায় অরাজকতা বর্ত্তমান ছিল। ফলে, ইউক্রেটাইডিস্ আপলোডটস্ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। আপলোডটসের রাজত্ব অল্প কাল স্থায়ী ছিল।

১৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীক্‌রাজ মিনান্দার সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা, সুরাষ্ট্র প্রদেশ এবং পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য ভূভাগ করতলগত করেন। তৎপরে তিনি মথুরা বিজয় ও মধ্যমিকা অবরোধ করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মিনান্দার তৎপরে বাকৃট্রিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত হয় যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইউক্রেটাইডিসের পুত্র, হেলিওক্লিস্ সম্ভবতঃ গ্রীক্‌দের এতদ্দেশীয় শেষ নরপতি।

পেরিপ্লাসের সময় বারিগজায় আপলোডটস্ এবং মিনান্দারের গ্রীক্ মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই সকল মুদ্রা অন্ততঃ দুইশত বৎসর পুরাতন ছিল এবং ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রার এতদিন প্রচলিত থাকা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়।

পরাক্রান্ত বাকৃট্রিয় জাতি বলিলে মধ্য-আসিয়ার ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক। ১৬৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইউচ্চিনামক জাতি উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে দূরীভূত হইয়া পশ্চিমদিকে যাইতে আরম্ভ করে। ইহারা মধ্য—আসিয়ার কতিপয় বন্য জাতিকে স্বস্থানচ্যুত করে এবং ১৪০ হইতে ১৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যে শকনামক একটী জাতি বিতাড়িত বাকৃট্রিয়ায় প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ গ্রীক্‌রাজ্য ধ্বংস করিয়া সিস্তান্ অধিকার করে। শক

জাতির অন্য একটী শাখা পাঞ্জাবের তক্ষশিলা এবং যমুনা তীরস্থ মথুরায় আগমন করে। এই স্থানে ইহারা পার্থিয়া রাজগণের অধীনে শতবর্ষাধিক কাল বাস করে। শকজাতির অন্য শাখা দক্ষিণে গমন করিয়া সুরাষ্ট্র অধিকার করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুশতাব্দী রাজ্য করে। পেরিপ্লাসের ৩৮ পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

ইউচ্চিগণই ভারতবর্ষ ও রোমসাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কাদ্‌ফাইসিস্‌ই সম্রাট্‌ ট্রাজানের নিকট দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করেন।

৫২ পরিচ্ছেদ ১০৭ পৃষ্ঠা। জ্যেষ্ঠ সার্গানাস্‌—অধ্যাপক সফ্‌ লিখিয়াছেন যে এই স্থানে পেরিপ্লাসের তারিখ নির্দ্ধারণে তিনটী হেতু দৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের এক অধিকার পূর্ণ অধ্যায়ের উপর আলোক নিক্ষিপ্ত হয়।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য খৃষ্টীয় দ্বিতীয় পূর্ব্বশতাব্দীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রাজ্য ইহার স্থান অধিকার করে। আরও দক্ষিণে, চোল, পাণ্ড্য এবং চেরা রাজ্যত্রয়ও স্বাধীন থাকে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরাংশে অরাজকতা প্রাধান্য লাভ করে।

সুরাষ্ট্র, গুজরাট এবং মালব, বহুদিনের যুদ্ধান্তে পশ্চিম ক্ষত্রপদের অধীন হয়; ইহারাই পরে অন্ধ্রগণকে পরাজিত করিয়া কন্‌কন্‌ উপকূল অধিকার ভুক্ত করেন। কেহ কেহ এই ঘটনা হইতে শকাব্দ আরম্ভ হয়, মনে করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে

অন্ধ্রাজ গৌতমী পুত্র—শতকর্ণী উপকূল-ভাগ পুনর্ব্বার অধিকার করেন ; কিন্তু, অধিক দিন উহা করতলগত রাখিতে পারেন নাই। ৭৮ শকাব্দ হইতে নহপান্ নামে নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, ৪১ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মাম্বারাস্-রাজই নহপান্ নরপতি।

পুরাণে অন্ধ্রাজগণের উল্লেখ আছে ; ইহা এবং অন্ধ্রাজ-গণের মুদ্রাব্যতীত অন্ধ্রাজগণ সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ কিছুই অব-গত হওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে, পেরিপ্লাসের ৫২ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সার্গানাস্ নামের সহিত অন্ধ্রাজদিগের সাতকর্ণী উপাধির সংশ্রব আছে। সান্দানীস্ রাজাকে কেহ কেহ এই বংশের সুন্দর নরপতি মনে করেন। ইনি ৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন এবং তজ্জন্য কেহ কেহ পেরিপ্লাস্ এই সময়েই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল অনুমান করেন। কিন্তু, অধ্যাপক সফ্ এই মত গ্রহণীয় মনে করেন না।

যদি ৪১ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত নাম্বানাস্ ও নহপান্ একই ব্যক্তি হন, তবে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, শক শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাতা অন্ধ্-পরাজয়কারী ও কন্‌কন্ অধিকারী ক্ষত্রপই ইনি। এবং ৫২ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সান্দারীস্ যদি সুন্দর সাতকর্ণী হন, তবে তাঁহার এক বৎসর ব্যাপী রাজত্বের সহিত পেরিপ্লাসের নির্দ্দেশ সুকঠিন। ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না যে, তিনি নিজ বন্দর কালিয়েনা রুদ্ধ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুর বন্দর বারিগজার সমৃদ্ধির প্রয়াস পাইবেন। অন্ধ্রাজই ইহা করিয়াছিলেন।

এরূপ অনুমান অপরিহার্য্য যে, পেরিপ্লাস্ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শক শতাব্দীর ৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। ইহা অন্ধ্র বন্দরের কথাই উল্লেখ করিয়াছে এবং সে বন্দর যে উত্তর দিকে অবস্থিত পরাক্রান্ত শত্রু কর্ত্তৃক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছিল, গ্রন্থকার তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

নহপান এবং সুন্দর সম্বন্ধে তাহা হইলে কি বলা যাইতে পারে? অন্ধ্রদেশে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মনে হয় যে, অরিষ্ট পশ্চিম রাজধানী পৈথানে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। এই পৈথানে তিনি সর্ব্বপ্রকারে সার্ব্বভৌম রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন এবং পশ্চিম উপকূলে প্রচারিত ঘোষণায় তাঁহার নামই শোভা পাইত। "সান্দারীসের অধিকার ভুক্ত হইবার সময় হইতে" মনে হয়, যে অরিষ্ট সাতকর্ণীর রাজত্বের শেষ ভাগ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তিনিই "জ্যেষ্ঠ সার্গানাস্" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি যুবক সান্দারীস্ অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রান্ত ছিলেন।

বায়ু এবং মৎস্য-পুরাণে অরিষ্ট এবং সুন্দরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিন জন নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন দৃষ্ট হয়—হল, মান্দালক এবং পুরিন্দ্রসেনা। তৎপরে সুন্দর, চকোর এবং শিব সাতকর্ণী। স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্ব হইতে মনে হয় যে ইঁহারা এক পরাক্রান্ত নরপতির বংশধর ছিলেন এবং ইঁহাদের অব্যবহিত পরেই অন্য একজন পরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতেও ইহাই অনুমিত

হয়। যদি ৮৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হইত, তবে গ্রন্থকার এরূপ ভাবে লিখিতেন না।

নহপানও উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ হইবার পূর্ব্বে সুরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি ১২৪ খৃষ্টাব্দের পরে ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই নামধারী অন্য কেহ ৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন।

পুরাণের তালিকা ও মুদ্রা দৃষ্টে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, পেরিপ্লাসের ৫২ পরিচ্ছেদ পাঠেও ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

৫৬ পরিচ্ছেদ, ১১০ পৃষ্ঠা। পিপ্পল বা মরিচ—মিশর দেশীয় লিপিতে মরিচের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিব্রু ধর্ম্ম পুস্তকেও ইহা দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টীয় চতুর্থ পূর্ব্ব-শতাব্দীতে ইহার উল্লেখ আছে। ভারতীয় সাহিত্যে (মহাবগ্‌গ এবং আইসিংয়ের গ্রন্থে) ইহার উল্লেখ আছে। রোমকগণ এসিয়ামাইনর, সিরিয়া এবং মিশর বিজয়ের পরে ইহার পরিচয় পাইয়া ইহা পণ্য শ্রেণীভুক্ত করে এবং ইহা হইতে বণিকেরা প্রচুর লাভ করিতে থাকে। ভারতবর্ষ ও রোমের বাণিজ্য দ্রব্যাদির মধ্যে ইহা অন্যতম প্রধান দ্রব্যরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে মরিচ পশ্চিমগামী পণ্যের তিন-চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল। রোমক্ পাচক-পাচিকাগণ সদা সর্ব্বদাই মরিচ ব্যবহার করিত। সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইন্ ধর্ম্মযাজকগণকে যে সকল মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মরিচ অন্যতম উপহার দ্রব্য ছিল।

আলারিক্ রোম অবরোধ কালে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে তিন সহস্র পাউণ্ড ওজনের মরিচ দাবী করিয়াছিলেন।

প্লিন ইহার যথেচ্ছা ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন।

ইউরোপে মধ্য যুগে মরিচ অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। ট্যাভার্ণিয়ার নামক পর্য্যটক ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ম্যালাবাথ্রাম্—হীরেন্, ভিনসেণ্ট এবং ম্যাক্রিণ্ডল্ এই শব্দটীকে তাম্বূল (betel) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ম্যালাবাথ্রাম্ তাম্বূল ছিল না, নিশ্চয় কোন প্রকার সুগন্ধি ছিল; কিন্তু কি সুগন্ধি ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না।

প্রচুর মুদ্রা—পেরিপ্লাস্ ৪৯ পরিচ্ছেদে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর রোম হইতে প্রায় ৬৬০০০০০০ মূল্যের মুদ্রা ভারতবর্ষে আসিত এবং ইহার বিনিময়ে পণ্য রোমে প্রেরিত হইত। এত অধিক পরিমাণে মুদ্রা ভারতবর্ষে আমদানী হইত এবং রোম এরূপ বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠাতেই রোমের অবনতির কারণ হইতে লাগিল।

কাচ—ভারতবর্ষে কাচের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির নির্দ্দেশ হয় নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ইহা তৃতীয় পূর্ব্বখৃষ্টাব্দীতে লঙ্কায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Antiquities of Orissa I. 101)। প্লিনি ভারতীয় কাচকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও ভারতীয়েরা যে কাচকে রং করিতে পারিত তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৭। হিপালসের আবিষ্কার—হিপালস্ ৪৫ খৃষ্টাব্দে সাময়িক বায়ুর আবিষ্কার করিয়া বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, হিপালসের আবিষ্কারের পূর্ব্বেই বণিকেরা সাময়িক বায়ুর সাহায্যে গতায়াত করিতেন। কেনেডী নামক লেখক মনে করেন যে, সপ্তম পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমুদ্র-পথে বাণিজ্য ছিল না। ডাক্তার রীস্‌ড্যাভিড্‌স্ "বুদ্ধের কথোপকথন" হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পঞ্চম পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সমুদ্রপথে বাণিজ্য হইত। মনস্বী ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক প্রকাশ হইবার পরে এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই।

৫৭ পরিচ্ছেদ, ১১১ পৃষ্ঠা। নিম্নে প্লিনি বর্ণিত সমুদ্রযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পরবর্ত্তী কালে ১৩৩৫ মাইল বিস্তৃত আরবের অন্তরীপ সিয়াগ্রস্ হইতে পাটল পর্য্যন্ত জলযাত্রা হিপালসের নামানুযায়ী বায়ু-সহযোগে সহজে সম্পাদিত হইত, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এবং অধিকতর নিরাপদ পথে জলযাত্রা সম্পাদিত হইত; অবশেষে, একজন আরও অধিক-তর ক্ষুদ্র পথ আবিষ্কার করাতে লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভারতবর্ষ আমাদের নিকট আরও নিকটবর্ত্তী হইল। বর্ত্তমান কালে প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষে সমুদ্রযাত্রা করা হয় এবং সমুদ্র দস্যুসঙ্কুল বলিয়া জাহাজে তীরন্দাজের দল লওয়া হয়।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত জলপথ বর্ণনা অসমীচীন হইবে না। বিষয়টী উল্লেখ যোগ্য; কারণ, প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ আমাদের সাম্রাজ্য হইতে ন্যূনকল্পে পাঁচশত পঞ্চাশ কোটী সিস্টার্সিস মূল্যের ধন গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাহার পণ্য প্রদান

করে। এই পণ্য ইহাদের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা শত মূল্যে অস্মদ্দেশে বিক্রয় হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ার দুই মাইল দূরে জুলিওপোলিস্ নগর। তথা হইতে নীলনদ হইয়া কপ্টস্ যাওয়া যায়; এই পথ তিনশত আট মাইল; ইটিসিয়ান্ বাতাস্ প্রবাহিত থাকিলে দ্বাদশ দিবসে এই জলযাত্রা সম্পাদিত হইতে পারে। কপ্টস্ হইতে উষ্ট্রযোগে অগ্রসর হইতে হয়। পথিমধ্যে পানীয় জলের জন্য ষ্টেসন আছে। তৎপরে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত এবং কপ্টস্ হইতে দুইশত সাতান্ন মাইল দূরস্থিত বেরিনিস্ নগর। অত্যধিক উষ্ণতার জন্য এই পথের অধিকাংশ রাত্রিকালে পরিভ্রমণ করিতে হয় এবং তজ্জন্য দ্বাদশ দিবসে কপ্টস্ হইতে বেরিনীসে পৌছিতে হয়।

সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যভাগে লুব্ধক উদিত হইবার পূর্ব্বেই যাত্রা করা হয় এবং প্রায় ত্রিশ দিবসে আরবের অন্তর্গত ওসিলিসে বা সুগন্ধি-প্রদায়িনী দেশের কানাতে পৌঁছান যায়। মুঝা নামক আরবের তৃতীয় একটী বন্দর আছে; কিন্তু ভারতবর্ষ-গামী যাত্রীগণ এই স্থানে আগমন করে না; যাহারা কেবল সুগন্ধি ক্রয় বিক্রয় করে, তাহারাই এই স্থানে আগমন করে। অন্তর্দ্দেশে একটী নগর আছে; রাজধানী সাফার্ নামে অভিহিত হয় এবং তদ্ব্যতীত সাভে নামক অন্য একটী নগর আছে। ভারতবর্ষগামীদের পক্ষে ওসিলিস্ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। হিপালাস্ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে মুজিরিসে চল্লিশ দিনে পৌছান যায়। কিন্তু, ইহার সান্নিধ্যে এত জলদস্যু বিচরণ করে যে, অবতরণের পক্ষে ইহা প্রশস্ত নহে এবং এস্থানের পণ্যও

মূল্যবান নহে। অধিকন্তু, পোতাশ্রয় উপকূল হইতে সুদূর এবং পণ্য-সমূহ নৌকায় করিয়া লইতে হয়। যে সময়ে আমি লিখিতেছি, তখন সিলোবোথ্রাস্ বলিয়া রাজা ছিলেন। নিয়াসিন্দি নামক অধিবাসীদের ভূভাগে অবস্থিত বারাকী নামক বন্দরটী অধিকতর সুবিধাজনক। এই স্থানে পাণ্ডী রাজা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তিনি মোদিরা নামক স্থানে বাস করিতেন। নৌকা করিয়া কোটোনারা হইতে বাকারীতে মরিচ লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লোকই এই সকল স্থান উল্লেখ করেন নাই। ইউরোপে প্রত্যাগমন কালে বণিকগণ ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে প্রত্যাগমনের জন্য যাত্রা করে; এরূপ করিলে তাহারা সেই বৎসরে পৌছিয়াই পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্ববায়ু সহযোগে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করে এবং লোহিতসাগরে পৌছিয়া দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু সহযোগে অগ্রসর হয়।"

৬১ পরিচ্ছেদ, ১১৪ পৃষ্ঠা, পালিসিমুণ্ডু—বর্ত্তমান সিংহল। (১১৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) লাসেন্ বলেন যে সংস্কৃত পালিসিমন্ত—ধর্ম্মস্থান—গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচলিত বলিয়া এই স্থান এইরূপে অভিহিত হইয়াছে। সংস্কৃত তাম্রপর্ণী নাম রামায়ণে দৃষ্ট হয়। ম্যাক্রিণ্ডলের মতে তাপ্রোবেণ্ বা তাম্রপর্ণী নাম বিজয় সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় এবং তিনি প্রথমে যেস্থানে অবতরণ করেন, সেই স্থানই এই নামে অভিহিত হয়। অশোকের গির্ণার শিলালিপিতে তাম্বপণ্নি নাম দৃষ্ট হয়।

কসমস্ ইণ্ডিকোপ্লিউষ্টোস্ গ্রন্থে সিংহলের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা "সমসাময়িক ভারত," প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

নির্ঘণ্ট

শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—আপনার এই পুস্তকগুলি নিজগুণেই সর্ব্বোতোভাবে আদরণীয়।"

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী—"You are certainly doing a service to the Bengali-knowing people."

শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার অভিভাষণে এই গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাইসচ্যান্সেলারগণের অভিমত—

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"এই পুস্তক আপনার পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও রচনা নৈপুণ্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহার্ঘরত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

২। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—"তোমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহা অতি সুন্দর হইবে।"

৩। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—"তোমার বই অত্যন্ত আহ্লাদ ও মনোযোগের সহিত পড়িতেছি এবং সংবাদ পত্র সমূহে ইহার ভূয়সী প্রশংসা দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।"

হাইকোর্টের জজদিগের অভিমত

১। স্যার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার জন্য বিশেষরূপে প্রশংসার্হ।"

২। শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী—"ইহা আমি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। ইহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অতি মূল্যবান গ্রন্থ।"

৩। ৺সারদা চরণ মিত্র—"ভাষার গৌরব বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইল।"

৪০০০০৲ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এই গ্রন্থাবলীর মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইবে।

Sole Agents—Messrs Guroodas Chatterjee & Sons
203/1/1 Cornwallis Street, Calcutta